খণ্ড 1 সংখ্যা 9
ডিসেম্বর 2020
বাংলা

আত্মনির্ভর ভারত

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক,
ভারত সরকার

গ্রামোদয় সঙ্কল্প

"ভারতের কৃষি শিল্প, কৃষক এবং গ্রামের মানুষই হল আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নের ভিত্তি। যদি তাঁরা শক্তিশালী হয়, কেবল তখনই ভারতের ভিত্তি আরও মজবুত হবে"।

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র সিংহ তোমর
মাননীয় মন্ত্রী - পঞ্চায়েতী রাজ, গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ

বিষয় সূচী

• আত্মনির্ভর ভারত অভিযান সম্পর্কে • পঞ্চদশ অর্থ কমিশন • উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের ভূমিকা • সফলতার কাহিনী

কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রী উত্তর প্রদেশে পঞ্চায়েত ভবন এবং সামুদায়িক শৌচাগারের ই-উৎসর্গ করছেন

- নরেন্দ্র সিংহ তোমর

কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতী রাজ, গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর বলেছেন যে যখনই উত্তর প্রদেশে কোনো উন্নয়নের কাজ হয়, তখন এটা ধরে নেওয়া যায় যে দেশের অর্ধেক প্রগতি হয়েছে কারণ জনসংখ্যার নিরিখে উত্তর প্রদেশ হল ভারতের সব থেকে বড় রাজ্য। শ্রী তোমর রাজ্যে পঞ্চায়েত ভবন এবং সামুদায়িক শৌচাগার ই-উৎসর্গ এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার সময় এটি বলেছেন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়তও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রী তোমর উল্লেখ করেন যে দেশের অনেকগুলি রাজ্য উত্তর প্রদেশের প্রকল্পগুলির মডেল অনুসরণ করছে। উত্তর প্রদেশ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং কোরোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময়ও, প্রমাণ করেছে যে গ্রামাঞ্চলের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও দেশকে গতিশীল রাখতে সক্ষম।

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রী বললেন যে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন দ্বারা 65 হাজার কোটি টাকার রাশি বরাদ্দ করা হয়েছে, যেটি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সুপারিশে, চতুর্দশ অর্থ কমিশন দ্বারা 2,00,292 কোটি টাকাতে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছে। উনি আরও জানিয়েছেন যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তী রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য বছরে 60,750 কোটি টাকা বরাদ্দ করার সুপারিশ করা হয়েছে। পিআর সংস্থাগুলির কাছে ইতিমধ্যেই 30,375 কোটি টাকার প্রথম কিস্তিটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী তোমর এও বলেছেন যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রকল্পগুলির অধীনে একটি বৃহৎ রাশি উপলব্ধ করানো হচ্ছে। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতকে আত্মনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর এবং সেটি তখনই সম্ভব হবে যখন ভারতের গ্রামগুলি *আত্মনির্ভর* হবে। সু-প্রশাসনের ওপর আধারিত একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে পঞ্চায়েতগুলিকে বাস্তবে শক্তিশালী করে তোলা দরকার। শ্রী তোমর মালিকানা প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেছেন যে এই প্রকল্পটি দেশের কোটি কোটি গ্রামবাসীকে তাদের বাড়ির মালিকানার অধিকার দিয়ে একটি নিদর্শ স্থাপনা করবে।

এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন যে এই ই-উৎসর্গ এবং শিলান্যাস বাস্তবে রাজ্যের গ্রামগুলিতে একটি বৃহৎ পরিবর্তন নিয়ে আসার সুযোগ। লক্ষ-লক্ষ পরিযায়ী কর্মীরা *গরিব কল্যাণ* উদ্যোগের অন্তর্গত হওয়া কাজে যোগ দিতে পেরেছেন। সামুদায়িক শৌচাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করতে উত্তর প্রদেশে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে 6000 টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছ গ্রাম অভিযানের প্রচার করা ছাড়াও, এতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের রোজগার হবে। শ্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন যে এই নবনির্মিত পঞ্চায়েত ভবনগুলিকে অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারাও যুক্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন যে ব্যাঙ্কগুলির কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্য ব্যাঙ্ক সখীর নিয়োগ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উত্তর প্রদেশ উন্নয়নের কাজের প্রতি সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং রাজ্যে 43% মহিলা গ্রাম প্রধান রয়েছে।

কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়ত বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অন্ত্যোদয়ের ভাবনা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার সঙ্কল্প নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে কঠিন ও তরল বর্জ্যের পৃথকীকরণ করা হচ্ছে এবং আগামী চার বছর মডেল গ্রাম তৈরী করতে উৎসর্গ করা হবে। তিনি যোগ করেছেন যে আগামী 100 দিনের মধ্যে প্রতিটি *অঙ্গনওয়াড়ি* এবং বিদ্যালয়ে সুরক্ষিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার একটি লক্ষ্য স্থির করা হচ্ছে।

সূত্র: প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো (PIB)

বিষয় সূচী

প্রধান সম্পাদক :

সুনীল কুমার, IAS
সচিব

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক

সম্পাদক:

ড: বিজয় কুমার বেহেরা, IES
আর্থিক উপদেষ্টা

সম্পাদক মণ্ডলী:

আলোক পাণ্ডেয়

রাধে শ্যাম ভরদ্বাজ

অঞ্জনী কুমার তিওয়ারী

4
মাননীয় মন্ত্রীর বার্তা

5
মাননীয় সচিবের বার্তা

10
গ্রামীণ স্থানিক পরিকল্পনা: আত্মনির্ভর গ্রামগুলির লক্ষ্যে উন্নত মানের জীবনের পরিকল্পনা

13
পঞ্চায়েতগুলিকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান - আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে

18
আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনাকে কার্যান্বিত করতে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক (MoTAএ) এবং পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির ভূমিকা

33
গ্রামীণ কারিগরি দক্ষতা

43
আত্মনির্ভর হওয়ার দিকে এক ধাপ: প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রিপোর্ট

আত্মনির্ভর ভারত অভিযান – ভারতকে সশক্ত করতে একটি নতুন উদ্যম 6

সাফল্যের কাহিনী 22

সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগগুলির আনুষ্ঠানিক গঠন এবং ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে আত্মনির্ভরতা 26

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সাফল্যের কাহিনী 29

নামানা নার্সারী – প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আত্মনির্ভরতার একটি নতুন বিবৃতি 39

বসন্তপুর গোশালা – আত্মনির্ভরতার দিকে একটি সম্মিলিত প্রয়াস 41

নিজস্ব উৎস থেকে উপার্জন একত্রিত করা - প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়তের সাফল্যের কাহিনী 47

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.

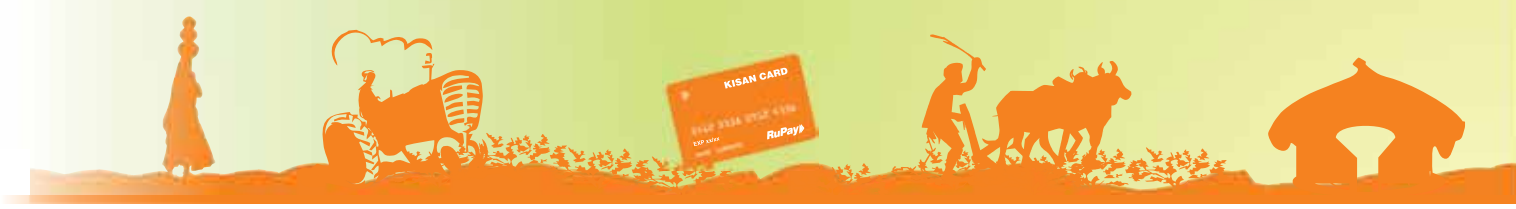

सत्यमेव जयते

বার্তা

নরেন্দ্র সিংহ তোমর

মাননীয় মন্ত্রী - পঞ্চায়েতী রাজ, গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ, ভারত সরকার

'গ্রামোদয় সঙ্কল্প'-র নবম সংখ্যাটি আত্মনির্ভর ভারত অভিযানকে উৎসর্গ করা হয়েছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলতেন, যদি আপনি ভারতকে আত্মনির্ভর বানাতে চান, গ্রামগুলিকে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে বিবেচনা করা আবশ্যক এবং গ্রামগুলিকে আত্ম-নির্ভর বানাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা যে সময় থেকে দেশে কার্যকর করা হয়েছে, পঞ্চায়েতগুলির জনপ্রতিনিধিদের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল গ্রামগুলিকে গ্রামীণ পরিপ্রেক্ষিতে সব দিক থেকে আত্মনির্ভর করে তোলা। যেমন আপনারা জানেন, বিগত মার্চ 2020 থেকে দেশ COVID-19 অতিমারির জন্য একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল যা গ্রাম এবং শহরের মানুষের জীবন যাত্রায় একটি বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

সরকার যথাযথ ভাবে সকল স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেছে যা অতিমারির কারণে তৈরী হয়েছিল এবং এছাড়াও আমাদের গ্রাম, মফঃস্বল, এবং শহরগুলিকে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সবল করতে মনোযোগী ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জি "ভোকাল ফর লোকাল" মন্ত্রটি প্রচলন করেন যেটি আমাদের গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলিকে উন্নতি করতে এবং বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলির সাথে সমতা আনতে দারুণ ভাবে সাহায্য করেছে। এটি দেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতিও ত্বরান্বিত করেছে।

আত্মনির্ভর ভারতের সুদৃঢ় মূলের উপর ভিত্তি করে দেশ উন্নতির পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলি গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সরকারের প্রচেষ্টায় অমূল্য এবং প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। আমি **'গ্রামোদয় সঙ্কল্প'**র এই ইস্যুটি উৎসর্গ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত যেখানে বুদ্ধিজীবি লেখকেরা গ্রামীণ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু প্রধান উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেছেন, যেগুলি আত্মনির্ভর ভারত গঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সফলতা অর্জন করেছে। আমি এই সুযোগে গ্রামীণ ভারতের জনতাকে আমার অভিনন্দন জানাই।

(নরেন্দ্র সিংহ তোমর)

सत्यमेव जयते

বার্তা

সুনীল কুমার, IAS

সচিব
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
ভারত সরকার

আমি ‘আত্মনির্ভর ভারত অভিযান’ সম্পর্কিত ‘গ্রামোদয় সঙ্কল্প’র এই বিশেষ ইস্যুটি আমাদের পাঠকদের উৎসর্গ করে আনন্দিত। মার্চ 2020 থেকে দেশ COVID-19 অতিমারির সংক্রমণের জন্য একটি অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীণ হয়েছিল। দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নতুন দিশায় পরিচালিত করে সরকার অতিমারিটি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছে।

অতিমারি থেকে উদ্ভূত একটি আসন্ন অর্থনৈতিক এবং আর্থিক বিপদ এড়াতে, মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে আত্মনির্ভর করে তোলার খুব প্রয়োজন ছিল। এইজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের অ্যাকশন প্ল্যানটির কল্পনা করেন।

যখন আমরা আত্মনির্ভর ভারত সম্পর্কে কথা বলি, আমাদের আত্মনির্ভর পঞ্চায়েতগুলির কথাও মনে রাখতে হবে, কারণ একটি পঞ্চায়েত আত্মনির্ভর হলে, তা কেবল আত্মনির্ভরতাই নিশ্চিত করে না, প্রশাসনে আরও বেশি দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা তৈরী করে, যা একটি স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল গ্রামীণ অর্থনীতি তৈরী করে। ভারতকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলতে এই গোটা প্রচেষ্টায়, পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও বেশি জন-কেন্দ্রিক করে তুলতে বেশি করে জোর দেওয়া দরকার। যখন একটি ভারতীয় গ্রামে বসবাসকারী অন্তিম ব্যক্তিটি “আত্মনির্ভর” হবে, তখনই আমরা প্রকৃত অর্থে “আত্মনির্ভর ভারত” হয়ে উঠব।

লেখকদের পাঠানো লেখার ওপর ভিত্তি করে, এই বিশেষ সংখ্যাটি গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য নেওয়া সরকারের কিছু প্রচেষ্টাগুলি, আত্মনির্ভর ভারত গড়তে কিছু সাফল্য এবং এই দিশায় সকল অংশীদারদের প্রচেষ্টাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। আমরা আশাবাদী যে এগুলি আমাদের পাঠকদের অনুপ্রাণিত করবে যারা একটি আত্মনির্ভর ভারতের জন্য আরও ভাল করে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবে।

আমি আশা করি এই সংখ্যাটি পাঠকদের জন্য অর্থপূর্ণ , তা প্রমাণিত হবে।

(সুনীল কুমার)

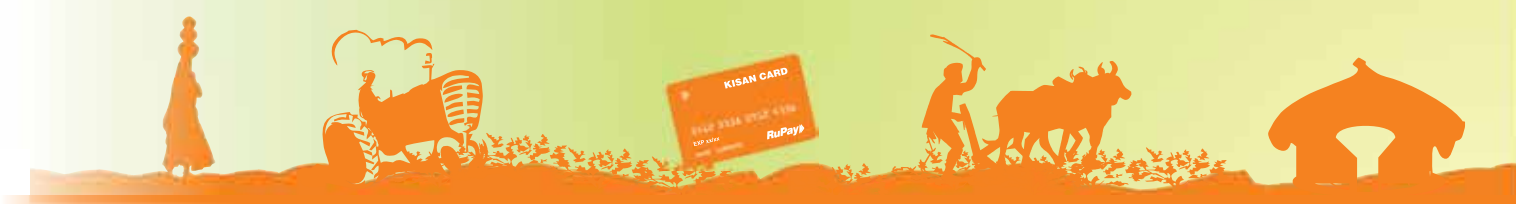

আত্মনির্ভর ভারত অভিযান – ভারতকে সশক্ত করতে একটি নতুন উদ্যম

- নরেন্দ্র সিংহ তোমর*

"দেশের প্রতিটি নাগরিক এই সংকটকে সুযোগে পরিবর্তিত করতে প্রতিজ্ঞা করেছে। আমাদের এটিকে দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ করে তুলতে হবে। সেই সন্ধিক্ষণটি কী? একটি আত্মনির্ভর ভারত"।

-ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদী

জাতি নিজেকে পুনর্গঠন করতে অগ্রসর হয়েছে। গত শতাব্দী থেকে আমরা শুনে আসছি যে একবিংশ শতাব্দী ভারতের শতাব্দী হবে। সময়, পরিস্থিতি, উন্নয়ন, প্রগতিশীল এবং সক্ষম নেতৃত্ব এবং এই দিশায় নেওয়া সাহসী পদক্ষেপগুলি এই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে যে একাদশ শতাব্দী আমাদের দেশকে একটি আত্মনির্ভর দেশ হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যুগ হিসেবে নির্ধারিত।

বিগত বছরটি এমন একটি অকল্পনীয় বিপর্যয়ের বছর ছিল যেটি বিশ্ব জুড়ে অর্থনীতিকে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এবং জীবনকে খুবই বিরূপ ভাবে প্রভাবিত করেছে। কোভিড-19 সংকট কেবলমাত্র বহু সংখ্যক মানুষের অকাল মৃত্যুই ঘটায়নি, লকডাউনের কারণে কোটি-কোটি মানুষের রোজগারের গম্ভীর সমস্যারও সৃষ্টি করেছে, যেটি অভূতপূর্বভাবে অর্থনীতির গতি কমিয়ে দিয়েছে এবং অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এই দুঃসময়ে, আমরা দ্বিগুণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এক দিকে, আমাদের সর্বোচ্চ স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করতে হয়েছিল, যাতে আমাদের নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা যেতে পারে, আর অন্য দিকে, আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল যাতে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। আমাদের দেশ যেভাবে এই মহাসংকটের মোকাবিলা সাহসিকতার সঙ্গে এবং একটি কার্যকরী পরিকল্পনার সঙ্গে করেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর অসাধারণ নেতৃত্বের জন্য যিনি দারুণ সংকল্প, দূরদর্শিতা, এবং মহান নেতৃত্বের প্রদর্শন করেছেন। আমরা সাহসিকতার সঙ্গে কোভিড-19 অতিমারীর শুধু মোকাবিলাই করিনি, মোদীজির মহান নেতৃত্বের কারণে, আমরা এই সংকটকে সুযোগে পরিবর্তন করতে পেরেছি। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান দেশকে পুনর্নির্মাণ করার এমন একটি পবিত্র সংকল্প যা ভারতকে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের নেতৃত্বের পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে দিতে পারে।

এই আহ্বানটি কেবলমাত্র কোভিড-19-র সংক্রমণের কারণে আসা সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার একটি প্রচেষ্টা নয়, বরং এটি দেশকে একটি নতুন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি বৃহৎ প্রচেষ্টাও বটে যার নিশ্চিত ভাবে সুদূর প্রসারী পরিণাম হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন সমাজের দুর্বল শ্রেণীর ওপর বিদ্যমান বেকারত্বের ভয় দূর করতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে এতে ভারতের পণ্য এবং ব্র্যান্ডগুলিকে বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিতে মন্দার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরের উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার মন্ত্র নিহিত আছে।

20 লক্ষ টাকার প্যাকেজটিতে এতটাই অন্তর্ভুক্তি রয়েছে যে সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর কথা এর মধ্যে ভাবা আছে। আমরা যদি তথ্য তুলনা করি, আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজটির বিস্তৃত প্রভাব এই তথ্য থেকেই বোঝা যাবে যে এই রাশিটি আমাদের রাষ্ট্রীয় জিডিপি-র প্রায় দশ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী দ্বারা গৃহীত এই বিপুল কার্যক্রমটি ভারতের অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করবে এবং আসন্ন সময়ে পরিকাঠামো, কৃষি, শিল্প এবং কর্মসংস্থান তৈরী করতেও ইতিবাচক প্রভাব তৈরী করবে। প্রধানমন্ত্রী এই সন্ধিক্ষণে "ভোকাল ফর লোকাল"-এর মন্ত্রও দিয়েছেন। বিশ্ব স্তরের স্বদেশী

***পঞ্চায়েতি রাজ, গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও কৃষি কল্যাণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী, ভারত সরকার**

পণ্য তৈরী করার এই উদ্যোগটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরী করেছে এবং এটি আমাদের স্বদেশীর পরিচিতি পাওয়ার জন্য গর্বিতও বোধ করাচ্ছে। আত্মনির্ভর ভারতের প্যাকেজটি জমি, শ্রম, লিকুইডিটি এবং আইনের সংশোধনের ওপরও মনোযোগ দেয় এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চাহিদাগুলি পূরণ করা ছাড়াও এটি একটি অনন্য পদক্ষেপ যাতে অন্তর্ভুক্তি রয়েছে।

12 মে, 2020-তে প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ঘোষণা করেছিলেন এবং বিগত আট মাস ধরে সামুদায়িক স্তরে সরকারী পদক্ষেপগুলির ফলাফল বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজের ঘোষণা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে আত্মনির্ভর ভারতের নির্মাণ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্ভর করবে। প্রথম স্তম্ভটি হবে 'অর্থনীতি'। আত্মনির্ভর ভারতের প্রধান লক্ষ্যই হল আমাদের অর্থনীতিকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে সেটিতে ক্রমাগত ওঠা-নামা থাকবে না, বরঞ্চ একটি বৃহৎ উত্থান থাকবে। দ্বিতীয় স্তম্ভটি, যেমন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, হল "পরিকাঠামো" যা আমাদের দেশের একটি পরিচিতি হয়ে উঠবে। "ব্যবস্থা" হল আত্মনির্ভর ভারতের তৃতীয় স্তম্ভ এবং এই ব্যবস্থা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত হবে যাতে একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনগুলির পূরণ করা যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে "জনসংখ্যা" হল আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের চতুর্থ স্তম্ভ। আমরা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং আমাদের সব থেকে বড় শক্তি হলো আমাদের উজ্জীবিত জনসংখ্যা। আমাদের কারিগরদের এবং শ্রমিকদের দক্ষতা এবং শিল্প এবং আমাদের অনন্য শ্রম-শক্তি ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতে আমাদের শক্তির অন্যতম বড় উৎস। "চাহিদা ও যোগান" কে আত্মনির্ভর ভারতের পঞ্চম স্তম্ভ রূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। চাহিদা তৈরী করা এবং প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সময়োচিত সরবরাহ এবং সহজলভ্যতা এমন পরিবেশ তৈরী করতে সাহায্য করে যেখানে আত্মনির্ভরতা স্বয়ংক্রিয় ভাবে অর্জিত হয়।

ভারতে আত্মনির্ভরতার বিশ্ব স্তরে সাফল্য কোভিড-19–র সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ই সম্ভব হয়েছে। ভারতে নির্মিত দুটি ভ্যাক্সিনকে ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনেরাল অফ ইন্ডিয়ার (DCGI) অনুমোদন আমাদের এই অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করিয়েছে।

এই দুটি ভ্যাক্সিনই সম্পূর্ণ ভাবে এবং রেকর্ড সময়ের মধ্যে ভারতের গবেষণাগারে তৈরী করা হয়েছে যেখানে অনেক বড় এবং প্রভাবশালী দেশ এখন পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। টিকাকরণ কর্মসূচীও আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আমাদের সকলের জন্য এটি খুব গর্বের সময়। আমরা ভ্যাক্সিনকে ব্যবহার করে কেবল আমাদের দেশের নাগরিকদের

কোরোনা থেকে সুরক্ষাই দিচ্ছি না, অন্যান্য দেশেও ভ্যাকসিন রপ্তানি করছি।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বদা বলে থাকেন যে ভারতের গ্রামগুলি, দরিদ্র, কৃষি এবং তার সংযুক্ত শিল্পগুলিকে মূল স্রোতে আনার মাধ্যমেই উন্নতির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ভিত্তিটি কৃষিকেই চিহ্নিত করে করা হয়েছে।

বহু দশক ধরে অনুভব করা হয়েছে যে কৃষির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণনের পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন আছে। এবং কোল্ড স্টোরেজ, গুদামঘর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলি, ইত্যাদিকে গ্রামের নিকট তৈরী না করে সেগুলিকে শহরের কাছে তৈরী করা হয়েছে। এইভাবে, দেশের 85% কৃষক যাদের ছোট জমি আছে, তারা তাদের ফসলের ভালো দাম না পাওয়া পর্যন্ত তাদের ফসলকে সংরক্ষণ করতে পারেন না এবং তাদের কাছে তাদের ফসলকে প্রক্রিয়াকরণ করে আরও ভালো রোজগার করার আর্থিক সামর্থ্যও নেই। অতএব, উত্তম পরিকাঠামোর অভাবে, দেশের 15 থেকে 20 শতাংশ ফসল বা পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। 1 লক্ষ কোটি টাকার প্রাবধান যুক্ত একটি কৃষি বিনিয়োগ ফান্ড তৈরী করা এই দিকে নেওয়া একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। সরকার দ্বারা নেওয়া এই পদক্ষেপটি নিশ্চিত ভাবে

গ্রামগুলিতে, খেত-খামারে এবং কৃষকদের কাছে বেসরকারী বিনিয়োগ আসা নিশ্চিত করবে, যা এই মুহূর্তে বাস্তবিক প্রয়োজন।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অন্তর্গত, কৃষি ছাড়াও অন্যান্য সংযুক্ত ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো তৈরী করতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পশুপালন পরিকাঠামো গঠন করতে 15,000 কোটি টাকার বরাদ্দ, ভেষজ কৃষির জন্য 4,000 কোটি টাকা, মৎস্য ক্ষেত্রের জন্য 20,000 কোটি টাকা (সামুদ্রিক, গার্হস্থ্য এবং তটবর্তী মৎস্য চাষের জন্য 11,000 কোটি এবং পরিকাঠামো তৈরী করবার জন্য 9,000 কোটি টাকা), মৌমাছি চাষের জন্য 500 কোটি, উৎপাদ সংযুক্ত বিমা যোজনার (PLI)অন্তর্গত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের জন্য 10,000 কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রী সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানগুলির অনুষ্ঠানিকরণ প্রকল্পের (PMFME) অন্তর্গত ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক শিল্পগুলিকে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠিগুলিকে 10,000 কোটি টাকা। দশ হাজারেরও বেশি নতুন কৃষক প্রযোজক সংস্থা (FPO) প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এই FPO-গুলির ওপর 6,850 কোটি টাকার একটি রাশি খরচ করা হচ্ছে যা আমাদের কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তুলতে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ প্রমাণিত হবে।

কোভিড-19 অতিমারীর সময় আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল বঞ্চিত, দরিদ্র এবং স্বল্প-সম্পদ লোকেদের ত্রাণ সরবরাহ করা এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম করে তোলা। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার অন্তর্গত 1.70 লক্ষ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল যাতে কোরোনার সংক্রমণের সময় সমস্যার মোকাবিলা করতে এই শ্রেণীগুলিকে সাহায্য করা যেতে পারে। সরকার কোরোনা যোদ্ধা রূপে কাজ করা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাধান্য দিয়েছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য কর্মীকে 50 লক্ষ টাকার একটি বিমা কবচ দেওয়া হয়েছে যাতে আমাদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার এই প্রথম সারিটি সাহসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। কোভিড-19 টিকাকরণের সময়েও, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই স্বাস্থ্যকর্মীদের একেবারে শুরুতেই টিকা দেওয়া হয়েছে।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অন্তর্গত দেশের 80 কোটি দরিদ্র মানুষকে 3 মাস ধরে পরিবার প্রতি 5 কিলো গম ও চাল এবং 1 কিলো ডাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরে, এই সুবিধে নভেম্বর 2020 পর্যন্ত আরও পাঁচ মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছিল যাতে দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া যায়। এই সময়টিতেই 28টি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করতে "এক দেশ এক রেশন কার্ড" প্রকল্পটি আরম্ভ করা হয় যাতে গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং শক্তিশালী করা যায়। 20.65 কোটি মহিলাদের জন ধন অ্যাকাউন্টে তিন মাস ধরে 500 টাকা মাসিক হারে একটি এক্স গ্রেশিয়া রাশি প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট 31,000 কোটি টাকার রাশি উপলব্ধ করা হয়েছে। একইভাবে, সরকার 2.82 কোটি বরিষ্ঠ নাগরিক, বিধবা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যার প্রতিও নজর দিয়েছে এবং তাদের 500 টাকার দুটি কিস্তিতে 1000 টাকা প্রদান করেছে। এতে 2,815 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সরকার দেশে 8 কোটি দরিদ্র পরিবারকে তিন মাসের জন্য বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

অতিমারির কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা যারা তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছিলেন এবং নিজেদের গ্রামে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাদের রোজগার প্রদান করাকে সরকার প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে এটি উল্লেখ করা গর্বের এবং সন্তুষ্টির বিষয় যে এই বিপদের সময়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক তার মনরেগা এবং গরিব কল্যাণ যোজনার অন্তর্গত 6টি রাজ্যের 116টি জেলায় 12টি রাজ্যের প্রকল্পের সাথে সমন্বয়ের সঙ্গে কার্যান্বিত করেছে তা খুবই সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। GKRA-র অন্তর্গত, 50 কোটি শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান 125 দিনে তৈরী করা হয়েছিল এবং এছাড়াও 10 কোটির বেশি মানুষ গত দশ বছরে মনরেগার অন্তর্গত কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং মোট 315 কোটি শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান তৈরী করা হয়েছে যা একটি রেকর্ড। সরকার 2021-22 বছরের জন্য মনরেগার বরাদ্দ রাশিতে বৃদ্ধি করেছে। এই বছরের বরাদ্দ 73,000 কোটি টাকা করা হয়েছে যা গত বছরে 61,500 টাকা ছিল যেটি কোভিড সংক্রমণের জন্য আরও বাড়িয়ে 1,11,500 কোটি করা হয়েছে যাতে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় এবং কার্যকরী ভাবে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে আত্ম নির্ভরতা অর্জন করা যায়।

ভারত কোভিড-19 সমস্যার শক্ত ভাবে মোকাবিলা করেছে। আজ কোরোনা সংক্রমণের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রনের সাথে, আমরা পুনরায় প্রগতি করবার পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছি। আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে একটি সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী দেশ গঠন করবার কাজ এগিয়ে চলেছে। 2021-22-এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে "শক্তিশালী ভারত, সুস্থ ভারত"-এর জন্য ঐতিহাসিক এবং কার্যকরী ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর অসামান্য নেতৃত্বের অধীনে আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আসন্ন ভবিষ্যত ভারতের হবে এবং আমাদের বিজয় বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হবে।

কৃষি সংস্কার এবং জল জীবন মিশন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদী কী বলেছেন? জানতে ভিডিওটি দেখুন!

গরিব কল্যাণ যোজনার সূচনা অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিং দ্বারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণ

গ্রামীণ স্থানিক পরিকল্পনা: আত্মনির্ভর গ্রামগুলির লক্ষ্যে উন্নত মানের জীবনের পরিকল্পনা

– সুনীল কুমার *

"যদি গ্রামগুলিতে 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ এবং জলের সরবরাহ থাকে এবং এগুলি ইন্টারনেটের জন্য অপটিকাল ফাইবার দিয়ে সংযুক্ত হয়, তাহলে শিক্ষক, ডাক্তার এবং আমলারা সেখানে থাকতে দ্বিধা করবে না। তাদের দীর্ঘ সময় সেখানে থাকার জন্য গ্রামীণ অঞ্চলগুলি লাভবান হবে"।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সাম্প্রতিক কালে, স্বাস্থ্য, কৃষি, পল্লী উন্নয়ণ, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাথে দেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি করেছে। তবে, শহরগুলিতে উচ্চ গতিতে বৃদ্ধির জন্য গ্রাম থেকে শহরগুলিতে ব্যাপক হারে পলায়ণ হয়েছে। তাই, ভারত সরকার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে জীবন আরো সহজ হয়ে ওঠার স্বপ্নকে বাস্তব করার লক্ষ্যে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে পৌঁছবার জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক গ্রামীণ এলাকাগুলিতে স্থানিক পরিকল্পনার উদ্যোগ নিয়েছে, এই চেষ্ঠায় যে দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ সম্প্রদায়ের স্থাপনা করা যায় যেখানে (ক) মানুষ বসবাস করতে এবং কাজ করতে ভালবাসে; (খ) সেগুলি উচ্চ গুণমান যুক্ত পরিষেবা দেয় এবং উজ্জীবিত ও বিশিষ্ট হয়, এবং (গ) স্থানীয় ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য এবং জীববৈচিত্র্য থেকে আবহাওয়ার সমস্যার মোকাবিলা করে এবং গ্রামীণ স্থানীয় পরিকল্পনা থেকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে।

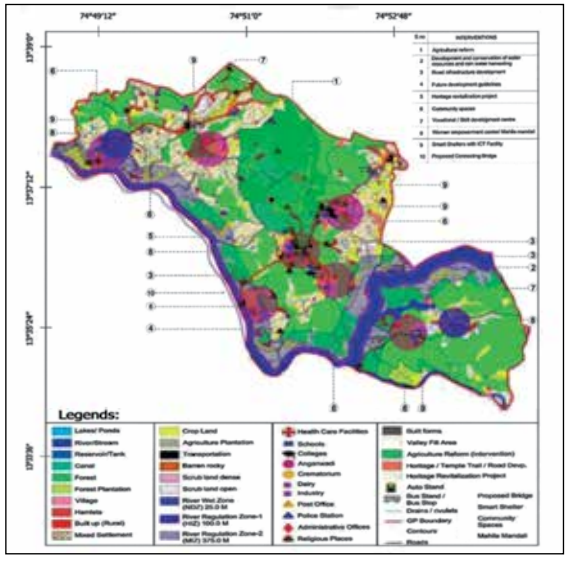

সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে পঞ্চায়েতগুলির স্বাভাবিক দায়িত্ব এই যে তারাও শহরের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা আরম্ভ করা স্থানিক বিকাশ পরিকল্পনাগুলির মত নিজের গ্রামগুলিতেও সকল ক্ষেত্রে বড় মাপে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিকাশ আনতে সক্ষম হয়।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জাতীয় মহাসড়কগুলির অথবা প্রধান রাজ্য মহাসড়কগুলির নিকটে অবস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উচ্চ বৃদ্ধির ক্ষমতার লাভ ওঠানো কিম্বা নিয়মানুগ পরিকল্পিত পরিকাঠামো উন্নয়নের সাথে তৃণমূল স্তরে বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনার প্রচার

বাড়ির পিছনে ঘরের ময়লা ফেলার জায়গা

খোলা ড্রেনে ময়লা ফেলা

*সচিব, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক

পুকুরে গবাদি পশু ধোয়ানো

করতে, পঞ্চায়েতগুলির স্থানীয় প্রয়োজনগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া, সুবিধেগুলির কার্যকরী বন্টনের সাথে উন্নত সংস্থান ব্যবস্থাপনা; ভবিষ্যতের নীতি সিদ্ধান্তগুলির জন্য একটি কাঠামো তৈরী করতে স্থানীয় পরিচিতি দৃঢ় করা; এবং গ্রামীণ এলাকাগুলিতে কম খরচে বাড়ি তৈরির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব উন্নত করা। এতে সামুদায়িক পরিষেবা, রোজগারের সুযোগের একটি অতিরিক্ত সম্ভার তৈরী করতে সাহায্য করতে পারে যার কারণে একটি বিস্তৃত এবং সামাজিক ভাবে বিবিধ জনসংখ্যা গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিতে বসবাস আরম্ভ করতে পারে, এবং শহরাঞ্চলের দিকে যাতায়াত বা মাইগ্রেশনের প্রয়োজন কমতে পারে।

এই অনন্য প্রচেষ্টার অন্তর্গত, মন্ত্রকটি 17টি উচ্চ মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলে 34টি পঞ্চায়তের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরী করেছে যেগুলি অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়াণা, ঝাড়খন্ড, কর্নাটক, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় বা রাজ্য মহাসড়কের নিকট অবস্থিত।

এখন পর্যন্ত, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি এই গ্রামগুলির এই সংযোগকারী মহাসড়ক দিয়ে উচ্চ ট্র্যাফিক প্রবাহের (গাড়ি, ট্রাক ইত্যাদি) নিরিখে সুবিধেজনক অবস্থানের

গোশালা এবং জৈব বর্জ্য

সুবিধে এবং জাতীয় ও রাজ্য মহাসড়কগুলির ধারের জমির বাণিজ্যিক উন্নতির সম্ভাবনার সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারেনি। স্থানিক পরিকল্পনার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো:

i. কম দামের বাড়ি, উচ্চ আয়ের কাজ এবং পরিষেবাগুলির সহজ প্রাপ্তির ভবিষ্যতের প্রয়োজনগুলি পূর্তি করা

ii. একটি ক্রমবর্ধমান এবং বয়স্ক হতে থাকা জনসংখ্যার অতিরিক্ত আবাসন এবং কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ করা

খালি জমিতে ময়লার স্তূপ

iii. আঞ্চলিকতা, যা দেশব্যাপী কোভিড সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার পর আসা আর্থিক চাপ এবং প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গ্রামীণ ভারতের জন্য একটি খুবই প্রয়োজন।

iv. জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের সম্মুখীন বিশ্বে আবহাওয়ার অনুকুল পরিষেবা প্রদান করা

এলাকায় প্রাপ্ত সম্পদের কথা বিবেচনা করে একটি পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানকে ভবিষ্যতে

সবুজ মাঠে পলিথিন এবং প্লাস্টিক বর্জ্য

কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে তার কাঠামো তৈরী করতে চায় স্থানিক পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনা জমির মালিকদের, ডেভেলপারদের এবং সরকারী কর্তৃপক্ষদের মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রচার করতে উপদেশ দেবে।

টিউব ওয়েল থেকে দূষিত জল

এই প্রচেষ্টা অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের গ্রামের(গুলির) জন্য একটি স্থানিক পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবে যা কৃষি, আবাসিক, স্থানীয় বাজার, পার্ক, জলাশয়, কৃষি আধারিত শিল্প, MSME প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা যেমন ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয় ইত্যাদির জন্য স্পষ্ট করে স্থান চিহ্নিত করে এবং হাইওয়ের ধারে রেস্টুরেন্ট বা সার্ভিস এরিয়া বা বাহন দাঁড় করানোর জন্য এলাকা চিহ্নিত করে। একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া একটি কার্যকরী উন্নয়ণ পরিকল্পনার জন্য সীমিত সংস্থানের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে সশক্ত করতে পারে। এমন একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম হল এই যে এর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আত্মনির্ভর করতে নিজ উৎসের রাজস্ব (OSR) মাধ্যমগুলির স্পষ্ট কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট করা যাবে।

স্থানিক পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা কঠিন হবে। এটিতে সামগ্রিক সমন্বয় এবং জাতীয় ও স্থানীয় নীতির মধ্যে সমুচিত সামঞ্জস্য প্রয়োজন হবে। এর সাথে, কর্মসংস্থান, আবাস, শক্তি, স্বচ্ছতা, বিনোদন এবং সংরক্ষণের গতিবিধির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের কার্যনীতি তৈরী নির্দিষ্ট করারও প্রয়োজন হবে। স্থানীয় ভাবে, এতে সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনার প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থার পরিকল্পনা এবং কৌশলের মধ্যে কার্যকরী সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

যখন দেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা অনুযায়ী

ভগ্নদশা বাড়ি

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে, গ্রামীণ অঞ্চলে স্থানিক পরিকল্পনা PURA (প্রোভাইডিং আর্বান অ্যামিনিটিজ ইন রুরাল এরিয়াজ) মিশনের সঙ্গে একটি মজবুত যোগসুত্র হতে পারে যা একটি বাস্তবিক যোগাযোগ, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ এবং জ্ঞানের যোগাযোগ হিসেবে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর এ. পি. জে আব্দুল কালামের মস্তিষ্কপ্রসূত, PURA মিশনের প্রধান উপাদানগুলি যা অর্থনৈতিক যোগাযোগ আনবে তা সূক্ষ্ম স্তরে গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভর করতে স্থানীয় পরিকল্পনার জন্য সামগ্রিক ভাবে সহজ করা হবে।

মন কী বাত: কৃষকরা এখন তাদের নিজের ইচ্ছার মালিক হবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কৃষি বিল নিয়ে বলেছেন

পঞ্চায়েতগুলিকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান - আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে

-পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক*

"আমাদের দেশে লাইনের অন্তিম ব্যক্তিটিকেও সুবিধে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান রয়েছে এবং সু-প্রশাসনের মাধ্যমে কাঙ্খিত পরিণাম অর্জন করা যেতে পারে"।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

1. পৃষ্ঠভূমি

1.1 গত চারটি দশকে, উন্নয়ণশীল বিশ্ব স্থানীয় স্ব-প্রশাসনের কাছে একটি রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থ ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বিকেন্দ্রীকরণ দেখেছে। ভারতও এই প্রবণতার সঙ্গে তার 73তম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে তাল মিলিয়ে চলছে। 73তম সাংবিধানিক সংশোধন আইন তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচিত স্বশাসিত স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলিকে (PRI) সাংবিধানিক মর্যাদা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করে। অতএব, 73তম সাংবিধানিক সংশোধন আইন সকল রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে (UT) উত্তম প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে যেমন মানুষের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, ন্যায়বিচার, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা। 73তম সাংবিধানিক সংশোধন আইন পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলিকে কার্যকরী এবং আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দিয়েছে।

1.2 কোভিড অতিমারির ফলস্বরূপ, ভারত সরকার আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ঘোষণা করেছিল যেখানে গতিশীল অর্থ প্রগতির এবং নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে যার উদ্দেশ্য সকল অর্থ গতিবিধির ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগের ভাবনাকে প্রচার করার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। যেমন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেছেন, "আত্মনির্ভর ভারতের মানে নিজের মধ্যে সীমিত থাকা বা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে থাকা নয়, এর মানে হল নিজের জোরে এগিয়ে চলা এবং কোনো কিছুর জন্য অন্য কারো ওপর নির্ভর না করা। আমরা সেই সব নীতির অনুসরণ করব যা দক্ষতা, সমতা এবং সহনশীলতাকে প্রোৎসাহন দেবে"। যেহেতু কর্মরত জনসংখ্যার একটি বিপুল অংশ আমাদের গ্রামে বসবাস করে, আত্মনির্ভর ভারত অভিযানকে সফল করতে যারা বিপুল গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করা পঞ্চায়েতগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

1.3 গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে (RLB) তাদের পরিষেবা সরাসরি নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থানীয় স্তরে কার্যান্বিত করার জনাদেশকে কাজ, রাশি এবং কর্মকর্তাদের হস্তান্তরের মাধ্যমে সহায়তা দিতে হবে। স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নিজেদের দায়িত্ব নির্বাহ করার জন্য পর্যাপ্ত রাশি এবং আর্থিক স্বাধীনতা দিলে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে প্রাথমিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য উৎপাদনক্ষম সাধন তৈরী করতে অনেক সাহায্য করবে। এতে কেবল নাগরিকদের এই পরিষেবাগুলি পেতে সুবিধেই হবে না, বিভিন্ন ঔদ্যোগিক বাণিজ্যিক প্রকল্প তৈরী করতে সাহায্য হবে যা অর্থ উন্নতির সাথে শিল্পোদ্যোগ এবং জীবিকার উন্নতিও ঘটাবে।

1.4 73তম সংবিধান সংশোধন অধিনিয়ম 1993-র মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ 280(3) (bb)-র অধীনে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনগুলিকে রাজ্যের পঞ্চায়েত সংস্থানগুলির বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের অর্থ কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে রাজ্যের সম্মিলিত পুঁজি বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করা প্রয়োজন। যদিও দশম অর্থ কমিশন (1995-2000) থেকেই গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুপারিশ আরম্ভ হয়েছে, তবে দ্বাদশ অর্থ কমিশন পর্যন্ত (2005-10), গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নামমাত্র মাত্রায় এবং সমষ্টিগত ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে।

2. ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অর্থ কমিশন (XIII & XIV FC)- সময়কাল 2010-15 & 2015-20

2.1 গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে একটি অল্প মাত্রার এককালীন রাশি দেওয়া থেকে সরে গিয়ে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন (XIII FC) বিভাজ্য পুলের একটি শতাংশ দিয়েছে যেমন (ক) বিভাজ্য পুলের 1.5%র প্রাথমিক অনুদান (খ) কর্ম-সম্পাদন অনুদান, যেটি 2011-12 থেকে আরম্ভ করে চার বছরের জন্য প্রথম বছরে বিভাজ্য পুলের 0.5% এবং অবশিষ্ট তিন বছরের জন্য বিভাজ্য পুলের 1% হারে প্রদেয় হবে। কমিশনটি এছাড়াও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তফসিল এলাকার জন্য এবং সংবিধানের পার্ট IX এবং পার্ট IXA –র এক্তিয়ার বহির্ভূত

*পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী

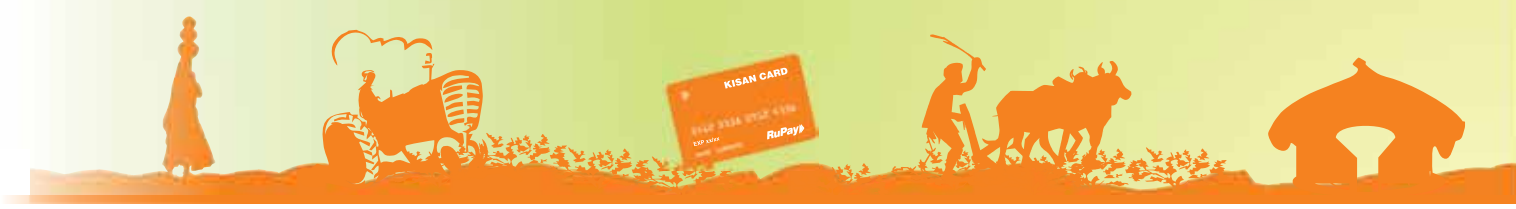

এলাকাগুলির জন্য একটি পৃথক বিশিষ্ট এলাকা প্রাথমিক অনুদান এবং বিশিষ্ট এলাকা কর্ম-সম্পাদন অনুদানের সুপারিশ করেছে।

XIII FC-র 65160.76 কোটি টাকার বরাদ্দ রাশি থেকে, 58256.63 কোটি টাকা RLB-গুলিকে প্রদান করা হয়েছে।

2.2 চতুর্দশ অর্থ কমিশন (XIV FC) সংবিধানের পার্ট IX-র অন্তর্গত গঠিত দেশের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে, সামগ্রিক স্তরে প্রতি ব্যক্তিকে বার্ষিক 488 টাকা সাহায্যের জন্য 2,00,292.20 কোটি টাকার একটি রাশি অনুদানের সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে 1,80,262.98 কোটি টাকা প্রাথমিক অনুদানের রূপে এবং 20,029.22 কোটি টাকা 26টি রাজ্যকে কাজের নিষ্পাদন অনুদানের রূপে ছিল। চতুর্দশ অর্থ কমিশন এর থেকে পৃথক পথে গিয়ে আস্থার ওপর ভিত্তি করে একটি উপায় গ্রহণ করে এবং সুপারিশ করে যে এই হস্তান্তর অন্যান্য স্তরে কোনো অংশ ছাড়াই, সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়া হোক, কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সরাসরি গ্রামের মানুষকে প্রাথমিক পরিষেবা প্রদান করার দায়িত্বে রয়েছে। প্রদত্ত অনুদান রাশি থেকে জলের সরবরাহ এবং ট্যাঙ্ক পরিস্কার, ভূগর্ভস্থ নালি নিকাশীওকঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন, বর্ষার জলের নিকাশী, সামুদায়িক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা, ফুটপাথ এবং রাস্তার আলো ও অন্তিম সংস্কারের স্থানগুলি এবং সংশ্লিষ্ট আইনের অন্তর্গত প্রদত্ত অন্যান্য পরিষেবাগুলির উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্য ছিল। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সময়কাল, 2015-20-র জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে 1,83,248.54 কোটি টাকা (মোট আবন্টনের 91.49 শতাংশ) প্রদান করা হয়েছিল।

3. পঞ্চদশ অর্থ কমিশন (XV FC) 2020-26

3.1 পঞ্চদশ অর্থ কমিশন (XV FC) 2020-21 বর্ষের জন্য তার অন্তর্বর্তী রিপোর্টে পঞ্চায়েতী রাজের তিনটি স্তরেই RLB-গুলির জন্য 60,570 কোটি টাকার অনুদানের সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অনুসূচি ক্ষেত্রের পারস্পরিক প্রতিষ্ঠানগুলিও রয়েছে। এই অনুদান দুটি ভাগে বিভাজিত ছিল, বেতন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক খরচ বাদে স্থানীয় প্রয়োজনগুলির জন্য প্রাথমিক (শর্তহীন), এবং প্রাথমিক পরিষেবাগুলির জন্য শর্তসাপেক্ষ অনুদান (ক) স্বচ্ছতা এবং বাইরে শৌচকর্ম মুক্ত অবস্থা রক্ষা করা এবং (খ) পানীয় জলের সরবরাহ, বর্ষার জলের সংরক্ষণ এবং জলের পুনর্ব্যবহার যা 2020-21 অর্থ বছরের জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদানের সমান (50%) অনুপাতে ছিল।

3.2 তার শেষ রিপোর্টে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন 2021-26 সময়কালের পাঁচটি বছরে গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অনুদানের জন্য 2,36,805 কোটি টাকার সুপারিশ করেছে। বর্ষ 2021-26-এর সময়কালের জন্য শর্তহীন প্রাথমিক অনুদানের অনুপাত শর্তসাপেক্ষ অনুদানের তুলনায় 40% : 60% রাখা হয়েছে।

3.3. পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছে যে শর্তহীন অনুদানগুলিকে বেতন এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাদে XI শিডিউলে উল্লেখ করা 29টি বিষয়ের অন্তর্গত থাকা প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত বাহ্যিক এজেন্সি দ্বারা হিসেবের অডিটের খরচও এই অনুদান থেকে করা যেতে পারে। RLBগুলিকে শর্তহীন অনুদানগুলিকে জাতীয় গুরুত্বের ক্ষেত্রে যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হবে। শর্তসাপেক্ষ অনুদানগুলিকে জাতীয় গুরুত্বের প্রাথমিক পরিষেবা যেমন (ক) স্বচ্ছতা এবং বাইরে শৌচকর্ম মুক্ত (ODF) অবস্থা বজায় রাখা এবং (খ) পানীয় জল সরবরাহ, বর্ষার জলের সংরক্ষণ এবং জলের পুনর্ব্যবহারের জন্য করতে হবে।

3.4 বর্ষ 2021-26-এর জন্য 60% শর্তসাপেক্ষ অনুদান থেকে, 30% অংশ পানীয় জল, বর্ষার জল সংরক্ষণ এবং জলের পুনর্ব্যবহারের জন্য মুক্ত করতে হবে এবং 30% অংশ স্যানিটেশন এবং বাইরে শৌচকর্ম মুক্ত (ODF) অবস্থা বজায় রাখার জন্য মুক্ত করতে হবে। তবে, যদি কোনো স্থানীয় প্রতিষ্ঠান একটি শ্রেণীর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে ফেলে, সেটি অন্য শ্রেণীটির জন্য বরাদ্দ রাশি থেকে তা ব্যবহার করতে পারে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম সভাকে নিরীক্ষণ আধিকারিক অথবা রাজ্য সরকার দ্বারা এর যথার্থতা প্রমাণ দিতে হবে।

3.5 2024-25 থেকে রাজ্য অর্থ কমিশনের (SFC) গঠনকে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুদান জারি করার জন্য আবশ্যক শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কেবল সেই রাজ্যগুলি / স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি (RLB) আর্থিক বছর 2021-22 থেকে অনুদান পাবে, যাদের অস্থায়ী / অডিট করা হিসেব অনলাইন সার্বজনীন করা হয়েছে।

3.6. বর্তমান অতিমারির জন্য উৎপন্ন কঠিন সময়ের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নতি করার জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশন পৃথক ভাবে 70,051 কোটি টাকার স্বাস্থ্য অনুদান বরাদ্দ করেছে। এর অন্তর্গত গতিবিধিগুলি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা কার্যান্বিত করতে হবে। এই অনুদানটির মধ্যে থেকে 43,928 কোটি টাকার রাশি

গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে রোগ-নির্ণয়ের পরিকাঠামোগত সুবিধের বিস্তার, ব্লক স্তরে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য, ভবন হীন উপ-কেন্দ্রগুলি এবং সামুদায়িক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভবন গুলির নির্মাণ এবং গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপ-কেন্দ্রগুলিকে স্বাস্থ্য এবং আরোগ্য কেন্দ্রে বদল করার জন্য দেওয়া হবে।

4. গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ পরিকল্পনা (GPDP) তৈরী করা

4.1 অনুদানগুলির যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব বিচার করে, এটি ধার্য করা হয়েছে যে অনুদানগুলি পরিষেবাগুলি নাগরিকদের প্রদান করার পরিকল্পনা তৈরী করার পরে পঞ্চায়েত দ্বারা ব্যবহার করা হবে। পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক (MoPR) GPDP'র জন্য নির্দেশাবলী তৈরী করেছে এবং রাজ্যগুলিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী

GPDP'র নির্দেশাবলী তৈরী করতে সাহায্য করা হয়েছে

জন পরিকল্পনা অভিযান

যা সকল সংস্থানগুলি একত্রিত করে যেমন কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন পুঞ্জি, MGNREGS পুঞ্জি, স্বচ্ছ ভারত পুঞ্জি, রাজ্য অর্থ কমিশন পুঞ্জি ইত্যাদি যার ওপর পঞ্চায়েতগুলির অধিকার রয়েছে। GPDP পরিকল্পনাগুলি সম্প্রদায়গুলির জন্য স্থানীয় উন্নয়নের এজেন্ডা নির্ধারণ করার এবং উন্নয়ণ সংক্রান্ত সমস্যার স্থানীয় সমাধান খুঁজে বের করার একটি সুযোগও। GPDP'তে সম্পর্কিত দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য (SDG) অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলির সময়োচিত ভাবে অর্জন করার ওপর জোর দেওয়া হবে।

4.2 পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক দীর্ঘস্থায়ী জন পরিকল্পনা অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েতগুলিকে বিভিন্ন উৎস থেকে উপলব্ধ পুঁজি একত্রিত করে তাদের কাছে উপলব্ধ সামগ্রিক সংস্থানের বিচার করে নিজের GPDP তৈরী করার জন্য সাহায্য এবং উৎসাহিত করতে সফল হয়েছে। এটি অনুদানগুলির কার্যকরী ব্যবহারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং দেশের গ্রামীণ অঞ্চলগুলির সন্তুলিত উন্নয়নের প্রতি অবদান রেখেছে।

5. কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অনুদান রাশির প্রবাহ এবং প্রয়োগের নিরীক্ষণ

5.1 শাসন ব্যবস্থাপনা

অর্থ কমিশনের অনুদানগুলির কার্যকরী প্রয়োগের নিরীক্ষণ এবং মূল্যাঙ্কনের জন্য রাজ্যগুলির মুখ্য সচিবদের অধ্যক্ষতায় উচ্চ-স্তরীয় নিরীক্ষণ সমিতিগুলির (HLMC) গঠন আবশ্যিক করা হয়েছে। HLMC-র কাছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি যেমন গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ, পানীয় জল ও স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য এবং অর্থের মতো বিভাগের সদস্যপদ রয়েছে এবং রাজ্যে প্রগতির মূল্যাঙ্কনের জন্য নিয়মিত এর বৈঠক হবে। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যান্বিত করার বিষয়ে, কেন্দ্রীয় স্তরে আন্ত-মন্ত্রক সমন্বয় সুনিশ্চিত করতে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত অনুদানের ব্যয়ের প্রগতির ওপর নিরীক্ষণ করতে এবং উন্নতির উপায়ের সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারগুলি এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলিকে উচিত মার্গদর্শন এবং সহযোগিতা করতে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকে সমন্বয় সমিতিরও গঠন করা হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ সচিব এই সমিতির অধ্যক্ষ হবেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, C&AG, NIRD&PR-এর প্রতিনিধি এবং সাতটি রাজ্যের পঞ্চায়েতী রাজ বিভাগের প্রতিনিধি এটির সদস্য হবেন।

5.2 ই-গ্রামস্বরাজ

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক (MoPR) দ্বারা তৈরী ই-গ্রামস্বরাজ, একটি একীকৃত অনলাইন ব্যবস্থা যেটি পঞ্চায়েতের অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক সূচনা ব্যবস্থা উপলব্ধ করায়। এই পরিকল্পনার মডিউলটি পরিকল্পিত কাজটির জন্য ভিন্ন প্রকল্প থেকে পুঁজি একত্রিত করতে সাহায্য করে যাতে একদিকে নিশ্চিত হয় যে উপলব্ধ পুঁজি যতদুর সম্ভব ব্যবহৃত হয় এবং অন্যদিকে এই যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পুঁজির অভাবে বাদ/ পরিত্যক্ত না হয়।

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে (PRI)একটি উত্তম অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রণালী থাকার প্রয়োজনটি অনেকদিনের যাতে PRIগুলিতে দায়বদ্ধতার বৃদ্ধি হয়। eGS– PFMS ইন্টারফেস (eGPI) যুক্ত অ্যাকাউন্টিং মডিউলটি অনন্য যেখানে পঞ্চায়েতগুলি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে কাজ সম্পাদন করার জন্য ভেন্ডর এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের রিয়েল টাইম পেমেন্ট করছেন। এইভাবে MoPR পঞ্চায়েতগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অনুদান থেকে ভেন্ডর/ পরিষেবা প্রদানকারীদের সমস্ত

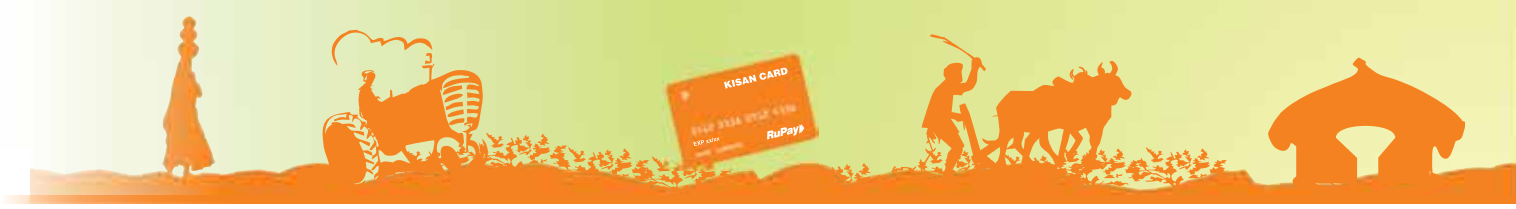

পেমেন্ট করতে e-GPI ব্যবহার করতে সক্ষম করেছে, যা থেকে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বাড়াতে পুঁজি দিয়ে তৈরী সকল বাস্তব সম্পত্তির মোবাইল অ্যাপ mActionSoft দিয়ে আবশ্যিক জিও ট্যাগিংয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে।

6. পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব উৎসের রাজস্ব

6.1 সাংবিধানিক প্রাবধানের অন্তর্গত রাজ্যগুলিকে স্থানীয় সরকারগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব, শক্তি এবং অধিকারগুলির হস্তান্তরণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে যাতে তারা স্থানীয় স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির রূপে কাজ করতে সক্ষম হতে পারে। রাজ্যগুলি গ্রামীণ এবং শহরের স্থানীয় প্রশাসনকে কর, শুল্ক এবং টোল লাগানো, সংগ্রহ এবং বিনিয়োজিত করার অধিকার দিতে পারে।

6.2. গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আত্মনির্ভর করার দিশায় এগিয়ে চলতে নিজস্ব উৎস থেকে পর্যাপ্ত রাজস্ব (OSR) তৈরী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকতা। এটি তাদের পরিষেবাগুলির গুণমানে উন্নতি আনতে এবং তাদের নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ করে তুলতেও সাহায্য করবে। গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে দেওয়া করের অধিকার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে, অন্য দুটি স্তর – মধ্যবর্তী পঞ্চায়েত (IP) এবং জেলা পঞ্চায়েতের (GP) তুলনায় করের বেশি সাধন রয়েছে। গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণ সম্পত্তি সংসাধন (CPR) প্রবন্ধন, যেমন ট্যাঙ্কের নিলাম, গাছের বিক্রি/ লিজ, পুকুর এবং জমির লিজ ইত্যাদি থেকে রাজস্ব অর্জন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পঞ্চায়েতগুলি কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত অনুদান সহ অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদানকে কাজে লাগিয়ে আয় উপার্জনকারী সম্পদ যেমন ব্যবসায়িক ভবন, গুদাম, বাজার ইত্যাদি নির্মাণ করতে পারে যা থেকে ভাড়া আসে।

6.3. দেশে গ্রামীণ স্থানীয় সংগঠনগুলির (RLB) গড় নিজস্ব উৎসের রাজস্ব বর্তমানে তাদের মোট বাজেটের প্রায় 10 শতাংশ। যদিও অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট, হরিয়াণা, কেরল, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাডু, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিম বঙ্গে RLB গুলি বিভিন্ন উৎস থেকে OSR অর্জন করাতে উন্নত প্রদর্শন করেছে। RLB-কে তার OSR-এ বৃদ্ধির উপায় তৈরী করতে উৎসাহিত করার জন্য পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেছে এবং আগামী অর্থ বছরে RLB দ্বারা বেশি OSR তৈরী করার লক্ষ্য রাখার সমর্থন করেছে।

7. অডিট অনলাইন – পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টের অনলাইন অডিট

7.1 পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, তার সুপারিশে, স্থানীয় সংস্থাগুলির স্তরে অডিট করা অ্যাকাউন্টের অভাব নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগত উন্নতির জন্য পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্টগুলি অনলাইন পরীক্ষার জন্য অডিট অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আরম্ভ করা হয়েছে। এর থেকে পঞ্চায়েতগুলির অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা বাড়বে। অডিট অনলাইন থেকে কেবল অ্যাকাউন্টগুলির অডিটে সুবিধেই হবে না, অডিট সম্পর্কিত রেকর্ড রাখবারও ব্যবস্থা থাকবে। এই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের উদ্দেশ্য অডিট সম্পর্কিত নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া, ড্রাফ্ট স্থানীয় অডিট রিপোর্ট, ড্রাফ্ট অডিট প্যারা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ করা। অনলাইন অডিটের একটি প্রধান বিষয় হল এই যে এটি সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ অর্থাৎ এটিকে রাজ্যগুলির অডিট প্রক্রিয়া অনুযায়ী সংশোধন করা যেতে পারে যাতে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে রাজ্যের অডিটর সহজেই অডিটের কাজ করতে পারেন। পঞ্চায়েতের সকল স্তর/ পারস্পরিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে (TLB) অডিট অনলাইন ব্যবস্থা কার্যকর করলে পঞ্চায়েত/ TLBগুলির কাজকর্মে দক্ষতা এবং গ্রামীণ এলাকাগুলির আবশ্যিক কাজগুলির জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের (CFC) অনুদানের সমুচিত প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার একটি সশক্ত অনলাইন প্রক্রিয়া বিকশিত হবে।

8. পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদানের গতিবিধির সামাজিক অডিট

8.1 সামাজিক অডিট নিরীক্ষণ তন্ত্র এটি সুনিশ্চিত করার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে কার্যক্রমগুলির কাঙ্খিত প্রয়োগ বাস্তবে অর্জন করা হয়েছে এবং এগুলির লাভ যোগ্য লাভার্থী পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। সামাজিক অডিট MGNREGS র জন্য অনিবার্য আবশ্যকতার রূপে কার্যকরী ভাবে করা হচ্ছে এবং কিছু রাজ্যে চতুর্দশ অর্থ কমিশন অনুদানের প্রয়োগ সহ সরকারের অন্য অনেক

সামাজিক অডিট সার্বজনিক শুনানি

অ্যারোবিক কম্পোস্টিং ইউনিট, এঝুকোণ গ্রাম পঞ্চায়েত (কোল্লাম, কেরল)

প্রকল্প এবং কার্যক্রমগুলিকে এর অন্তর্গত আনার জন্য এটির বিস্তার করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক ব্যাপক সামাজিক অডিট নির্দেশাবলী তৈরী করতে সচেষ্ট হয়েছে যার প্রয়োগ পঞ্চদশ অর্থ কমিশন অনুদানের গতিবিধির সামাজিক অডিটের জন্য বিভিন্ন অংশীদারদের দ্বারা প্রাসঙ্গিক নথির রূপে করা যেতে পারে।

9. অর্থ কমিশন অনুদান থেকে পঞ্চায়েতের উন্নতির সফলতার কাহিনী

9.1 জৈব সার তৈরীর প্লান্ট

কোল্লামের (কেরল) এঝুকোণ গ্রাম পঞ্চায়েত জৈবিক বর্জ্যের নিষ্কাশনের জন্য সার্বজনীন স্থানে বায়বীয় জৈব সার তৈরীর ইউনিট বসানোতে মনোযোগ দিয়েছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রতি মাসে 20 হাজার টাকার পারিশ্রমিকে 'কর্শিকা কর্মা সেনা'র (কৃষি শ্রমিক সেনা) 25জন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই সদস্যদের মাটি তৈরী করা থেকে আরম্ভ করে উচ্চ প্রযুক্তির চাষের কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনার অন্তর্গত এই শ্রমিকদের সহযোগিতায় 'গ্রো ব্যাগ'-এর রূপে জৈব সার তৈরী করা হয়েছে। এই মডেলের অন্তর্গত প্রলেপের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় এবং একটি প্রলেপে 500 কিলোগ্রাম পর্যন্ত তরল জৈবিক বর্জ্য থাকতে পারে। জৈব সার প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে প্রকৃতি বান্ধব মাইক্রোবিয়াল কনসর্টিয়াম এবং অন্য সামগ্রীর প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে, একটি গ্রো ব্যাগের জন্য 8 কিলোগ্রাম মাটি + 1.5 কিলোগ্রাম কয়ার পিট কম্পোস্ট + 300 গ্রাম গরুর গোবর (শুকনো) + 100 গ্রাম অস্থি চূর্ণ + নিম কেক + 10 গ্রাম মাইক্রো ফুডের প্রয়োগ করা হয়। জৈবিক কম্পোস্ট তৈরী হতে প্রায় 10 দিন সময় লাগে। জৈবিক খাদ্য ব্যবহার করে চাষ করা ছাড়াও, এই পদ্ধতিতে সম্প্রদায় স্তরে বর্জ্যেগুলিকে কাজে লাগানো যায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিজস্ব রাজস্বের উৎসও তৈরী করে।

9.2 সোলার ওয়াটার ট্যাঙ্ক

রামগড় জেলায় (ঝাড়খন্ড), গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন অনুদানগুলিকে সার্বজনিক স্থানগুলিতে জল মিনার (সোলার এনেবলড ওয়াটার ট্যাঙ্ক) তৈরী করতে ব্যবহার করেছে। একটি জল মিনার হলো এমন একটি কাঠামো যেটি উপযুক্ত জায়গায় রাখা মাটির তলার জলের পাম্পের মাধ্যমে কাজ করে এবং এটি জলের ট্যাঙ্কটির ওপরে অবস্থিত সোলার প্যানেলগুলি দ্বারা উৎপাদিত সৌর শক্তির মাধ্যমে কাজ করে। এটি পানীয় জলের সংস্থানের জন্য পুণরুজ্জীবিত শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। তৃণমূল স্তরে এই ধরনের প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য একটি প্রেরণা এবং অনুকরণীয় উদাহরণ হতে পারে, যেখানে সীমিত পুঞ্জি এবং বিদ্যুতের অনিয়মিত সরবরাহ বাধা সৃষ্টি করে।

10. উপসংহার

সোলার ওয়াটার পাম্প এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক, জিপি সোসো (রামগড়, ঝাড়খন্ড)

10.1 কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অর্থ সহায়তা থেকে পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়া পর্যাপ্ত রাশি এবং এর সাথে এই রাশির সমুচিত প্রয়োগের জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসংখ্যাকে প্রাথমিক পরিষেবা উপলব্ধ করানোর জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধেগুলিতে উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এই অনুদানগুলির কার্যকরী প্রয়োগের ওপর নিরীক্ষণ করা বাস্তবিক সময় অনলাইন নিরীক্ষণ প্রণালী থেকে গ্রামে বসবাস করা মানুষের জীবন আরও সহজ করে তুলতে একটি শক্ত আধার তৈরী হবে। এই প্রচেষ্টা আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য অর্জন করার দিকে মজবুত আধারশিলা প্রমাণিত হবে।

আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনাকে রূপায়নের কাজে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক (MoTAএ) এবং পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির ভূমিকা

-উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক*

"ভারতকে রক্ষা করতে ভারতের মানুষ অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। গত শতাব্দীর শেষে 'Y2K' সংকটের মোকাবিলা করতে ভারত নিজের প্রাযুক্তিক ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ করেছে। এখন গোটা বিশ্ব স্বীকার করে যে ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতা অর্জন করতে পারে এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য মহান অবদান রাখতে পারে"।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক (MoTA) অনুসূচিত জাতি (ST) র উন্নয়নের জন্য সমগ্র নীতি, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমগুলির সমন্বয়ের জন্য নোডাল মন্ত্রক। জনগণনা 2011 অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যায় উপজাতীয় জনসংখ্যার অংশ হল 8.6%। এই শ্রেণীতে 10.45 কোটি মানুষ রয়েছেন, যার মধ্যে 705টি সম্প্রদায়/সমূহ যুক্ত যার মধ্যে 75টি উপজাতীয় সম্প্রদায়/সমূহ যারা নানাভাবে পিছিয়ে আছে তাদের বিশেষ রূপে বঞ্চিত উপজাতীয় সমূহ (PVTG) বলা হয়, যারা দেশের মোট ক্ষেত্রফলের 15 শতাংশ অংশে বসবাস করে। প্রায় 75 শতাংশ তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায় মধ্য ভারতে থাকে। এদের সব থেকে বেশী সংখ্যা মধ্য প্রদেশে এবং এর পরে মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে আছে। এছাড়া প্রায় 10 শতাংশ তফসিলি উপজাতীয় জনসংখ্যা পূর্বোত্তর রাজ্যগুলিতে বসবাস করে।

উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের লক্ষ্য সকল উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য কাজ করা। এর জন্য তারা ভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত, যেমন প্রযুক্তি, পরিকাঠামো তৈরী করা - প্রতিষ্ঠানগুলিকে মজবুত করা এবং ক্ষমতা তৈরী করা, শূন্য স্থানের বিশ্লেষণ করা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা, বিখ্যাত সংগঠনগুলির সঙ্গে অংশীদারীত্ব করা।

পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির তিনটি স্তর এবং উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক এই পরিকল্পনা এবং নীতিগুলির প্রাবধানের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই পরিকল্পনা এবং নীতিগুলির মাধ্যমে উপজাতীয় সমূদায়গুলিকে স্বাবলম্বী এবং নিজের ক্ষমতায় জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম করা হচ্ছে।

কোভিড সংকটের সময় নিজেদের গ্রামে ফিরে আসা হাজার হাজার প্রবাসী শ্রমিকদের প্রয়োজন পূর্ণ করার সমস্যার মোকাবিলা করতে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক (MoTA) দ্বারা নির্ধারিত উৎকর্ষ কেন্দ্র (CoE) রাষ্ট্রীয়/ আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রাপ্ত সংস্থা/ সংগঠন, যা উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য গবেষণায় ব্যস্ত আছে। মন্ত্রকটির এই পরিকল্পনার লক্ষ্য উপজাতীয় বিকাশ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কর্মরত সক্ষম সংগঠনগুলির সঙ্গে সক্রিয় গবেষণায় সহযোগ করা।

গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশংকর সাম্প্রতিক শ্রী অর্জুন মুন্ডা (কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী) এবং শ্রীমতি রেণুকা সিংহ সরুতার (উপজাতি বিষয়ক রাজ্য মন্ত্রী) সঙ্গে দুটি উৎকর্ষ কেন্দ্রের (CoE) শুভারম্ভ করেছেন যার মূল উদ্দেশ্য পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলিকে সশক্ত করতে এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য নেতাদের তৈরী করা।

শ্রী শ্রী কৃষি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সংস্থান (SSIAST) সাম্প্রতিক উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের সঙ্গে মিলে উপজাতীয় কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষিতে প্রশিক্ষণ উপলব্ধ করা আরম্ভ করেছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য 10 হাজার উপজাতীয় কৃষকদের দীর্ঘস্থায়ী প্রাকৃতিক কৃষির প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেওয়া, যা তাদের বাজারের সুযোগ সম্পর্কেও অবগত করাবে। এই সম্পর্কে আর্ট অফ লিভিং, শ্রী শ্রী কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক সংস্থান (SSIAST) দল সাম্প্রতিক প্রথম সাফল্য অর্জন করেছে। তারা ঔরঙ্গাবাদ জেলার কন্নড় তালুকায় 89 জন কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষির প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে যেখানে গ্রামের সরপঞ্চ শ্রী রাও সাহেব দাহাতন্ডে এবং 'পুলিস পাতিল' শ্রী জসবন্ত শেল্কে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রাকৃতিক কৃষির সিদ্ধান্তমূলক এবং

*উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

বাস্তবিক উভয় দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, যেমন এনজাইম তৈরী করা, অমৃত রসায়ন, গৌ-আধারিত কৃষি, মাটি পরীক্ষণ রিপোর্ট সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মাইক্রোব কালচারের সাথে রসায়নগুলির ক্ষতিকারক প্রয়োগ সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করা সম্পর্কিত অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়।

কৃষকদের নিজের উৎপাদের বিপণনের বিভিন্ন উপায় এবং ভারী চাহিদা যুক্ত বাজারের সঙ্গেও অবগত করানো হয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে যে প্রাকৃতিক কৃষি থেকে তারা কেবল স্বাস্থ্য রক্ষাই করতে পারবেন না, আর্থিক ভাবে সশক্তও হবেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রাকৃতিক কৃষি সম্পর্কে তথ্যের সাথে কৃষকদের মানসিক আরোগ্য সুনিশ্চিত করাতেও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আর্ট অফ লিভিংয়ের বরিষ্ট প্রশিক্ষক সুধির চাপটে কৃষকদের নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাণায়ামের পদ্ধতি সম্পর্কে জানালেন, যাতে একটি সুস্থ জীবনের জন্য মানসিক শান্তি এবং ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য হয়।

শীর্ষ উদ্যোগী সংগঠন **ASSOCHAM (CoE)** উপজাতীয় যুবকদের উদ্যমী বানাতে সাহায্য করতে ভারত সরকারের সঙ্গে অংশীদারী করেছে। এতে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতা নির্মাণ হবে, যাতে দেশের সামাজিক অর্থ বিকাশে যোগদান হবে এবং এইভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারবে। 'উপজাতীয় শিল্পোদ্যোগ বিকাশ কার্যক্রমের' উদ্দেশ্য হল উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জীবনের গুণমান সুনিশ্চিত করা এবং উপজাতীয় শিল্পোদ্যোগকে সশক্ত করতে সাহায্য করা।

এখানে দুটি গল্প বলা হলো যা আমাদের বলে কিভাবে আমাদের উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলি কোভিড-19 অতিমারির কঠিন সময়ে তাদের রোজগার অর্জন করত।

বিশাল কুমার নামক এক 28-বর্ষীয় উপজাতীয় যুবকের জন্য কোভিড-19 অতিমারী একটি সৌভাগ্যপুর্ণ সুযোগ হয়ে আসে

নিজের রেস্তোরাঁতে বিশাল কুমার

বিশাল কুমার নামক এক 28-বর্ষীয় উপজাতীয় যুবক বিহারের পশ্চিম চম্পারনের গৌহানা ব্লকে তার প্রত্যন্ত গ্রাম জামুনিয়াতে ফিরে আসে তার নিজের ব্যবসা আরম্ভ করবে বলে। এই যুবক কোভিড-19 অতিমারীর জন্য তার জীবিকা হারিয়েছিল, যা তাকে তার থাই খাবারের রেস্তোরাঁ শুরু করতে বাধ্য করেছিল।

বিশাল বেঙ্গালুরুতে একটি রেস্তোরাঁয়ে দ্বিতীয় শেফের কাজ করছিল, তবে অতিমারি এবং সেটির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য করা লকডাউনের জন্য, সে ভাবলো যে সে তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের কিছু ব্যবসা আরম্ভ করলে ভালো হয়। তার বন্ধুরা এবং আত্মীয়রা তাকে একটি ছোট রেস্তোরাঁ শুরু করতে সাহায্য করেছিল কারণ তার নিজের কোনো জমা রাশি ছিল না। সে তিনজন লোককে তাকে সাহায্য করতে নিযুক্ত করলো এবং একটি ছোট জমি মাসিক 4000 টাকা ভাড়াতে লীজ নিল।

"জায়গাটি তৈরী করতে আমি ঋণ নেওয়া রাশি থেকে প্রায় 2 লক্ষ টাকা নিবেশ করেছি," সে জানালো।

কুমারের কথা অনুযায়ী, লকডাউনের জন্য ব্যাবসা খুবই কম হচ্ছে কারণ অনেক মানুষেরই খাবারের দোকানে খরচ করার মতন টাকা নেই, এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ এখনো নতুন কোনো রেস্তোরাঁয়ে ঢুকতে দ্বিধা বোধ করে।

কুমার জানালেন যে তিনি প্রায় ততটাই রোজগার করছেন যাতে তার নিয়োগ করা কর্মচারীদের প্রত্যেককে সে কিছু টাকা বাড়ি নিয়ে যেতে দিতে পারে। সে এও বলে যে সে আশাবাদী যে একবার লকডাউন পরোপরি উঠে গেলে, ব্যবসার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

নিজস্ব সফলতার কাহিনী অঙ্কিত করা

রুধান দেবী

35 বছর আগে শেখা চিত্রকলা ঝাড়খন্ডের জোরখাটের 50 বছর বয়সী রুধান দেবীর জন্য আশির্বাদ প্রমাণিত হলো

ভারতীয় ব্যবসাগুলির জন্য কোভিড বিভিন্ন প্রক্রিয়াগত এবং আর্থিক সমস্যা তৈরী করেছে যার কারণে উৎপাদন শিল্প ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তবে 50 বছর বয়সী রুধান দেবীর জন্য এটি প্রযোজ্য নয় যাকে তার চিত্রকলার জন্য কেবল ঝাড়খন্ডে তার গ্রাম জোরখাটেই নয়, জাতীয় স্তরে এবং বিশ্বের নানা জায়গায়ও মানুষ চেনে।

রুধান দেবীর আঁকা ছবি

রুধান দেবী ছবি আঁকা চালিয়ে যান এবং তিনি অর্ডারও পাচ্ছিলেন। ছবিগুলি প্রথমে হোয়াটস অ্যাপে মক্কেলের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হত এবং যথাসময় তারা রুধান দেবীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে দিতেন।

প্রায় 35 বছর আগে তার আঁকা প্রথম ছবিটির কথা মনে করে তিনি বলেন যে তিনি এটি তার মাসির কাছে শেখেন এবং বিয়ের পরেও ছবি আঁকা চালিয়ে যান।

রুধান দেবী ময়ুর এবং হাতির ছবি আঁকতে ভালবাসেন, হাতি ঝাড়খন্ডের রাজ্য পশু। তার নিজের বাড়িতে একটি মিউরালে আঁকা একটি ছবি খুবই জনপ্রিয় যাতে একটি বাঘ একটি মানুষকে আক্রমণ করছে দেখানো হয়েছে।

তার তিন ছেলে এবং পুত্রবধুরাও এই পারম্পরিক ছবি আঁকার ব্যবসায় যুক্ত আছেন। "জোরাকাঠের কুর্মী খোয়ার চিত্রকলা বিয়ের জন্য তৈরী হয়, এবং এরপর আবার ফসল তোলার মরশুমের জন্য। চিত্রগুলি খোয়ার শৈলীতে আঁকা হয় যেটি কোম্ব কাট ওয়ার্ক," তিনি জানান।

তার শিল্পের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রুধান দেবী জানান যে কাদা-মাটির তৈরী দেওয়ালটিকে কালো মাটির প্রলেপ (ম্যাঙ্গানিজ) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যার ওপর একটি কাপড় দিয়ে হলদে রঙের দুধি মাটির প্রলেপ লাগানো হয়। "এরপর ভেজা হলদে পরতটিকে ভাঙ্গা চিরুনির টুকরো দিয়ে কাটা বা ঘষা হয় যাতে বড় জন্তু জানোয়ারের অনন্য ছবি তৈরী হয়। এই ছবিগুলির বিষয়বস্তু সাধারণত হাতি, বাঘ, হরিণ, ময়ুর, পাখি এবং এমনকি গাছপালাও," তিনি যোগ করেন।

1993-94 সালে অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনের (নতুন দিল্লি) প্রকল্পে কাজ করা প্রথম শিল্পীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। 1995 থেকে তিনি আর্ট প্রজেক্ট অফ ট্রাইবাল উমেন আর্টিস্টস কোঅপারেটিভ (TWAC) নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

তার চিত্রকলা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে ব্যাপক ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি ললিত কলা অ্যাকাডেমী ট্রাইবাল অ্যান্ড ফোক-আর্ট কনক্লেভেও (ভোপাল এবং রাঁচি) অংশগ্রহণ করেছেন। অন্য জায়গার সাথে, তিনি ভগবান বিরসা জৈবিক উদ্যান, বিরসা মুন্ডা এয়ারপোর্ট (রাঁচি), সার্কিট হাউস এবং রেলওয়ে স্টেশন (হাজারীবাগ) এইসব জায়গায় মিউরাল এঁকেছেন।

তিনি আরও বলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই এই শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরী করেছেন। "আমার ছেলেদের ছাড়াও, আমার তিন পুত্রবধুই এই চিত্র কলায়ে পারদর্শী," তিনি জানান।

উপজাতীয় মহিলাদের বাস্তবে স্বাধীন করা

গত তিন বছর ধরে, ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি অ্যারিড ট্রপিক্স (ICRISAT) একটি উৎকৃষ্টতা কেন্দ্র (COE) রূপে তেলেঙ্গানায় উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির সাথে কাজ করে চলেছে। এই কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে জীবিকা এবং পুষ্টিকর খাবার সুনিশ্চিত করা, তাদের লঘু ব্যবসার ক্ষেত্রে যুক্ত করা, উপজাতীয় যুবক এবং মহিলাদের রোজগার উপলব্ধ করা এবং এই সম্প্রদায়টির শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ঘটানো। ICRISAT আটটি ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরী করতে সাহায্য করেছে যেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে উপজাতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। এই ইউনিটগুলি উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে স্ব-রোজগার দেয়, তাদের অর্থ অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং তাদের দীর্ঘকালীন বাজারমুখী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করে। যখন ভারত সরকার উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রকের সাথে মিলে "উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা"য়ে মনোযোগ এবং বিকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, এই আটটি প্রসেসিং ইউনিট তৈরী করার প্রকল্পটি আরম্ভ হয়। তেলেঙ্গানার উপজাতীয় কল্যাণ বিভাগ (TWD) পরিকল্পনাটি কার্যকর করার দায়িত্ব ICRISAT-র কৃষি ব্যবসায় ও উদ্ভাবন মঞ্চকে (AIP) দেওয়া হয়, যাকে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা উপজাতীয় বিষয়ক উৎকৃষ্টতা কেন্দ্রের রূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

তেলেঙ্গানার ভদ্রাচলম, উত্তুর এবং ইতুরনগরম থেকে মোট 80জন উপজাতীয় মহিলা কৃষকদের ICRISAT দ্বারা ফুড প্রসেসিং ইউনিটগুলি পরিচালনা করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ফুড প্রসেসিং ইউনিটগুলি ভারতের খাদ্য সুরক্ষা এবং মানক অধিকর্তা (FSSAI)-এর মাপদণ্ড অনুযায়ী যন্ত্র দিয়ে গঠিত। এগুলি স্থানীয় ফসল থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মাপদণ্ড অনুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্য বস্তুর উৎপাদন নিশ্চিত করে। ICRISAT কিছু সময় ধরে এই ইউনিটগুলিকে স্বচালিত মডেল অনুযায়ী চলতে সাহায্য করছে।

লঘু-উদ্যোগ সেক্টর রোজগার এবং রফতানির

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে রাজ্যের বিকাশে বড় ভূমিকা নির্বাহ করে। অনুমান করা হয় যে এই সেক্টরের অবদান উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদিত বস্তুর 40 শতাংশ। লঘু উদ্যোগ থেকে তৈরী রোজগারের সুযোগ বড় মাত্রার উদ্যোগের তুলনায় 5 গুণ বেশি। আর্থিক গতিবিধিগুলির বৃদ্ধি করতে ঔদ্যোগিক বিকাশে বড় সম্ভাবনা আছে, এতে অবশেষে স্থাবর সম্পত্তির বিকাশেও সাহায্য হবে।

ICRISAT মোটা শস্য এবং মিলেট থেকে তৈরী খাদ্য বস্তু বিকশিত করেছে যেগুলি উচ্চ পুষ্টি সম্পন্ন এবং এগুলিকে সরকারী পূরক কার্যক্রমগুলিতে (বিদ্যালয়ের মিড ডে মীল পরিকল্পনা, উপজাতীয় ছাত্রাবাসের জন্য ভোজন উপলব্ধ করাবার কার্যক্রম, ICDS ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যাতে উপজাতীয় জনসংখ্যার পুষ্টি সম্পর্কিত পরিস্থিতিতে উন্নতি হতে পারে। তেলেঙ্গানায় অনেক সরকারী কার্যক্রমে এই পণ্যগুলির প্রয়োগ হচ্ছে।

ICRISAT ITDA, গিরিজন সহকারী কর্পোরেশন এবং ব্যবসার অবসরগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী তিনটি চয়ন করা ITDA স্থানে এই পুষ্টিকর পণ্যগুলির প্রক্রিয়াকরণের জন্য ছোট ইউনিটের স্থাপনা করতে সাহায্য করেছে। এই ইউনিটগুলি উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করে এবং তাদের স্বাস্থ্য এবং অর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি করে। ICRISAT-র মডেলটি উপজাতীয় মহিলাদের আইনি সত্বায় সংগঠিত করে যেগুলিকে জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রুপ (JLG) বলা হয়, যেগুলি উপজাতীয় সমুদায়্গুলিকে স্ব-রোজগার প্রদান করে, তাদের অর্থ অবস্থার উন্নতি করে এবং তাদের দীর্ঘস্থায়ী বাজারমুখী গোষ্টিতে রূপান্তরিত করে। এটি আবার তাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আরও রোজগার তৈরী করতে সাহায্য করবে।

উৎপাদিত বস্তুগুলি বর্তমান GCC ব্র্যান্ডগুলির অন্তর্গত প্যাক করা হয় এবং উপজাতীয় কল্যাণ বিভাগের খাদ্য পরিকল্পনাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলি মুক্ত বাজারেও বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। এছাড়া, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত JLG ইউনিটগুলির কাছে স্বতন্ত্র রূপে উৎপাদন এবং নিজস্ব ব্র্যান্ড নাম সহ মুক্ত বাজারে বিক্রি করার সুযোগ রয়েছে।

এই পরিকল্পনার প্রমুখ উদ্দেশ্য হল উপজাতীয় মহিলাদের পুষ্টি ব্যবসায়ীতে পরিবর্তিত করা। ICRISAT থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরে তারা স্থানীয় কৃষি পণ্যগুলি কিনতে, রান্না করার জন্য/ খাওয়ার জন্য তৈরী পুষ্টিকর পণ্য তৈরী করতে, তাদের উদ্যোগকে অর্থ যোগান দিতে, হিসেব রাখতে, চাইল্ড কেয়ার সেন্টারগুলিকে (আঙ্গনওয়াড়ি) তাদের পণ্যগুলি যোগান দিতে এবং অবশিষ্ট পণ্য কো-ওপারেটিভের মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ICRISAT উপজাতীয় মহিলাদের লালন এবং ক্ষমতায়ন করেছে যাতে তারা "নিউট্রি-ফুড বাস্কেট" উৎপাদন করতে পারে যেটি স্থানীয় উপাদান দিয়ে তৈরী। নিউট্রি-ফুড পণ্যগুলি সম্প্রদায়গুলিকে অতিরিক্ত উর্জা, প্রোটিন, ফ্যাট, এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট প্রদান করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। এই পণ্যগুলি পরিচ্ছন্ন ভাবে প্যাক করা হবে এবং খাওয়ার জন্য তৈরী (RTE) এবং রান্নার জন্য তৈরী (RTC) রূপে উপলব্ধ করা হয়।

মুক্ত বাজারে সম্প্রদায়টির পরিচিতি তৈরী করা, সম্প্রদায়কে লঘু ব্যবসার ক্ষেত্রে বৃহত্তর রূপে যুক্ত করা, উপজাতীয় যুবক এবং মহিলাদের রোজগার দেওয়া, সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পদ্যোগ তৈরী করা, ইউনিটগুলি স্থানীয় উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, এবং উপভোগকে উৎসাহ দেওয়ায় শহরে গমন কমবে, গ্রাহকরা অনন্য এবং স্থানীয়ভাবে তৈরী পণ্যগুলির প্রতি আকৃষ্ট হবে যা স্থানীয় আবহে যোগদান এবং খাদ্যের বিবিধতাকে উৎসাহ দেবে, উপজাতীয় ঘরে পুষ্টিকর খাদ্যের উপলব্ধতা ইতিবাচক ভাবে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অবস্থায় বদল আনবে (বর্তমান অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতা কমানো) ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কিছু লাভজনক দিক।

উপজাতীয় মহিলা ব্যবসায়ীরা গর্ব সহকারে তাদের ইউনিটের সামনে দাঁড়িয়ে। ©ICRISAT

উপজাতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের ইউনিতে খাদ্য পণ্য তৈরী করছেন। ©ICRISAT

সাফল্যের কাহিনী

- গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক

"আমি আত্মবিশ্বাসী যে ভারত এই স্বপ্নকে সত্যি করবে। আমি আমার সহ ভারতীয়দের ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। একবার আমরা কিছু করব ঠিক করলে, সেটি অর্জন না করা পর্যন্ত আমরা থামি না"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সফল কাহিনী: রাজস্থান

ডিজিটাল সাক্ষরতা: গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের প্রতি একটি প্রচেষ্টা

কার্যক্রমের নাম: ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ

কার্যক্রমের স্থান: গ্রাম পঞ্চায়েত: গোগুন্ডা এবং দাদিয়া পঞ্চায়েত, ব্লক: গোগুন্ডা, জেলা/রাজ্য: উদয়পুর, রাজস্থান

মূল্য: 1.60 লক্ষ

প্রকল্পটির পরিদর্শন:

গতিবিধির ভূমিকা:

এই কার্যক্রমটি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রারবান মিশনের (SPMRM) অন্তর্গত পরিচালিত হচ্ছে যার দ্বারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) সদস্যদের ডিজিটাল সাক্ষরতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য মহিলাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান উপলব্ধ করানো যাতে তারা ডিজিটাল কাজকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হতে পারে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্য সদস্যদেরও সহযোগিতা করতে পারেন।

কার্যক্রমের প্রয়োজন:

এই কার্যক্রমটির প্রয়োজন ছিল, গোগুন্ডার উপজাতীয় এলাকাগুলিতে সাক্ষরতার অভাবের জন্য, এবং দ্রুত বদলাতে থাকা প্রাযুক্তিক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য। এছাড়াও, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কৌশল এবং জীবিকা প্রদান করে তাদের সামাজিক উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছে:

প্রধান সমস্যাগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

- সচেতনতা এবং স্বাক্ষরতার অভাব।
- সামাজিক বাধা, যেমন মহিলাদের এবং শিশুদের শ্রম যুক্ত কাজে নিযুক্ত করা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা।
- রোজগারের সুযোগের জন্য মানুষের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে গমন।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

এই কার্যক্রমটি জেলা পরিষদ, উদয়পুর এবং রাজস্থান গ্রামীণ আজীবিকা বিকাশ পরিষদের (রাজিবিকা) সহায়তায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অভিসৃতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সম্পর্কিত লাইন বিভাগগুলির সাহায্যও এর জন্য পাওয়া গেছে।

অভিসৃতি (বিভাগ):

- জেলা পরিষদ, উদয়পুর
- রাজিবিকা, (গোগুন্ডা) উদয়পুর
- জেলা প্রশাসন, উদয়পুর
- স্থানীয় প্রশাসন, গোগুন্ডা

প্রকল্প রূপায়ন এজেন্সি: রাজস্থান গ্রামীণ আজীবিকা বিকাশ পরিষদ (রাজিবিকা) উদয়পুর।

প্রভাব:

- মোবাইল বা কম্পিউটারের ব্যবহারে অনভ্যস্ত মহিলাদের তালিকাভুক্তি।
- এখন পর্যন্ত একটি ব্যাচে 6 জন প্রার্থীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।
- আগামী সপ্তাহে 15 জন প্রার্থীদের একটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আরম্ভ হওয়ার কথা।
- শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের দিকে ঝোঁক, যা এই কার্যক্রমের আগে ছিল না।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা:

গ্রামবাসী/লাভার্থীদের অভিজ্ঞতা:

গোগুন্ডাতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কিরণ গোস্বামী, বর্তমানে গোগুন্ডায়ে রাজিবিকায়ে ব্যাঙ্ক সখী ক্যাডারে কর্মরত, একজন শিক্ষার্থী হিসেবে বলেছেন যে ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে, তিনি কম্পিউটার সম্পর্কিত গতিবিধি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না, এবং তিনি সবসময়ই কম্পিউটার শেখা সম্পর্কে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং এও জানতেন যে তার স্থানীয় ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রোজগার তৈরী করা যেতে পারে।

আজ, প্রশিক্ষণের পরে, তিনি প্রাথমিক কম্পিউটার সম্পর্কিত গতিবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এবং তার কম্পিউটারের জ্ঞান ব্যাঙ্ক সখীর ভূমিকায় ব্যবহার করতে পারে, যা তার কার্যকারিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

সফল কাহিনী: ছত্তিসগড়

ডেয়ারী ফার্মিংয়ের মাধ্যমে SHG'র জীবিকা বৃদ্ধি করা – "দুধ সাগর" ক্লাস্টার বিবরণ:- রঘুনাথপুর, ফেজ-II, উপজাতীয় ক্লাস্টার, জেলা:- সুরগুজা (C.G)

কার্যক্রমের প্রয়োজন:-

এই কার্যক্রমটি আরম্ভ করা হয়েছে যাতে কৃষকদের রোজগারে বৃদ্ধি হয় এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়ণ হয়। যেহেতু ডেয়ারী কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি করতে এটি যথেষ্ট সাহায্য করে। সচেতনতা এবং পরিবহনের অভাবে এবং মুল্যক্রমে দালালদের উচ্চ অংশের জন্য, কৃষকরা তাদের উৎপাদের জন্য ভালো দাম পান না। দালালরা কৃষকের কাছ থেকে 25 থেকে 28 টাকা প্রতি লিটার দুধ কিনে 40 টাকা প্রতি লিটারে বিক্রি করে। সরবরাহ শৃঙ্খলার মধ্যে দুধ উৎপাদকদের তাদের ন্যায্য মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এই কার্যক্রমটির প্রয়োজন।

কৃষকদের ভালো এবং যথাযোগ্য মূল্য পাওয়ার জন্য FPO দুধসাগর প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন ডেয়ারী উন্নয়ণ প্রকল্পের সূচনা করেছেন, যা কোঅপারেটিভ সোসাইটি আইন 1960 দ্বারা পঞ্জিকৃত। সারগুজা জেলার পশু চিকিৎসা বিষয়ক দপ্তরের সহযোগিতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নগর মিশন FPOর উন্নতি বর্ধন করছেন।

কার্যাবলীর বিশদ বিবরণ:-

- অঙ্গের নাম:- কৃষি সেবা কারিগরিবিদ্যা এবং সংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলি
- উপ-অঙ্গের নাম:- ডেয়ারী ফার্মিং-এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জীবিকানির্বাহের উন্নতি বর্ধন
- প্রকল্পের আনুমাণিক খরচ (CGF ফাণ্ড):- 42.23 লক্ষ টাকা
- CGF ফাণ্ড:- 42.23 লক্ষ টাকা
- প্রকল্প রূপায়ণ এজেন্সি: পশু চিকিৎসা বিষয়ক দপ্তর
- ও এণ্ড এম এজেন্সি: দুধসাগর সহকারি সমিতি
- সমিতির নাম: দুধসাগর সহকারি সমিতি মর্য্যাদিত
- সমিতির পঞ্জিকরণ : 24শে ফেব্রুয়ারী 2018
- কাজ শুরুর তারিখ : 16ই এপ্রিল 2018

হস্তক্ষেপ:-

- **নকশা:** দুধ উৎপাদন, সংগ্রহ এবং বাজারে বিক্রয় করেন এরূপ কৃষিজিবীদের সমবায় সমিতি রূপে কাজ করা।
- DEDS প্রকল্পের অন্তর্গত ব্যাঙ্ক এবং নাবার্ডের অভিসৃতি
- **গাভীদের প্রজাতি:** জার্সি, হোলস্টেইন ফ্রায়েসিয়ান, সাহিওয়াল এবং গির।
- **গাভীদের মোট সংখ্যা:** 140–150
- **মোট দুধ উৎপাদন:** 850 লিটার প্রতিদিন।
- **মোট সংগ্রহ কেন্দ্র:** 3টি
- **বিক্রয়কেন্দ্র:** জেলায় 2টি
- **সংগ্রহ কেন্দ্র:** দুধ উৎপাদক কৃষিজীবিদের ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব
- **সংগ্রহ কেন্দ্রের পরিকাঠামো:** কৌটা, বাক্স প্রভৃতি পাত্র, ল্যাক্টোমিটার, ফ্যাট নির্ধারণ যন্ত্র এবং আসবাবপত্র
- **সংগ্রহ কেন্দ্র এবং বিক্রয়কেন্দ্রে কর্মীদের সংখ্যা :** 11
- 50 লিটার প্রতিদিন হিসাবে কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং বর্তমানে সমিতি প্রতিদিন কৃষকদের থেকে 800-850 লিটার দুধ ক্রয় করেন

প্রভাব/উপকারিতা:-

- 12টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর 65 জন মহিলা সমিতির পঞ্জিকৃত সদস্য এবং দুধ সরবরাহকারি।
- দুধ সাগর সহকারি সমিতি প্রতিদিন লিটার প্রতি 32 টাকা দরে কৃষকদের থেকে দুধ ক্রয় করেন। সরবরাহ শৃঙ্খলের মধ্যে বিক্রয় কার্যনির্বাহকের সংখ্যা কম হওয়ায়

কৃষকগণ লিটার প্রতি 4-7 টাকা অতিরিক্ত আয় করেন।

- দুধ সাগর সহকারি সমিতি লিটার প্রতি 40 টাকা দরে দুধ বিক্রয় করেন। জেলা হাসপাতাল এবং বাল সম্প্রেশনগৃহ বিপুল পরিমাণে নিয়মিত রূপে দুধ ক্রয় করেন। এছাড়া, সোসাইটির অন্তর্গত 450টি গৃহে সমিতি টাটকা দুধ সরবরাহ করেন এবং অধুনা অম্বিকাপুর শহর ও নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

ডেয়ারী প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে সদস্যগণদের প্রশিক্ষণ দান ও বিভিন্ন যোগ্যতাবর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হয়েছে। এ ছাড়া তারা সরকারি কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন এবং সরকারি পরিকল্পনার সম্পর্কে অবহিত থাকছেন। এই প্রকল্প মহিলা কৃষিজীবিদের জীবনে স্বনির্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে তাদের আর্থিক স্থিরতা, সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী করেছে। দুধ সাগর সমিতির আইন অনুযায়ী, নিট লাভ সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

- **আয় এবং লাভ:-**

আর্থিক বৎসর	মোট আয় (টাকার অঙ্কে)	কৃষকদের প্রদেয় অর্থ (টাকার অঙ্কে)	স্থূল লাভ (টাকার অঙ্কে)	কর্মিগণের বেতন, গাড়ীর তেল, মেরামতি প্যাকিং সামগ্রী ইত্যাদি বাবদ খরচ (টাকার অঙ্কে)	নীট লাভ (টাকার অঙ্কে)
2018-2019 (16 এপ্রিল 2018 – 31 মার্চ 2019)	4543630	3450840	1092790	981515	111275
2019-2020 (1 এপ্রিল 2019 – 31 মার্চ 2020)	7036115	5468174	1567941	1497007	70934
2020-2021 (16 এপ্রিল 2020 – 31 মার্চ 2021)	3382255	2699004	683251	58259	100655
মোট	**14962000**	**11618018**	**3343982**	**3061118**	**282864**

কর্মপদ্ধতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ:-

- সঞ্চালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ দুধ সাগর সহকারি সমিতির দায়িত্ব। সঞ্চালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের বেশীর ভাগ খরচ ব্যয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত (মেরামতি, গাড়ীর তেল এবং কর্মীদের বেতন), তথাপি নিট লাভের ন্যুনতম 5 শতাংশ অন্যান্য প্রয়োজনের এবং অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতির জন্য সংরক্ষিত থাকে। প্রয়োজন হলে সঞ্চালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমিতি এই 5 শতাংশের সীমা বাড়াতে পারে।

প্রধান অংশীদার:-

- দুধ সাগর সহকারি সমিতি, বাতয়াহি, লুন্দ্রা (সরগুজা)

অধিকার ভোগকারী:-

- রারবান ক্লাস্টার এবং নিকটবর্তী গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা

রেফারেন্স যোগাযোগ:-

- নাম – রাহুল মিশ্র, DPM জীবিকা, সারগুজা (CG), ই-মেইল: rahulwadrafnagar@gmail.com

গোশালার দায়িত্বে দুধ সাগর সহকারি সমিতির লাভার্থীগণ।

দুধ সংগ্রহ এবং পরীক্ষণ কেন্দ্র

সমিতির সদস্যদের যোগ্যতাবর্ধনের প্রশিক্ষণ

সাধারণ বার্ষিক সভায় সমিতির সদস্যদের প্রমাণপত্র বিতরণ

সফলতার কাহিনী: ওড়িশা
ড্রায়িং জোন: ব্যবসায়ের মূল্য বর্ধন

সম্পত্তির নাম: কেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত মৎস্য শুকানো ইয়ার্ড

সম্পত্তির অবস্থান:

গ্রাম: *কেশপুর*
গ্রাম পঞ্চায়েত: *কেশপুর*
SPMRM খণ্ড: *কেশপুর*
ব্লক: *খাল্লিকোট*
জেলা/রাজ্য: *গঞ্জাম, ওড়িশা*

মূল্য: 10 লক্ষ টাকা

প্রকল্পের পরিদর্শন:

কার্যাবলীর পরিচয়:

প্রকল্পটিতে রয়েছে চিলিকা লেকের কাছে সব দিক থেকে যাওয়া যায় এমন এবং ব্যবহার করার পর ফেলে দেওয়া যায় এমন সিমেন্টের পাত্র সম্বলিত একটি উত্থিত সিমেন্টের প্ল্যাটফর্ম যাতে সংগঠিত রূপে আবর্জনা পরিত্যাগ করা যায়। মোট 10 লক্ষ টাকায় নির্মিত এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কৃষকগণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে শুঁটকি মাছের চাহিদা প্রচুর, অতএব মাছ বাছাই এবং শুকানোর জন্য এই প্ল্যাটফর্মটি উপযোগী এবং এইভাবে ব্যবসায়ের মূল্য বর্ধন সংগঠিত হয়। প্রকল্পটি কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

সমস্যা: প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অঞ্চলের সনাক্তকরণ এবং অনুমোদন, যেহেতু চিলিকার পার্শ্ববর্তী জমি চিলিকা উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষের অধীন।

রূপায়ণের প্রক্রিয়া:

সমগ্র প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল গ্রামের মধ্যে যথাযোগ্য জমির অনুসন্ধান, গ্রামসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত চিলিকা উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষ (CDA) ও তহশীলদারের দপ্তরে পাঠানো, CDA দ্বারা জমির অনুমোদন, প্রকল্পের বিশদ বিবরণ তৈরী করা, তহশীলদারের দপ্তর থেকে জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা জমির সীমারেখা নির্দেশ করা এবং সর্বশেষে ওয়ার্ক অর্ডার পেশ করা।

প্রকল্প রূপায়ণ এজেন্সি: পঞ্চায়েতী রাজ এবং ওড়িশা সরকারের পানীয় জল বিভাগ।

একক ব্যাক্তির/কার্যনির্বাহকগণের বিশিষ্ট অবদান: সকল PRI সদস্যগণ যথাযোগ্য জমির অনুসন্ধানে যোগদান করেন।

প্রভাব:

1. প্রায় 70টি পরিবার উপকৃত।
2. কম ও সহজ রক্ষণাবেক্ষণের খরচ।
3. পরিবেশ বান্ধব এবং স্বাস্থ্যকর।
4. মৎস্যচাষ এবং মৎস্য সম্বন্ধিত অন্যান্য কার্যাবলীর বৃদ্ধি।
5. মাছ শুকাবার প্রক্রিয়ার সময় হ্রাস।
6. সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি।

প্রক্রিয়ার আগের ও পরের বিশ্লেষণ:

মৎস্য শুকানো ইয়ার্ড তৈরী হওয়ার আগে মাছ সংগ্রহ ও শুকানোর সাথে যুক্ত গ্রামবাসীগণ সাধারণত মাছ শুকানোর জন্য প্লাস্টিকের চাদর ব্যবহার করতেন। এই পদ্ধতি স্বাস্থ্যকর ছিল না এবং মাছ শুকানোতে অনেক বেশী সময় লাগতো। এছাড়া ব্যক্তিগত মাছ শুকানোর জায়গাগুলি লেকের পাড় থেকে দূরে হওয়ায় যাতায়াতের অপব্যয় অত্যধিক হতো।

চিলিকা লেকের পাড়ে মৎস্য শুকানো ইয়ার্ড তৈরী হওয়ার পরে মৎস্যজীবিদের জীবন অনেক সুখকর হয়েছে। মৎস্য শুকানো ইয়ার্ডের কংক্রিট নির্মিত আধার মাছের জলীয়তাকে শীঘ্র শুষে নিতে সাহায্য করে। এছাড়া কংক্রিট প্লাস্টিক চাদরের তুলনায় অনেক বেশী সময় সূর্যের তাপ ধরে রাখতে পারে। যাতায়াতের অপব্যয়ও তুলনামূলক ভাবে কমেছে।

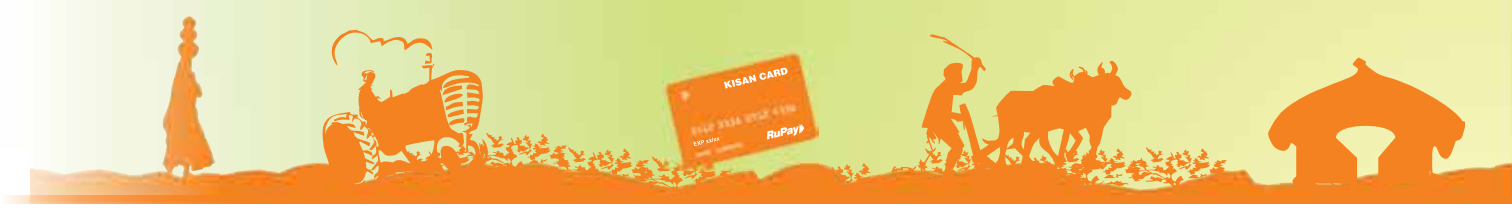

সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগগুলির আনুষ্ঠানিক গঠন এবং ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে আত্মনির্ভরতা

– ড. বিজয় কুমার বেহেরা*

" আজ সারা পৃথিবীর বহুজাগতিক সংস্থাগুলি ভারতবর্ষে আসছে। ভারতে বানাও এবং পৃথিবীর জন্য বানাও – এই মন্ত্র নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভূমিকা

2019–20 সালে ভারতবর্ষ প্রায় 1,40,814 কোটি টাকার প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য (কৃষিজ খাদ্যবস্তু নয় এমন) আমদানি করে। অপর দিকে, বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ ও সংশ্লিষ্ট খাদ্যবস্তুর চাষে এবং চাষের পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন কারণে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার লোকসান সাধিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হল বিক্রয়ের অতিরিক্ত বস্তুর অপূর্ণ প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ। আবার এই পরিস্থিতির বিভিন্ন কারণ হল পরিকাঠামোর অসম্পূর্ণতা, খাদ্য প্রক্রিয়াকারীদের জন্য সাংগঠনিক ঋণের অভাব, কাঁচামাল ও উৎপাদনের মোট পরিমাণ বনাম সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগগুলির অধিকতর প্রভাব, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য দ্রব্যের তুলনায় তাজা খাদ্য দ্রব্যের অগ্রাধিকার ইত্যাদি। আমাদের দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার, বিশেষত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের (MoFPI) মাধ্যমে, সর্বদাই প্রচেষ্টা জারি রেখেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল চাষের পরবর্তী পর্বে কৃষিজ এবং সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের লোকসান কমানো ও ব্যবসায়ের মূল্য বর্ধন সংগঠিত করা এবং ফলতঃ খামারের বাইরেও যথেষ্ট পরিমাণ নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং 2022 সালের মধ্যে কৃষকের আয়ের দ্বিগুণ বৃদ্ধির মহৎ লক্ষ্যে কৃষকের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে।

"ভারতে বানাও" কর্মসূচীতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের অগ্রাধিকার এবং আত্মনির্ভর ভারত অভিযান

আমাদের দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচীতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগ স্বীকৃত হওয়ায় এবং বিশেষরূপে ভারতের সার্বিক GDP তে উৎপাদনের অধিকতর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎপাদনকে "ভারতে বানাও" কর্মসূচীর একটি অগ্রাধিকার যুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অবদান। এই ক্ষেত্রে লগ্নী আকর্ষিত করার জন্য MoFPI খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নতি করতে বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্পদ পরিকল্পনার (PMKSY) মুখ্য প্রকল্পের অধীনে প্রচুর কৃষি সম্পদ সম্পন্ন অঞ্চলগুলিতে সার্বজনিক পরিষেবা/ সুবিধা যথা রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী এবং সাধারণ প্রক্রিয়াগত সুবিধাগুলি যেমন পাল্প তৈরী করা, প্যাকেজিং, হিমঘর, গুদামঘর এবং রসদ সরবরাহ ও বণ্টন ইত্যাদি সুবিধাযুক্ত মেগা ফুড পার্ক (MFP) গঠন করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই পার্কগুলিতে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত প্লট ও ফ্যাক্টরি শেড দীর্ঘমেয়াদী লিজের ভিত্তিতে ব্যবসায়ীদের দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে তাঁরা "প্লাগ এণ্ড প্লে মডেল" রূপে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট শুরু করতে পারেন। MFP প্রকল্প ছাড়া দেশে সার্বিক খাদ্যমান/সরবরাহ-শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য সরবরাহ-শৃঙ্খলের পরিকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ করার মতো অন্যান্য পরিকল্পনাও এই মন্ত্রক রূপায়ণ করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য পরীক্ষাগার সহ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ/সংরক্ষণ প্রকল্পে MoFPI লগ্নীকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

সমগ্র ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিবেশের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে 40,000 রেজিস্টার্ড/সংগঠিত ক্ষেত্রের খাদ্য প্রক্রিয়াকারকগণের বিপরীতে প্রায় 25 লক্ষ সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকারকগণ রয়েছেন, অর্থাৎ প্রায় 98% অংশ অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে আসা সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকারকগণ। এই ইউনিটগুলির প্রায় 66% গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত এবং এগুলির প্রায় 80% পরিবার ভিত্তিক ব্যবসায়। এই ইউনিটগুলির বেশীরভাগই সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীতে আসে। আয়তন এবং আঞ্চলিক অবস্থিতির প্রতিকুলতার জন্য এই ইউনিটগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মূল স্রোতের উন্নয়ণমূলক কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

আধুনিক কারিগরিবিদ্যা এবং যন্ত্রপাতির সুবিধা না পাওয়া, প্রশিক্ষণ, প্রতিষ্ঠানগত ঋণ না পাওয়া, উৎপাদনের গুণমান নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকা এবং ব্র্যান্ডিং ও বিপণন শৈলীর অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বাধার সম্মুখীণ হওয়ার জন্য এই ইউনিটগুলি মূল সরবরাহ-শৃঙ্খল থেকে বঞ্চিত হয় এবং বৃহৎ খাদ্য প্রক্রিয়াকারকগণের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে না বা অন্তত বৃহৎ খাদ্য প্রক্রিয়াকারকগণকে উচ্চমানের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য অর্ধ সম্পন্ন/

***আর্থিক উপদেষ্টা, MoPR এবং ভূতপূর্ব আর্থিক উপদেষ্টা, MoFPI**

সমাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করার যোগ্য মাধ্যম পায় না। এইরূপ স্বাভাবিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকারকগণকে আধুনিক হতে হবে এবং তাঁরা যাতে সর্বতোভাবে তাঁদের কার্যক্রমের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলতে পারেন, সে জন্য তাঁদের বিশেষ সহায়তা দানের প্রয়োজন।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রকে সহায়তা

অধিষ্ঠিত ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়ীদের উন্নতির লক্ষ্যে আর্থিক, কারিগরি এবং ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদানের জন্য আত্মনির্ভর ভারত অভিযান-এর একটি অংশ হিসাবে MoFPI-এর পরিচালনায় ভারত সরকার 2020 সালের জুন মাসে "প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিককরণ (PMFME) প্রকল্প" নামক একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্র প্রযোজিত পরিকল্পনা আরম্ভ করে। 10,000 কোটি টাকা মূল্যের এই প্রকল্পটি 2020-21 থেকে 2024-25 এই পাঁচ বছরের মধ্যে রূপায়িত করতে হবে। দুই লক্ষ ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে সরাসরি ভর্তুকি যুক্ত ঋণের সহায়তা দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে SC/ST, মহিলাগণ ও উদ্যোগী জেলাগুলি এবং FPO, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উৎপাদকদের সমবায় – ট্রাইফেড, ন্যাশনাল SC ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, NCDC, লঘু কৃষক কৃষি-ব্যবসায়ী সংঘ (SFAC) এবং রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের প্রতি বিশেষরূপে জোর দেওয়া হয়েছে।

PMFME-র উদ্দেশ্য

অসংগঠিত ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়ীদের অবদান এবং যে সকল বাধা-বিঘ্ন তাঁদের কাজকর্মকে বাধা দিচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে MoFPI সহায়তা ও সেবার প্যাকেজের মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়িত করছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

i) বর্তমান সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়া ব্যবসায়ীগণ, FPO, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সমবায়গুলির ঋণ প্রাপ্তিতে বৃদ্ধি;

ii) ব্র্যান্ডিং ও বিপণন শৈলীকে শক্তিশালী করে সংগঠিত সরবরাহ-শৃঙ্খলের সাথে যুক্ত করা;

iii) 2,00,000 বর্তমান ব্যবসায়ীদের বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আনতে সহায়তা করা:

iv) সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সুযোগ-সুবিধা যথা সার্বজনীন প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা, পরীক্ষাগার, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, বিপণন এবং গড়ে ওঠার পর্বের সেবাগুলির অধিকতর সুযোগ;

v) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণকে শক্তিশালী করে তোলা; এবং

vi) ব্যবসায়ীদের পেশাদারী ও কারিগরি সহায়তার অধিকতর সুযোগ।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রের অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি এবং তাঁদেরকে বিধিবদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করা এবং কৃষি উৎপাদন সংস্থাগুলি (FPO), স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উৎপাদক সমবায়গুলিকে তাদের সার্বিক মূল্য শৃঙ্খলে সহায়তা প্রদান করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

PMFME-র অন্তর্গত এক জেলা- এক পণ্য পরিচালনা কৌশল

যোগান সংগ্রহ, সাধারণ সেবা এবং উৎপাদনের বিপণনের সম্যক লাভ ওঠাবার জন্য এই প্রকল্পটি এক

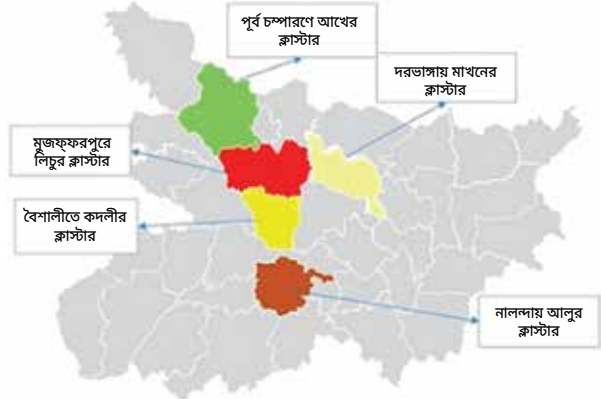

বিহারের জেলাগুলিতে ক্লাস্টার পদ্ধতি (ODOP)

জেলা-এক পণ্য (ODOP) নীতি গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের ODOP নীতি মূল্যশৃঙ্খলের উন্নতি এবং পরিকাঠামো সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রদান করছে।

কোন একটি জেলায় ODOP-র একাধিক গুচ্ছ থাকতে পারে। কৃষিজীবি ও ব্যবসায়ীগণ তাঁদের উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের সম্প্রসারণ করে আম, আলু, লিচু, টম্যাটো, ট্যাপিওকা, কিনু, ভুজিয়া, পেঠা, পাপড়, আচার, ভুট্টা আধারিত দ্রব্যাদি, মাছ, হাঁস-মুরগী, প্রাণীর মাংস ইত্যাদির প্রক্রিয়াকরণের ইউনিট স্থাপিত করতে পারেন। পশ্চাৎমুখী ও অগ্রবর্তী যোগসূত্রগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা, সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সুযোগ সুবিধা তৈরী করা, উন্মেষ পর্বের কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ণ, বিপণন ও ব্র্যান্ডিং ইত্যাদিও এই প্রকল্পটি সুনিশ্চিত করে।

PMFME প্রকল্পের অন্তর্গত প্রদত্ত সহায়তাগুলি

i) **ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা**

- ঋণ-সংযুক্ত মূলধনের ভর্তুকি যোগ্য প্রকল্পের খরচের 35%হারে, যার সর্বোচ্চ সীমা ইউনিট প্রতি 10 লক্ষ টাকা।
- লাভার্থীর প্রদেয় – ন্যুনতম প্রকল্পের খরচের

10%, অবশিষ্ট অর্থ ব্যাঙ্কের ঋণ।

ii) FPO/ স্বনির্ভর গোষ্ঠী/ উৎপাদক সমবায়গুলিকে সহায়তা: ক্লাস্টার এবং গ্রুপগুলি যেমন কৃষি উৎপাদন সংস্থাগুলি (FPO), স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উৎপাদক সমবায়গুলি ইত্যাদির ঋণে 35% হারে অনুদান, তাদের সার্বিক মূল্যশৃঙ্খলে বাছাই,

সঞ্চয়, সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, বিপণন, পরীক্ষণ প্রভৃতির জন্য।

iii) **স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের সহায়তা:**

- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য প্রতি কার্য্যোপযোগী মূলধন এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি কেনা বাবদ 40,000 টাকা করে প্রারম্ভিক মূলধনের যোগান।
- প্রারম্ভিক মূলধন SNA/SRLM দ্বারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফেডারেশনকে গ্রান্ট হিসাবে দেওয়া হবে, যার থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ঋণ দেওয়া হবে।

iv) একক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যকে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইউনিট হিসাবে গণ্য করে ঋণে প্রকল্পের খরচ বাবদ 35% সহায়তা গ্রান্ট রূপে, যার সর্বোচ্চ সীমা ইউনিট প্রতি 10 লক্ষ টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফেডারেশনকে লগ্নি করার জন্য মূলধনে গ্রান্ট রূপে 35% সহায়তা।

v) **সার্বজনিক পরিকাঠামোর জন্য সহায়তা:** FPO, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সমবায়গুলি, যে কোনও সরকারি সংস্থা অথবা প্রাইভেট ব্যবসায়ীকে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামো তৈরীর জন্য ঋণে 35% হার-এ গ্রান্টের সহায়তা। এই সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামোর প্রচুর পরিমাণ অংশ অন্যান্য ইউনিটগুলি এবং জনসাধারণ ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারবেন। এই প্রকল্পের অন্তর্গত সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামোর মধ্যে থাকছে:

- বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা, ঝাড়াই-বাছাই, গ্রেডিং এবং খামারের গেটের নিকট গুদাম ও হিমঘর প্রভৃতির জন্য জায়গা;
- এক জেলা-এক পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সুবিধাগুলি;
- ছোট ইউনিটগুলি যাতে তাদের উৎপাদনের জন্য ভাড়ার বিনিময়ে উন্মেষ কেন্দ্রকে ব্যবহার করতে পারে – এরূপ এক বা একাধিক উৎপাদন লাইন উন্মেষ কেন্দ্র গুলিতে থাকতে হবে। উন্মেষকেন্দ্রগুলির অংশবিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

vi) **ব্র্যান্ডিং ও বিপণনে সহায়তা:** FPO/ স্বনির্ভর গোষ্ঠী/ সমবায়ের গ্রুপগুলি বা কোনও সূক্ষ্ম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানগুলির SPVকে ব্র্যান্ডিং ও বিপণনে সহায়তার জন্য 50 শতাংশ পর্যন্ত গ্রান্ট। এটি রাজ্য বা এলাকাতে এক জেলা-এক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

vii) **সক্ষমতা তৈরী করা:** PMFME প্রকল্পের অন্তর্গত সক্ষমতা তৈরী করার অংশে শিল্পোদ্যোগ বিকাশ কৌশলের (EDP+) জন্য প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে: প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রয়োজন এবং নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষের জন্য উৎপাদন সম্পর্কিত বিশেষ দক্ষতা অনুসারে পরিমার্জিত করা হয়েছে:

i. এই প্রকল্পের অন্তর্গত ঋণ যুক্ত অনুদান সহ একক ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানগুলি।

ii. বর্তমান একক ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়ী যিনি এই প্রকল্পের অন্তর্গত ঋণ গ্রহণ করছেন না।

iii. ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়ী বা গ্রুপ যেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠী/FPO/সমবায়ের শ্রমিকগণ।

iv. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী/FPO/সমবায়ের সদস্যগণ

v. PMFME প্রকল্পের অন্তর্গত এই প্রকল্প সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত সরকারি কর্মচারীগণ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ।

PMFME প্রকল্পের রূপায়ণে PRI-গুলির ভূমিকা

রূপায়ণ পর্যায়ে 2,00,000 ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়ীদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং প্রায় 8 লক্ষ ব্যবসায়ী ও 1 লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী, FPO প্রভৃতির সদস্যদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বর্ধিত করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেহেতু ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়ীদের 66 শতাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রের এবং 80 শতাংশ পারিবারিক ক্ষেত্রের, PRI-গুলি সমস্ত ক্ষেত্রেই এঁদেরকে এই প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক অবহিত করে এই প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেন।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সাফল্যের কাহিনী

-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক

"ভোকাল ফর লোকাল প্রতিটি ভারতীয়র মন্ত্র হওয়া উচিৎ"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

1. বিশাখা মিলেট কৃষক উৎপাদক সংস্থার যাত্রা

বিশাখাপট্টনমে মিলেটের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা (FPO) কেন?

কৃষির খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া, প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ না থাকা এবং খামারের গেটে মিলেটের দামে সংযোজন কৃষকের নীট আয়ের প্রতিবন্ধক। কম খরচে মিলেটের চাষ এই অঞ্চলের কৃষিজীবিদের জন্য আদর্শ। ছোট ছোট মিলেট চাষি – সমগ্র জেলা জুড়ে যাঁদের সংখ্যা প্রচুর, তাঁদের একত্রিত করতে পারলে কারিগরি বিদ্যার প্রবেশ, মিলেটের উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং বিপণন শৃঙ্খলে কাঁচামাল ও সেবার যোগানে উন্নতি দ্বারা কৃষিজীবিদের আয় বর্ধন সম্ভব। একটি FPO গঠন করতে পারলে এই সকল প্রয়োজন মেটানো যায়। এর জন্য প্রয়োজন সকল মিলেট চাষিগণকে একত্রিত করা যাতে সমবেতভাবে প্রক্রিয়াকরণ এবং উচিৎ মূল্যে উৎপাদনের বিক্রয় সম্ভব হয়।

ICAR-IIMR বিশাখা মিলেট FPOকে কিভাবে রূপদান করেছে!

ICAR-IIMR দ্বারা স্থানীয় সারদা ভ্যালি ডেভেলপমেন্ট সমিতিকে (SVDS) অংশীদার করে 2013-র কম্পানী আইন (2013-র 18), নিয়ম 2014-র 18 অনুসারে 15ই নভেম্বর 2019-এ বিশাখা মিলেট FPO গঠিত হয়। সারদা ভ্যালি ডেভেলপমেন্ট সমিতি বিগত তিরিশ বছর ধরে অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপট্টনম জেলার আনকাপল্লী মন্ডলের অন্তর্গত থুম্মাপালাতে অবস্থিত। ICAR-IIMR এই সংস্থাকে কারিগরি সম্বন্ধিত দিকদর্শন দিয়ে সাহায্য করছেন যাতে জেলার ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষিজীবিগণ মিলেটের প্রক্রিয়াকরণে এবং মূল্যসংযোজনের কারিগরি বিদ্যা গ্রহণে সক্ষম হয়।

বিশাখা মিলেট FPO কে সাহায্য করা

SVDS NGO কৃষকদের একত্রিত করে এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে একক শষ্যের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার শষ্যের চাষ যেমন মিলেট, প্রচলন করেছেন। হায়দ্রাবাদ স্থিত ICAR-IIMR বিশাখা মিলেট কৃষি উৎপাদক সংস্থাকে গত মরশুমে ফক্সটেইল মিলেট, লিটল মিলেট, পার্ল মিলেট এবং ফিঙ্গার মিলেটের গুণমাণ সিদ্ধ বীজ সাপ্লাই করেছিলেন। মিলেটের সুন্দর ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত থাকার ফলে প্রচুর শস্যসম্পদের উৎপাদন পরিলক্ষিত হয়েছে। মিলেট প্রক্রিয়াকরণ খামারের গেটে ডেহুলার, ডেস্টোনার, গ্রেডার, অ্যাসপিরেটর প্রভৃতি সম্বলিত প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করার জন্যও ICAR-IIMR কারিগরি সম্বন্ধিত দিকদর্শন দিয়ে সাহায্য করার জন্য অংশগ্রহণ করেছেন। এই সকল

কারিগরি জ্ঞানের ফলে চাষিগণ তাঁদের উৎপাদিত বস্তুর অধিক মূল্য পাচ্ছেন। মিলেটের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজনের কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কৃষকদের ফিল্ড পরিদর্শন এবং ICAR-IIMR-এ প্রদর্শন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। FPO-র সদস্যগণ তাঁদের উৎপাদনের ব্র্যান্ডিং করাতে চেয়েছেন। তাঁরা অধুনা মিলেটের মূল্য সংযোজিত

প্রক্রিয়াকরণ করা মিলেটের উৎপাদের সঙ্গে FPO-র সদস্যগণ

বিশাখা মিলেটস FPO-র গতিবিধি

দ্রব্যাদি যেমন মিলেটের আটা, মিলেট রাওয়া, ইন্সট্যান্ট ইডলি মিক্স প্রভৃতির প্রক্রিয়াকরণ করতে চলেছেন। ICAR-IIMR-এর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি বিদ্যা FPO-কে প্রদান করেছে।

(ICAR-ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মিলেট রিসার্চ, হায়দ্রাবাদ দ্বারা প্রদত্ত তথ্য)

2. মেলিফেরা' র সাফল্যের কাহিনী, ভাটিণ্ডার চারজন স্বল্প সময়ে নিয়োজিত ক্ষুদ্র মৌ-পালকদের কথা

সবুজ বিপ্লবের মতই, উত্তর ভারতের মৌ-পালন বিকাশের অগ্রগতির/সাফল্যের অংশীদার হলেন পাঞ্জাবের কৃষকরা। অনেকের মধ্যে, ভূমিকায় রয়েছেন এখানে, এই সাফল্যের কাহিনীর বর্ণনার জন্য আমরা বলব, ভাটিণ্ডার অন্তর্গত, কানাকোয়ালা গ্রামের চার জন ক্ষুদ্র মৌ পালকদের, যারা তাদের যাত্রা শুরু করেছিলেন 2014-15 সালে 100টি মৌ-পালনের বাক্স নিয়ে। যখন মধু উৎপাদন হত 2-3 কুইন্টাল, এবং যারা আজ 'মেলিফেরা' ব্র্যাণ্ডের মাধ্যমে, রিটেল প্যাকের সাহায্যে 50 কুইন্টাল এরও বেশি মধু বিক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রথম দিকে, তারা MSME ইউনিট এ 'মেলিফেরা ইণ্ডিয়া', নামে তাদের নাম পঞ্জীকৃত করেছিলেন, এবং এরাই 20-12-2019 থেকে 'সোসাইটি' বিভাগে, রেজিস্ট্রার অফ কম্পানীজ এর অধীনে নথীভুক্ত হয়েছেন 'ফারমার প্রোডিউসার কোম্পানী' (FPC) হিসেবে।

বিগত বছরগুলিতে এই FPC তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলেছেন 200টি প্রসেসিং এবং 62টি ফুড প্রোডাক্টস উৎপাদনের মাধ্যমে, যার অন্তর্গত হল হলুদ, চাট মশালা, মেথি, মধু, বেসনজাত পণ্যসমূহ, ভুজিয়া, চিলি ফ্লেক্স, 14টি বিভিন্ন ধরনের আচার, ডালিয়া, বাজরা প্রভৃতি। এদের উৎপাদন কেন্দ্রটি ভাটিণ্ডাতে,

তলওয়াণ্ডি সাবো তে অবস্থিত। এই FPC-র কর্মকাণ্ড পরিচালনায় রয়েছেন 14 জন সদস্যের একটি দল, যার চেয়ারম্যান হলেন মিঃ শৈলেন্দর সিধু। মৌ-পালন দুনিয়ার এরাই হলো প্রথম যারা বাজারে 'বি-পোলেন' বা 'মৌ-পরাগ' প্রথমে নিয়ে এসেছেন। উপরোক্ত পণ্যসমূহের জন্য ভাটিণ্ডাতে তাদের নিজস্ব রিটেল আউটলেট রয়েছে। মানসার কাছে নাভা এবং সাংগ্রুর এ ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর রাস্তার ধারে তাদের বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ রয়েছে। এছাড়াও চাহিদা-অনুযায়ী, বিভিন্ন মুদীর দোকানেও তারা পণ্য সরবরাহ করে থাকে।

2020 সালে, ফেব্রুয়ারী মাসে, মিনিস্ট্রি অফ ফুড প্রসেসিং (খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক) এবং মিনিষ্ট্রি অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট (নারী এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রক) দ্বারা যুগ্মভাবে, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, নতুন দিল্লীতে আয়োজিত, অরগানিক ফুড ফেস্টিভ্যাল এ 'মেলিফেরা' অংশ নেয় এবং দুই দিনের মধ্যে 1.5 লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যাদি তারা বিক্রয় করে। 'মেলিফেরা'র বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ 30 লক্ষ টাকারও বেশি। এখন পর্যন্ত, FPC, ব্যাঙ্কগুলি থেকে কোন পুঁজি অথবা ঋণ গ্রহণ করেনি। তারা স্বনির্ভর।

মেলিফেরার এক উচ্চাকাঙ্খী এবং কার্যকরী পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে মধু এবং অন্যান্য পণ্যাদির জন্য তারা আরও কয়েকটি প্রসেসিং এবং প্যাকেজিং যন্ত্রাদি সংগ্রহের মাধ্যমে, তারা তাদের বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

(এই তথ্যাদি পাওয়া গেছে, পাঞ্জাব অ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড, চণ্ডীগড়, এর কাছ থেকে)

3. দেশীয় আরাকু কফির সূচনা

রাস্তার পাশে, প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি এবং ভারতের, অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত বিশাখাপট্টনম এর আরাকু উপত্যকার উপজাতি কৃষকদের মধ্যে যে আবেগপূর্ণ আলাপচারিতা হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হল এই দেশীয় আরকু কফির উৎপাদনের সূচনা।

2017 সালের 18ই জুলাই, রামকুমার ভার্মা, যিনি আমাদের এই স্বদেশী ব্র্যাণ্ড আরাকু কফির প্রবর্তক, নিছকই এক গরমের ছুটী কাটানোর সময়, তার দলের সঙ্গে আরাকু ভ্যালি ভ্রমণ করছিলেন এবং সেই সময় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অনন্তগিরি পর্বতমালায় (আরাকু ভ্যালি থেকে 20 কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত) রাস্তার ধারে থামেন। তার সাথে এক উপজাতি কৃষকের দেখা হয়, যিনি তার ভেড়া চড়াচ্ছিলেন এবং সেই কৃষক তার সাথে আলাপচারিতার সময় তাঁকে এই আরাকু কফির গল্প করেন, এবং এই ভাবেই এই ব্র্যাণ্ডটির জন্ম হয়। কৃষকটি

শ্রী রাম কুমার ভার্মা (পিছনে যাকে দেখা যাচ্ছে) একজন উপজাতি কৃষক এর সঙ্গে।

জানান, "আমি এই অঞ্চলে 1950 সাল থেকে বসবাস করছি এবং এই কফি শিল্প কিভাবে বেড়ে উঠল, তা দেখেছি, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রা দারিদ্রের মধ্যেই থেকে গেছে। এখানে অনেক মিডলম্যান বা দালাল রয়েছে যারা অপেক্ষাকৃত কম দামে এই কফি আমাদের

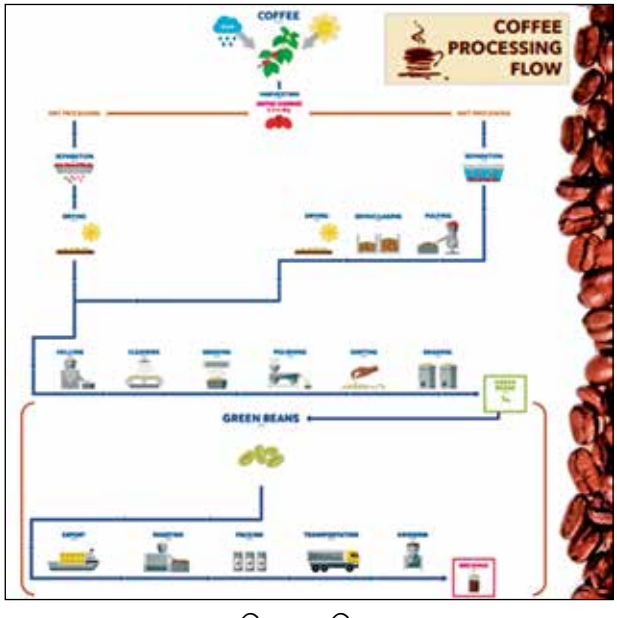

কফি প্রোসেসিং ফ্লো

নেটিভ আরাকু কফির বিভিন্ন পণ্যসম্ভার

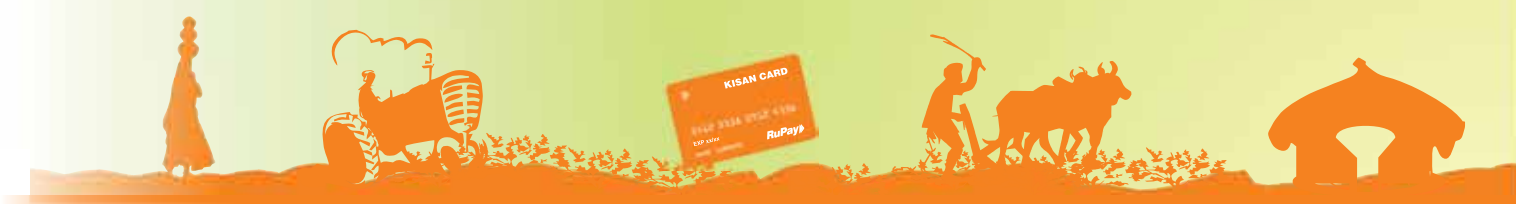

থেকে কিনে নেয় এবং ফলতঃ আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ খুব কম পেয়ে থাকি।

উপজাতি কৃষকের সঙ্গে তাঁর এই আবেগপূর্ণ আলাপচারিতা, এই কফি ব্র্যাণ্ডের প্রবর্তকের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং এদের উদ্দেশ্যে কিছু করার তাগিদে, তিনি 2017 সালের আগষ্ট মাসে "নেটিভ আরাকু কফি" নামে এক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। যার মূল ভাবনা ছিল, কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি এই কফি কেনা এবং তা গ্রাহকদের দরজায় সরাসরি পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে, একদিকে যেমন এই পদ্ধতি উপজাতি কৃষকদের আরও ভাল মূল্য পেতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে একই সাথে এই মূল্য সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।

বিগত 3 বছর ধরে এই নেটিভ আরাকু কফি ডিজিটাল মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে তাদের ব্র্যাণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আজ দেশের জম্মু এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই ব্র্যাণ্ডের এক বিপুল সংখ্যক গ্রাহক এর বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে।

বর্তমানে এরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন স্থানে তারা তাদের কফি পরিবেশন করে চলেছে:

- গ্রাহকবর্গ - 3500+
- কর্পোরেট গ্রাহকবর্গ - 10+
- স্টার হোটেল গ্রুপ্স – 8
- অ্যাভিয়েশন ইণ্ডাস্ট্রি - 1
- অর্গানিক পণ্যের দোকানসমূহ - 20+
- বিভিন্ন রিটেল দোকানসমূহ - 10+
- এই সংস্থার টার্নওভার - ₹18,00,000 (2020-2021)

(এই তথ্যাদি পাওয়া গেছে নেটিভ আরাকু কফি সংস্থার ফাউণ্ডার এবং সি.ই.ও. রাম কুমার ভার্মার কাছ থেকে)

---

4. শ্রম - একজন গ্রামীণ মহিলার উদ্যোগ

শ্রম-স্ব-সহায়তা, পুনর্ব্যবহার, পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন সংক্রান্ত একটি গোষ্ঠী সংস্থা, যা শুরু করেছিলেন, পিয়ুশা অভী নামে একজন এম.বি.এ ডিগ্রীপ্রাপ্ত মহিলা। ইনি হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত বাটামান্দি গ্রামের কিছু সংখ্যক গ্রামীণ যুবতী মহিলাদের, তাদের সুপ্ত প্রতিভা এবং দক্ষতা বিকাশের উদ্দেশ্যে একত্রিত করেছিলেন। এই গোষ্ঠী সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 2008 সালের 1লা জুন এবং এর বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় 7 লক্ষ টাকা। এই সংস্থাটি উচ্চ গুণমানের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য পরিচিত।

এই গোষ্ঠীটি স্থানীয় শিল্পজাত বর্জনীয় বস্তু থেকে হস্তশিল্প নির্মাণে নিযুক্ত রয়েছে এবং বর্তমানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কাজকর্মেও নিজেদের পরিধি প্রসারিত করেছে। এই গোষ্ঠীর সদস্যগণ স্থানীয় শংসাপত্র প্রাপ্ত অরগানিক/জৈব ফার্মের উৎপন্ন পণ্যগুলিকে বিভিন্ন তৎক্ষণাৎ খাওয়া যাবে (রেডি-টু-ইট) এমন পণ্যে প্রক্রিয়াকরণ করছে।

এইসমস্ত পণ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি হল আচার, ক্যান্ডিস এবং চাটনি সমূহ। বিভিন্ন ভাজা, জলখাবার, যেমন ব্রাউন রাইস, পাফ্‌ড বাজরা, ভাজা গম এবং সয়াবীন, চ্যাপ্টা ভাত থেকে প্রস্তুত নমকীন এবং অন্যান্য পাফ্‌ড দানাজাতীয় শস্যসমূহ।

এই পণ্যগুলি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ভাজা এবং ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ বর্জিত এবং অবশ্যই স্বাস্থ্য-সচেতন ব্যক্তিদের খাওয়া প্রয়োজন। বাজারের ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, এই গোষ্ঠী নতুন বিভিন্ন পণ্য বিকাশের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

খাকরাস হল গুজরাটীদের একটি প্রধান খাদ্য যা সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এর মুচমুচে ধরণ এবং স্বাদের জন্য, এবং এটি হিমাচল প্রদেশের এক ঝলমলে শহরে, এই গোষ্ঠীর দ্বারা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই খাকরাসগুলির বিশেষত্ব হল যে এগুলি বিভিন্ন জৈব উপাদান দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং এগুলি কয়েকটি অনন্য স্বাদযুক্ত, যেমন - ওষধিযুক্ত খাকরাস অথবা বিভিন্ন শস্য সম্বলিত খাকরাস। চীনাবাদাম থেকে প্রস্তুত মাখন-এর সাথে রাইস ক্র্যাকার্স-এই গোষ্ঠীটির পণ্যসম্ভারের মধ্যে আরও একটি বিশেষত্ব। এই গোষ্ঠীটি শীঘ্রই বাচ্চাদের জন্য ভাজা রাইস ক্র্যাকার্সও বাজারে নিয়ে আসবে। গমের আটা থেকে প্রস্তুত জৈব নুডলসও, এদের দ্রুত বাজারে বিক্রি হওয়া একটি অন্যতম জিনিস, যা প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত নুডলস এর থেকে সমাদৃত।

সম্প্রতি এই গোষ্ঠীটি জৈব উপাদান থেকে এবং খাঁটি দেশী ঘী-এর সাহায্যে পিন্নি এবং লাড্ডুসমূহ প্রস্তুত করা শুরু করেছে। ঐতিহ্যবাহী এই দেশী ঘী এর সাহায্যে প্রস্তুত লাড্ডু এবং পিন্নিসমূহকে তারা ওট নির্মিত পিন্নি এবং বহু-শস্য উপাদানে সমৃদ্ধ লাড্ডুতে পরিবর্তিত করেছে এবং এই তালিকাটি অন্তহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বর্তমান সময়ে মানুষরা এমন একটি চট জলদি প্রাতঃরাশের সন্ধান করে যা তাদের সারাদিনব্যাপী কর্মক্ষম রাখবে। এই কারণে, গোষ্ঠীটি গ্লুটেন বর্জিত মুসেলি নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের পাফ্‌ড শস্য, বীজসমূহ এবং বাদামসমূহ। এটি হাল্কা এবং পুষ্টিকরও।

(এই তথ্য পাওয়া গেছে শ্রম-SHG দ্বারা)

গ্রামীণ কারিগরি দক্ষতা

বিভিন্ন রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এর যুবকদের সাফল্যের কাহিনী

"বর্তমান সময়ে গ্রামীণ ভারত, শহরগুলিতে যে বিভিন্ন সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, এবং ইন্টারনেট সংযোগসমূহ, এই সুবিধাগুলি পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। কোন গ্রামের একটি শিশুর, শহরের একজন শিক্ষার্থীর মতই পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগসমূহ এবং সর্বাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তা পাওয়া উচিৎ।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রার্থীর নাম: মিসেস এলিজাবেথ বৈরাম

যে স্থানের বাসিন্দা: টামেংলং, মণিপুর

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: থিংকস্কিল্‌স কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড থেকে খাদ্য এবং পাণীয় পরিষেবা বিষয়ক কোর্স। (ইম্ফল কেন্দ্র)

বর্তমান নিয়োগকর্তা: BLR লাউঞ্জ, বেঙ্গালুরু

বেতন: প্রতি মাসে 18000 টাকা পর্যন্ত

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

এই মেয়েটি এক BPL, দারিদ্র সীমার নীচে থাকা পরিবারের সদস্য। এনার পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় 72,000 টাকা, যার বেশির ভাগটাই আসত জমি চাষের মাধ্যমে, এই মেয়েটি একজন দশম শ্রেণী উত্তীর্ণা ছাত্রী। যেহেতু এঁর পরিবারের আয় কম ছিল এবং এই অত্যন্ত অল্প আয়ে পরিবারের খরচ মেটানো কষ্টকর ছিল, সেই কারণে তার এই যাত্রাপথও ছিল কষ্টসাধ্য। তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন, কারণ তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার অধীন একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে নিজের নাম নথীভুক্ত করানোর সুযোগ পেয়েছিলেন যা তাকে স্বপ্ন দেখার এবং উচ্চকাঙ্খা পোষণের সুযোগ করে দিয়েছিল।

তিনি এখন বেঙ্গালুরুতে BLR লাউঞ্জে একজন "অ্যাটাচি" হিসেবে কাজ করছেন এবং তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছেন। এলিজাবেথ এখন খুশি যে তিনি আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে পেরেছেন এবং তিনি এই কৃতিত্ব তাঁর সংস্থাকে দিয়েছেন, যা তাকে সহায়তা প্রদান করেছিল। তিনি PIA (মেসার্স থিংকস্কিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড) এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাকে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার অধীনে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য। তার সাথে 7085742439 এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: মিসেস অঙ্গিতা যাদব

যে স্থানের বাসিন্দা: মালানিপুর, কাটকুই, বেতুল, মধ্য প্রদেশ

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ, কোয়েস কর্পোরেশন, ভোপাল কেন্দ্র

বর্তমান নিয়োগকর্তা: ডি-মার্ট, হায়দ্রাবাদ

বেতন: প্রতি মাসে 11,434/- টাকা পর্যন্ত

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

অঙ্গিতা BPL পরিবার থেকে এসেছেন। এনার পিতা-মাতার পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় 30,000 টাকা এবং এই আয়ের উৎস হলো আবহাওয়া নির্ভর কৃষিকাজ। তার পূর্বতন শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার হস্তক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরে তার জীবনে পরিবর্তন এসেছে। তিনি 12 মাসেরও বেশি সময় ধরে একই চাকুরীতে নিযুক্ত রয়েছেন। এই চাকুরীতে, গ্রাহক বিক্রয় সহযোগী হিসেবে তার পদোন্নতি হয়েছে।

তিনি একজন "বিক্রয় সহযোগী" হিসেবে কাজ করছেন এবং একদিকে তিনি যেমন কর্মক্ষেত্রে সু-সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, অন্যদিকে চাকুরীতে থাকাকালীনই তিনি পদোন্নতি নিশ্চয় করেছেন। তিনি এই প্রকল্পের অধীনে আসার জন্য, রাজ্য SRLM এবং PIA (মেসার্স কোয়েস কর্পোরেশন) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং পরিবারের সামগ্রিক আয়ের ক্ষেত্রে নিজের আয় যোগ করার অবদানের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। তার সাথে 9516026233 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: মিসেস মমতা মার্থা

যে স্থানের বাসিন্দা: খোরধা, ওড়িশা

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: ডকুমেন্টেশন ইনভেন্টরি ক্লার্ক,
অস্ট্রেলিয়ান স্কিল ডেভেলপমেন্ট (ASD),
খোরধা কেন্দ্র

বর্তমান নিয়োগকর্তা: মিন্ত্রা, বেঙ্গালুরু

বেতন: প্রতি মাসে 17,000 টাকা পর্যন্ত

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

মমতা এক দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন এবং তার পরিবারকে সাহায্য করার জন্য একটি চাকুরী নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এর জন্য তার কাছে সুযোগগুলি ছিল খুবই কম এবং সেখানে পৌঁছনো তার পক্ষে আয়াসসাধ্যও। আয়ের উৎস হিসেবে তার পরিবার আবহাওয়া নির্ভর কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং আয় পুরো পরিবারকে চালানোর ব্যাপারে ছিল অপর্যাপ্ত। তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং কাউন্সেলিং এর কারণে আত্মবিশ্বাসী হয়ে, এই প্রকল্পে 'ডকুমেন্টেশন ইনভন্টরি ক্লার্ক' ট্রেড এর প্রশিক্ষণের জন্য নিজের নাম নথীভুক্ত করেন এবং তিনি সাফল্যের সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেন।

তিনি মিন্ত্রায় যা কিনা একটি অনলাইন পোষাকের দোকান, "ওয়ারহাউস অফিসার" হিসেবে কাজ করছেন। সবথেকে উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপারটি হল যে, তিনি 2 বছরের ও বেশি সময় ধরে এই চাকুরী করে চলেছেন, যা তার নিষ্ঠা এবং একাগ্রতারই প্রমাণ। এই সুরক্ষিত চাকুরীর ফলে অর্জিত আর্থিক স্থিতিশীলতায় এখন নিজের অবদান রাখতে পেরে মমতা খুশী এবং সন্তুষ্ট এবং এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য তিনি তার কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত রাখতে চান। একই সঙ্গে তিনি এর জন্য PIA (মেসার্স অস্ট্রেলিয়ান স্কিল ডেভেলপমেন্ট) এর প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাতে চান। তার সাথে 7205385191 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: মিঃ বসন্ত ছেত্রী

যে স্থানের বাসিন্দা: রাকডং, পূর্ব সিকিম

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: বাবুর্চি (সাধারণ),
রিগাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ থেকে
(জুরাসিক পার্ক, সামডং কেন্দ্র)

বর্তমান নিয়োগকর্তা: সোডেক্সো গ্রুপ, মুম্বাই

বেতন: প্রতি মাসে 15,000/- টাকা পর্যন্ত, এছাড়া ইনসেনটিভ

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

বসন্তের এই যাত্রা ছিল আগাগোড়া ঘটনাবহুল। তিনি ছিলেন পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া এক ব্যক্তি এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার অধীনে প্রোগ্রামে যোগদানের পূর্বে তিনি বিভিন্ন চাকরীতে উপার্জনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এছাড়াও ছিলেন স্বল্প আয় উপার্জনকারী পিতামাতার পরিবারের সন্তান। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার অধীনে তালিকাভুক্তির পরে, বসন্তের এক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে এবং তিনি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে শুরু করেন। একজন অত্যুৎসাহী নবীন শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে তিনি তার এই নতুন লব্ধ আত্মবিশ্বাস নিয়ে হসপিটালিটির (আতিথেয়তা) সংক্রান্ত পরিষেবার কর্পোরেট দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন এবং এটি সম্ভব হয়েছিল দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার হস্তক্ষেপ এবং PIA এবং রাজ্য SRLM-এর প্রভূত সাহায্য এবং সঠিক পথ নির্দেশ দানের ফলে।

বসন্ত "সোডেক্সো গ্রুপে" "স্টুয়ার্ড" হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং এখন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই চাকুরীতে রয়েছেন। তিনি তার এই নতুন লব্ধ আত্মবিশ্বাসের জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সাথে-সাথে, যারা শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষকদের সাথে তার ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষকরা তাকে যে সহায়তা প্রদান করেছিলেন এবং পরিবার সব কিছুকেই কৃতিত্ব দেন। তিনি অন্যতম সেরা আতিথেয়তা সংক্রান্ত পরিষেবার ব্র্যাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে পারে গর্বিত এবং এই পথে অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি সময় তারা সেরাটি দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে চলেছেন। তার সাথে 9083214188 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: মিসেস সীমা নাথ

যে স্থানের বাসিন্দা: কদমতলা, উত্তর ত্রিপুরা

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: খাদ্য ও পাণীয় পরিষেবা,
টিম লিজ সার্ভিসেস লিমিটেড (কাশীপুর কেন্দ্র, আগরতলা, ত্রিপুরা)

বর্তমান নিয়োগকর্তা: জিপসি টার্টেল রেস্তোরা, বেঙ্গালুরু
(একে হসপিটালিটি)

বেতন: প্রতি মাসে 10,000/- টাকা পর্যন্ত,
এছাড়াও বিনামূল্যে খাওয়ার এবং থাকার ব্যবস্থা

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

সীমা এসেছেন এক কৃষক পরিবার থেকে, যারা তাদের কৃষিকাজ থেকে প্রাপ্ত স্বল্প উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি এসেছেন ত্রিপুরার উত্তর অংশে অবস্থিত কদমতলা নামক এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। যদিও তিনি তার পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, তবুও কিভাবে এই যাত্রাপথে তিনি এগিয়ে যাবেন, তা ভাবতে পারেন নি। তারপর, তিনি তার পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-এর সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এদের কর্মসূচী সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। PIA-র প্রদত্ত আরও পরামর্শের ফলে তার সঙ্কল্প সুদৃঢ় হয় এবং তিনি এই কর্মসূচীর অধীনে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন। এই প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পূর্ণ করার পরে, বেঙ্গালুরুতে তিনি একজন "স্টুয়ার্ড" হিসেবে নিযুক্ত হন।

যদিও সীমা প্রথম দিকে একজন "স্টুয়ার্ড" হিসেবে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু তার কঠোর পরিশ্রম এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠার কারণে, তাকে "ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েট" হিসেবে উন্নীত করা হয়, যা তাঁর এই কাজে মনোযোগকেই প্রতিফলিত করে। তিনি উল্লেখ করতে ভুলেন নি যে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-এ প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় প্রশিক্ষক এবং সহপাঠী প্রশিক্ষার্থীদের সাথে তার বেশি ভাবের আদান-প্রদানের ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে তিনি কর্মক্ষেত্রেও পদোন্নতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনাএর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সকল অংশীদারদের কাছে কৃতজ্ঞ, যার ফলে তার উপকার হয়েছে। তিনি জীবনে আরও বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করতে চান। তাঁর সাথে 8413888184 এই নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: শ্রীমতী নাগেশ্বরী

যে স্থানের বাসিন্দা: সালেম, তামিলনাড়ু

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: সেন্টার ফর আনএম্প্লয়েড
ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট (CUYD ট্রাস্ট) থেকে
জেনারেল ডিউটি অ্যাসিট্যান্ট

বর্তমান নিয়োগকর্তা: কাভেরী হসপিটাল, (সালেম)

বেতন: প্রতি মাসে 8,800/- টাকা পর্যন্ত

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

নাগেশ্বরী এসেছেন মেট্টুর, সালেম থেকে। তিনি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তার পড়াশুনা করেছিলেন কিন্তু, আরও পড়ার জন্যে যথেষ্ট সহায়তা পান নি। তিনি অনেক কাজের জন্যে আবেদন করেছিলেন এবং ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। তার স্বপ্ন ছিল আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা, যা স্বপ্নই রয়ে গেছিল। তার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। দরিদ্র পরিবারের যে কোন সন্তানের মত তাকেও অনেক সমস্যার সম্মুখীণ হতে হয়েছিল। তিনি এক কষ্টকর জীবনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-এর দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং ব্যাপারে জানতে পারেন। এরপরে তিনি জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (GDA), শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদান করেন এবং প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের অতুলনীয় সহায়তা পেয়ে তার প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেন।

তিনি সালেম এর কাভেরী হাসপাতেলে "পেশেন্ট কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট" হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা তে তালিকাভুক্তি তাকে তার স্বপ্নের বাস্তবায়নে সাহায্য করেছে এবং এখন তাকে আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে স্বনির্ভর করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রশিক্ষণ চলাকালীন তিনি যে একগুচ্ছ দক্ষতা অর্জন করেছেন, এবং ক্লাশ চলার সময়ে যে উপযোগী আদান-প্রদান হয়েছিল, সেগুলি তাকে কোন কাজ যত্নের সাথে করার জন্যে যে শিষ্টাচার এবং দক্ষতাসমূহ প্রয়োজন হয়, তা শিখতে সাহায্য করেছে এবং এই সমস্ত তিনি তার বর্তমান কাজের জায়গায় ব্যবহার করছেন। তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা, TNSRLM এবং CUYD ট্রাস্টের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তার সাথে 9047243366 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: মিসেস হরজিন্দার কৌর

যে স্থানের বাসিন্দা: বস্তি বোহরিয়া, পাঞ্জাব

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: শ্রী সিদ্ধি বিনায়ক এডুকেশন সোসাইটি (জলন্ধর) থেকে হেল্‌থকেয়ার বিষয়ে (নার্সিং সহায়ক)

বর্তমান নিয়োগকর্তা: দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা কেন্দ্র, ভারত প্যারামেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি

বেতন: প্রতি মাসে 10,000 টাকা পর্যন্ত

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

মিসেস হরজিন্দার কৌর গ্রামের BPL পটভূমি থেকে এসেছেন এবং তার পরিবারের অর্থনৈতিক আস্থা ভাল ছিল না। পরিবারটি আর্থিক প্রয়োজনের জন্য তার বাবার (শ্রমিক) মাসিক উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর্থিক সহায়তার অভাবে, এক কষ্টকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং জীবনের পথে তার এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন স্বভাবতই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। একসময় তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা সম্পর্কে জানতে পারেন। এটি তাকে এই ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান করার ব্যাপার উৎসাহিত করে। তিনি এদের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং ভাল কাজ পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সাহায্যে তিনি যে কেবল তার প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পূর্ণ করেন তা নয়, তাকে ভারত প্যারামেডিকাল এডুকেশন সোসাইটিতে কাজে নিয়োজিত করা হয়।

তিনি ভারত প্যারামেডিকাল এডুকেশন সোসাইটিতে, মাসিক 10,000 টাকা বেতনে "রিসেপশনিস্ট" হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা, জলন্ধর এবং PIA (শ্রী সিদ্ধিবিনায়ক এডুকেশন সোসাইটি) র প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, পিতামাতার কাছে, বাড়িতে তার বেতন পাঠানো, তাকে এক সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা দিয়েছে। তার সাথে 8437342745 এই নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: মিঃ মহানন্দ রাভা

যে স্থানের বাসিন্দা: বরজাহর, 1 নম্বর গোয়ালপাড়া, আসাম

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: ইণ্ডিয়া ক্যান এডুকেশন প্রাইভেট লিমিটেড থেকে খাদ্য এবং পাণীয় পরিষেবা (ফুড এণ্ড বিভারেজ সার্ভিসেস)-এ স্টুয়ার্ড

বর্তমান নিয়োগকর্তা: হটস্পট রেস্তোঁরা, তিরুপতি, অন্ধ্র প্রদেশ

বেতন: প্রতি মাসে 13,000 টাকা পর্যন্ত, উপরন্তু ইনসেনটিভ্স

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

মহানন্দের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল আসামের, গোয়ালপাড়ার দ্বারকার অন্তর্গত গ্রাম্য পরিবেশ পরিবেষ্টিত এক গ্রাম, বারজাহরা 1 নম্বর থেকে। মহানন্দ সর্বদাই কিছু অর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার কাছে কোন দিকনির্দেশ ছিল না। পড়াশুনো শেষ করার পরেও, তিনি কোন চাকুরী খুঁজে নিতে সক্ষম হননি এবং সেজন্য তার জীবন যে ভাবে কাটছিল, সেই সম্পর্কে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদিন ইণ্ডিয়া ক্যান (PIA) এর দলের সদস্যরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-এর অধীনে যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বাস্তবায়িত হচ্ছিল, সে সম্পর্কে এবং এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কিভাবে তাকে তার লক্ষ্য অর্জনের এক পরিসর দিতে পারে-তা ব্যখ্যা করলেন। এরপর তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-এর অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর জন্য নিজেকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন এবং প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর কাফে-কফি-ডে কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন। এটি তার কেরিয়ারে গতির সঞ্চার করে।

প্রথমে তিনি কাফে-কফি-ডে তে "অ্যাসোসিয়েট" হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই ক্ষেত্র সংক্রান্ত কাজকর্ম শিখতে থাকেন। তার প্রারম্ভিক দিকে বেতন ছিল প্রতি মাসে 9,000 টাকা, যার ফলে তিনি উৎসাহিত হওয়ার কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এটাও জানতেন এটি কেবলমাত্র শুরু। কারণ এত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাভের পরও তিনি জীবনে আরও এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়ে তিনি তার কাজ করে যান, এবং এর 9 মাস পরে তিনি তিরুপতির পাই ভাইসরয় হোটেলে কাজ করার আরও একটি সুযোগ পান, যেখানে তিনি একই সাথে শেখা এবং কাজ চালিয়ে যান। এটি তার কেরিয়ার এর আর একটি ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত ছিল যখন তিনি এখানে আরও এক বছর কাজ করার পরে, বর্তমান নিয়োগকর্তার কাছে চলে আসেন। সুতরাং এখন মহানন্দ কাজ শুরু করার পরে 2 বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তিনি শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছেন। তার পরিবার ও এজন্য গর্বিত এবং আশাবাদী, কারণ তিনি আরও এগিয়ে চলেছেন। তার সাথে 6300863712 নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

প্রার্থীর নাম: মিসেস লেখনী সাহু

যে স্থানের বাসিন্দা: রায়পুর, ছত্তিশগড়

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: ওরিওন এডুটেক (রায়পুর কেন্দ্র) থেকে নন-ভয়েস BPO

বর্তমান নিয়োগকর্তা: টেলি পারফরমেন্স-112, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে জরুরী পরিষেবা বিষয়ক কল সেন্টার

বেতন: প্রতি মাসে 12,000 টাকা পর্যন্ত। উপরন্তু ইনসেনটিভ্স

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

লেখনী এসেছেন ছত্তিশগড়ের ধামতারি জেলা থেকে। তিনি জীবনে সবসময় বড় কিছু অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও তার সাফল্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। কিন্তু এটি সাকার করার উপায়টি ছিল সীমিত। এমন একজন মেয়ে যে তার পিতামাতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভশীল, তার পক্ষে নিজে থেকে কিছু খুঁজে বের করার ইচ্ছা ছিল কিছুটা ভীতি-উৎপাদক। কারণ তার স্বপ্ন অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের অভাব ছিল। উপরন্তু এক রক্ষণশীল পারিবারিক প্রেক্ষাপট ছিল আরও একটি প্রতিবন্ধকতা, যাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতারও প্রয়োজন ছিল। তিনি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনো করতে পেরেছিলেন, কিন্তু পরিবারে আর্থিক সংকটের কারণে তা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কোন কাজ করার সুযোগগুলিও ছিল অনতিক্রম্য ও সীমিত, এবং এর ফলে তার মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয়েছিল। তিনি ওরিয়ন এডুটেক (PIA) আয়োজিত একটি মোবিলাইজেশন ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিলেন এবং এতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা সংক্রান্ত মানদণ্ড সম্পর্কে তাকে ব্যখ্যা করা হয়। তিনি এই কর্মসূচীতে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেছিলেন।

সেপ্টেম্বর 2017 সালে এই কোর্স শেষ করার পরে, PIA, হিন্দুজা গ্লোবাল সলিউশনে তাকে কাজ পেতে সাহায্য করে, যেখানে তিনি এক বৎসর কাজ করেছিলেন এবং পরে, টেলিপারফরমেন্স নামে একটি সংস্থার সাহায্যে, পুলিশ কন্ট্রোল রুম এমারজেন্সি সার্ভিসেস-112 এর "টেলি-কলার" হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি এখানে কাজ করতে পছন্দ করছেন এবং তিনি যেহেতু জনসাধারণকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছেন সেই কারণে তিনি মনে করছেন, তিনি সমাজে তার অবদান রেখে চলেছেন। তিনি আরও মনে করছেন, তিনি এখন পুরোপুরি স্বাধীন এবং তার পরিবারকে সাহায্য করতে সক্ষম। এর কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে, যেহেতু তিনি এখানে কেবলমাত্র দক্ষতাসমূহ নয়, শিষ্টাচার, আদব-কায়দা, পেশাদারীত্ব এবং আমাদের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তার সাথে 8770426110 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রার্থীর নাম: মিসেস মোহিনী দেবী

যে স্থানের বাসিন্দা: বড়াইমলিয়া বুজুর্গ, জালাউন (ইউ.পি.)

প্রশিক্ষণ বাণিজ্য শাখা এবং PIA: হসপিটালিটি অ্যাসিস্টেন্ট
শ্রী সিদ্ধি বিনায়ক এডুকেশন সোসাইটি

বর্তমান নিয়োগকর্তা: রামকলি দেবী সেবা সংস্থান

বেতন: প্রতি মাসে 15,000 টাকা পর্যন্ত

এখনও পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ:

একজন মহিলা ছাত্রী হিসাবে, মোহিনী পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং একটি ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্য তার উচ্চাকাঙ্খা ছিল। তাঁর বন্ধুরা তাকে বলত যে সে একটি দূর্বল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ যখন তার পিতা-মাতা তার জন্য কোন উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করবেন তখন তার যোগ্যতা অনেক বেশি হওয়ার ফলে বাধার সৃষ্টি হবে। যখন সে সাইকেল চালিয়ে দীর্ঘ দূরত্বে কোন প্রশিক্ষণের জন্য যেত, তখন মানুষজন তাকে বিদ্রুপ করত, সম্ভবতঃ তারা তার এই উচ্চাকাঙ্খা দেখে হতাশ বোধ করত। কিন্তু তার নিজের পরিবার এব্যাপারে তাকে সমর্থন যুগিয়ে আসায় তিনি তার পড়াশুনো চালিয়ে যেতে থাকেন। একসময় তার পরিবার তাকে বিয়ে করার জন্য বললে, সে তাদের বোঝায় যে, সে যদি ভাল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারে, তবে তার জন্য আরও ভাল বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। যদিও তাঁর বাবা এক অত্যন্ত সাধারণ পারিবারিক পটভূমি থেকে এসেছিলেন, তবুও তাঁর মেয়ের পড়াশুনা চালিয়ে যাবার ও ক্যারিয়ার গড়ে তোলার উৎসাহ দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি নিজেই মেয়েকে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন, এবং তার মেয়ে সেখান থেকে হসপিটালিটি অ্যাসিস্টেন্ট বাণিজ্য বিভাগে তার প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করে।

তিনি রামকলি দেবী সেবা সংস্থান এ "অ্যাসোসিয়েট" হিসাবে নিয়োগ পান। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা-তে তার এই তালিকাভুক্তি তাকে তার স্বপ্ন পূরণে এইভাবে সহায়তা করেছে এবং তিনি নিজেই এখন নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণ এবং এক ব্যাপক হাতেকলমে শিক্ষাদানের ক্লাশগুলি, তাকে বিভিন্ন বিষয় ভালভাবে প্র্যাক্টিক্যাল বুঝতে সাহায্য করেছে। অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে, তিনি এ-ব্যাপারে ভাল ফল করেন এবং ভাল বেতনসহ একটি ভাল কাজ পেতে সক্ষম হন। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হওয়ার পরে, তাকে আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এবং তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ ও মনোযোগী হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি তার এই সুযোগের জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা, UPSDM এবং সমস্ত অংশীদারদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তার সাথে 8948963734 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সৌজন্য: M/o I&B

সাফল্যের কাহিনী

নামানা নার্সারী – প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আত্মনির্ভরতার একটি নতুন বিবৃতি

– চন্দ্র কুনওয়ার*

"পরিবেশের সুরক্ষা, আমাদের কাছে এক অবশ্য বিশ্বাসনীয় ব্যাপার। আমাদের প্রাকৃতিক উৎসগুলি রয়েছে, কারণ, আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি এই উৎসগুলিকে সুরক্ষিত করেছিল। আমাদেরও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একই কাজ করতে হবে।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নামানা নার্সারীটি, রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলার খামানোর পঞ্চায়েত কমিটির অধীনে, বানস নদীর তীরে অবস্থিত। নামা গ্রামটিতে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অন্যন্য চিত্র। এখানের গ্রামসভা, নদীর তীরে গ্রামের চারপাশে 10 থেকে 15 বিঘার এক চারণভূমি নির্মাণের জন্য অনুমোদন করেছিল। গ্রাম সরপঞ্চ শ্রীমতী চন্দ্র কুনওয়ার এবং পরিবেশ বন্ধু শ্রী রঘুবীর সিংহ আরও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ, এই লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ নেয় এবং পরামর্শ দেয় যে এই জমিটি আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যায় এবং এখানে একটি নার্সারী গড়ে তোলা যেতে পারে। তারপর, গ্রামসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে MNREGA পরিকল্পনার অধীনে যে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে এবং 15তম ফাইন্যান্স কমিশনের দেওয়া যে অর্থ আছে তা কাজে লাগিয়ে জল, বনসম্পদ, মাটি সংরক্ষণ এবং স্বচ্ছ বাতাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্রামকে স্বাবলম্বী করা যেতে পারে।

তদনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েত একটি সম্ভাব্য রেজোলিউসন পাস করে এবং ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর শ্রী অরবিন্দ কুমার পসওয়ালের কাছে তা বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে। এই সংহত পরিকল্পনাটির জন্য 22.60 লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে 19.60 লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছিল MNREGA প্রধানের অধীনে, এবং 3 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল 15তম ফাইন্যান্স কমিশনের তহবিল থেকে। এর নেতৃত্ব দিয়ে কালেক্টর মহোদয় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে গাছগুলি অবশ্যই

নদীতীরে লাগাতে হবে, যাতে মাটি সংরক্ষণ করা যায়। প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য একটি নার্সারি গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কালেক্টর মহোদয়ের তৎপরতায় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রীমতী নিমিশা গুপ্তা, গ্রামের এই স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং এটিকে রূপায়নের জন্য সম্মতি দেন।

প্রথমে নার্সারির একটি রূপরেখা স্থির করা হয়, এবং যাতে এর মধ্যে একটি গ্রীণ হাউস স্টোর, বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং সেচের সুবিধা রাখার কথা বলা হয়। এরপরে নার্সারির জন্য স্থানটি নির্বাচনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কেও যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

1. স্থান: নার্সারিটি রাজসমুন্ড এবং বিজনলের মধ্যে অধীন সড়কের উপর অবস্থিত, যা গাছপালার পরিবহন এর ব্যাপারটি সহজ-সাধ্য করেছে।
2. জলের সহজলভ্যতা: যেহেতু নার্সারিটি বানস নদীর তীরে অবস্থিত, FFC-র অন্তর্গত একটি কুঁয়ো খননের পর, সেখানে একটি মোটর বসিয়ে, তার সাহায্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
3. নার্সারিটি উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ার ফলে, জল আপনা আপনিই বাইরে বয়ে যেতে পারে এবং শুকিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এই নার্সারির রূপরেখার মধ্যে সেই সমস্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এই জেলার ভৌগলিক অবস্থান এবং জলবায়ুর উপযোগী হয়। এই কার্যক্রমের

*সরপঞ্চ, গ্রাম নামানা, পঞ্চায়েত সমিতি, খামানোর, তেহসিল নাথদ্বার, জেলা রাজসমন্দ, রাজস্থান

অন্তর্ভুক্ত ছিল মাটি পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিষয়সমূহ, বীজতলা প্রস্তুত, বীজ সংগ্রহ, অঙ্কুরোদগমের আগে উপযুক্ত পরিচর্চা বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, বীজ বপন, পুনরায় বৃক্ষরোপণ, এবং বৃহৎ উদ্ভিদ সমূহের সৃজন।

গ্রাম পঞ্চায়েত নার্সারী গড়ে তোলার জন্য 10 বিঘার মত জায়গায় বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। গাছ লাগানোর জন্য যে জমি ঠিক করা হয়েছিল, সেই জমি প্রথমে ভালভাবে তৈরী করা হয় এবং পরে সেখানে গাছ লাগানো হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রায় দুই বিঘার মত জমিতে নার্সারী গড়ে তোলা হয় এবং সেখানে আম, নিম, পেয়ারা, পেঁপে, তেঁতুল, গুলমোহর, আমলা, শেহজান, আশাপল, কর্ডাল, বাঁশ, তুলসী, গোলাপ, পিপল, কানের প্রভৃতি এখানে লাগানো হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে বাইবংস তুলদা গুণমানের বাঁশ গাছ সংগ্রহ করে এখানে লাগানো হয়েছে। এগুলি এখানে, বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে এগুলি ধূপকাঠি বা আগরবাতি প্রস্তুতের সময় সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে এবং পরিবেশ প্রহরীদের, নিষ্ঠায়, 2020 সালের জুলাই থেকে 2020 সালের অক্টোবর মধ্যবর্তী সময়ে নার্সারী থেকে প্রায় 4000টি গাছ বিক্রি করা হয়েছিল এবং বিক্রয়লব্ধ এই 25,000 টাকা গ্রাম পঞ্চায়তের উপার্জন হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা রাখা হয়। বর্তমানে প্রায় 35,000 গাছ বিক্রয়ের জন্য তৈরী আছে এবং আসন্ন বর্ষা ঋতুতে এগুলি বিক্রয় করা হবে।

নার্সারী গড়ে তোলার সাথে সাথে, জৈব সার এবং ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীর জন্য একটি পাকা জমি তৈরী করা হয়েছে এবং রাজসমুন্ড এর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে এখানে ভার্মি জীবাণু সরবরাহ করা হচ্ছে।

এই নার্সারি গড় ওঠার সাথে সাথে, পঞ্চায়েত এর অনুর্বর জমিতে, ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা পরিত্যক্ত জমিতে এবং পঞ্চায়েত এর নিকটবর্তী জমিতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্ভিদের সরবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই নামানা নার্সারী আশেপাশের জেলাগুলিতে আরও 14টি নার্সারী প্রকল্পকে উৎসাহিত করেছে। অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি, MNREGA প্রকল্পে অংশগ্রহণের কথা মনে রেখে এই প্রকল্পগুলি অনুমোদন করা হচ্ছে।

এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করার পরে, নদীতীর বরাবর মাটি সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা, জল সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে কাজ করার জন্য এক বড়ো সাহায্য হয়। মানুষেরা এই প্রকল্পটিতে বিশেষভাবে আগ্রহ দেখায়, কারণ এর ফলে গাছপালাগুলি নিজের এলাকাতেই পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে এবং এটি গাছ, বাতাস, বৃষ্টিপাত এবং বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার যে পরিবর্তন হচ্ছে, সেগুলির সমস্যার সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

आसुन, आमरा गाछ लागाई एवं आवहाओयाके निर्मल करे तुलि

বসন্তপুর গৌ আশ্রয়স্থল – আত্মনির্ভরতার দিকে একটি সম্মিলিত প্রয়াস

- অরুণ কুমার সিংহ*

"যদি গ্রামীণ পণ্যসমূহ, যেমন মাটির তৈরী প্রদীপ, শহরগুলিতে 'ফ্যাশন স্টটমেন্ট' এর মত ব্যবহৃত হয়, তবে এটি গ্রামের দরিদ্র মানুষের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বৈদিক যুগ থেকেই গরু বা গাভী আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পত্তির প্রতীক রূপে রয়েছে। উত্তর প্রদেশের লখিমপুর জেলা প্রশাসন গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্ত দিক বিবেচনার সাথে সাথে গরুর পরিবারের কথাও ভাবেন এবং এই সমস্ত অবহেলিত ও অনাথ পশুদের অবস্থা ভাল করার জন্য একটি অনন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং জনসাধরণের অবদান একত্রীভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যাতে তা অবশেষে এই সমস্ত মানুষেরই অগ্রগতিতে তরান্বিত করে। এই প্রকল্পের আওতায় দারুহেরা ব্লকের অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে একটি গো অভয়ারণ্য (গরুর বংশধরদের আশ্রয়স্থল) গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে 210টি অনাথ গরুর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লখিমপুর খেরির ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর, শ্রী শৈলেন্দ্র সিং এর মতে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গরুর বংশকে স্বাবলম্বী করা, যাতে তাদের সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর না করতে হয়। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের থেকে প্রায় 100 জন কৃষক এই গোশালার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন, যাতে তারা গোবর থেকে প্রস্তুত সার ব্যবহার করতে পারেন এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে, অজৈব পদ্ধতিতে চাষের এক বিকল্প খুঁজে নিতে পারেন।

এই গৌ অভয়ারণ্য গড়ে তোলার উদ্যোগের সুফল দেখা দিতে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এই অভয়ারণ্যটিকে এক পর্যটন স্থল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এটি যে কেবল গৌ আশ্রয়স্থলটিকে আত্মনির্ভর করে, তাদের বিরুদ্ধে আসা কোন প্রচেষ্টা প্রতিহত করবে তাই নয়, এটি অন্যান্য গৌ আশ্রয়স্থলগুলির জন্যও এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে।

ধারুহেরা গৌ-অভয়ারণ্যটিকে একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, নভেম্বর 2019 সালে, বিডিও শ্রী অরুণ কুমার সিং, এখানে গরুদের পানীয় জলের সরবরাহের জন্য নির্মিত পুকুরে মৎস্য চাষের একটি প্রকল্প উদ্বোধন করেন। অভয়ারণ্যটি এখন এই প্রকল্পটি থেকে প্রতি বছর তিন থেকে চার লাখ টাকা আয় করছে।

*ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, দারুহেরা, লখিমপুর খেরি

গৌ-অভয়ারণ্যটিতে একটি হাঁস মুরগী পালনের খামারও শুরু করা হয়েছে। ওষুধি সংক্রান্ত গুণমানের জন্য কড়াকনাথ প্রজাতির মুরগীর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই গৌ-আশ্রয়স্থলটিতে একটি আচ্ছাদন নির্মাণ করে একটি হাঁস-মুরগী পালনের খামার (পোল্ট্রি ফার্ম) শুরু করা হয়েছে।

সারা বছর যাতে গবাদি পশুর খাদ্য পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে, নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এই ঘাসগুলি গো আশ্রয়স্থলের ধারে ধারে লাগানো হয়েছে।

এই গোশালাকে স্ব-নির্ভর করার জন্য, সাহজান ভাটিকা সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ আরও একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রায় এক একরের এলাকাবিশিষ্ট এক পুকুরে এই ভাটিকাগুলি রোপণের ফলে, স্থানীয় গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থান হবে এবং এটি এই গৌ-অভয়ারণ্যটিকে আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করবে। CDO অরবিন্দ সিংহের উদ্যোগে, দারুহেরার BDO অরুণ কুমার সিং, বসন্তপুর গ্রামের এই গৌ-অভয়ারণ্যটিতে আরও কয়েকটি অন্য কাজকর্ম শুরু করেছেন। এই অবস্থায়, যখন বৃক্ষরোপণের জন্য একটি লক্ষ্য স্থির করা হয়, তখন সাহজান উদ্ভিদকেই পছন্দের তালিকায় রাখা হয়। সাহজান উদ্ভিদগুলিতে অনেক ওষধিগুণ রয়েছে এবং এর অর্থকরী সম্ভাবনাও অনেক। গোশালায় পুকুরের ধারে সাহজান গাছগুলি লাগানোর পাশাপাশি, এক একর জমিতে সাহজান বাটিকা গড়ে তোলা হচ্ছে। অভয়ারণ্যের এই অংশটি পুরোপুরি আচ্ছাদিত। এখানে চব্বিশ ঘন্টা কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। বৃক্ষ সৃজন, প্রকৃতপক্ষে প্রাণীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

গোবর এর ঘুঁটে প্রস্তুতি

ধারুহেরা ব্লক এর 2টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাতজন মহিলা সদস্য এই গোবরের সাহায্যে ঘুঁটে তৈরীতে ব্যস্ত আছেন এবং প্রতি কিলো 20 টাকা হিসেবে বিক্রয় হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে একটি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী রয়েছে, যেখানে এগুলি অ্যামাজন এণ্ড ফ্লিপকার্ট এর মত MNC-র মাধ্যমে 60 টাকা-70 টাকা প্রতি কেজি হিসেবে বিক্রয় এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। এইভাবে এটি অবশ্যই এখানের মহিলাদের লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবে।

এছাড়াও এখানের গোশালায় মাশরুম চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই গো-অভয়ারণ্য প্রোজেক্টটি বাণিজ্যিকভাবে আরও কার্যকরী করে তোলার জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়ার সাথে সাথে বেজামরুট উৎপাদন, ভার্মি সার এবং অ্যাজোলা উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।

আত্মনির্ভর হওয়ার দিকে এক ধাপ: প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রিপোর্ট

- ডঃ আর রমেশ*

"আমরা চাহিদা-নির্ভর উন্নয়নের মডেলটিতে একটি গতি যুক্ত করতে চাইছি। গ্রামগুলিকে নিজেদেরই বলতে দিন যে কি করতে হবে আর কি করতে হবে না।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আত্ম-নির্ভর অভিযানের একটি ধারণা

কোভিড-সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করা উদ্দেশ্যে, বহু গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের GP যে উদ্যোগগুলি নিয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এটি আত্মনির্ভর অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, যেখানে আমরা দেখব যে কিভাবে এটি এখানের গ্রাম-পঞ্চায়েতে কার্যকরী হয়েছিল।

এই আত্মনির্ভর ভারত অভিযান অথবা স্ব-নির্ভর ভারত অভিযান হল একটি অনন্য প্রচার উদ্যোগ, যা ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল যখন ভারতে মানুষের জীবন এবং জীবিকার উপর কোভিড-19 এর এক লক্ষ্যণীয় প্রভাবের ইঙ্গিত মিলেছিল - বিশেষত সেই সমস্ত মানুষের উপর যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায় অথবা অন্যান্য ছোটখাটো উৎপাদন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। আত্মনির্ভর অভিযান এর মূল লক্ষ্য হল দেশ এবং তার নাগরিকদের সমস্ত অর্থেই স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী করে তোলা এবং দেশকে করোনা ভাইরাস এর সংকট থেকে মুক্ত করা।

এই প্রচার অভিযানটি, বেশ কয়েকটি দিক থেকেই অনন্য ছিল, যেমন: প্রচারের সময় নির্দ্ধারণ, উদ্দিষ্ট গোষ্ঠী যাদের উদ্দেশ্য করে এই প্রচার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এর সাথে যে সমস্ত সংস্কার মূলক কাজ এবং সেই কাজগুলি সাকার করে তোলার যে

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসমূহের বিনামূল্যে বন্টন

প্রচেষ্টাগুলি এসেছিল। স্বনির্ভরতার ধারণাটি পাঁচটি স্তম্ভের রূপরেখা দেয়। (অর্থনৈতিক উন্নয়ণ, কাঠামোর উন্নয়ণ, উন্নয়ণশীলতা এবং সশক্তিকরণ পদ্ধতিসমূহ, প্রাণবন্ত জনসংখ্যা এবং চাহিদা জোরদার করা)।

যে সমস্ত ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল

এই অভিযান, মহামারী চলাকালীন, কাজের মজুরী বন্ধ হওয়ার কারণে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিভাবে মানুষকে সাহায্য করা যায় সেই ব্যাপারে নজর দিয়েছিল। সুতরাং এইসময় গম, ডাল, গ্যাস সিলিণ্ডার প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA) অনুযায়ী, অভিবাসী কর্মীরা যেখানেই থাকুক

কোভিড প্রতিরোধী আচরণ বিধিসমূহের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ

দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলিতে স্বাস্থ্য বীমা সংক্রান্ত কার্ডসমূহ বন্টন

***অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, CRI, NIRDPR, হায়দ্রাবাদ - 30 (এছাড়াও মিঃ শুভ্রকান্তি জানা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, প্রতাপাদিত্যনগর এর থেকে যে তথ্যাদি পাওয়া গেছে)**

না কেন, তারা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সমূহ যেমন শস্য, ডাল যেমন চানা ডাল প্রভৃতি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যারা কোভিডের ফলে আটকে পড়েছিল, রাজ্য সরকারকে, তাদের এই সুবিধাগুলি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এর জন্য যে ব্যয় হবে, তা ভারত সরকার সম্পূর্ণ বহন করবে। এই কোভিড মহামারী, রেশন কার্ডগুলিরও জাতীয় স্তরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারটিকেও জরুরী করে তোলে।

পরিযায়ী শ্রমিকরা, যারা ঘরে ফিরে এসেছিল, তাদের কর্মসংস্থানের জন্য MGNREGS ফাণ্ড এর বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছিল। তারা যে স্থানগুলিতে কোয়ারেন্টিনের আওতায় ছিল, সেই সমস্ত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংস্কারের কাজে তাদের জড়িত করা হয়েছিল। MGNREGS-এর আওতায় আসা এই শ্রমিকদের মজুরিও বাড়িয়ে গড়ে প্রতিদিন 182 টাকা থেকে 202 টাকা করা হয়। MGNREGS-এর রিপোর্টেও শ্রমিকদের এই তালিকাভুক্তি 40-50% বৃদ্ধি পেয়েছে দেখানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার, ভারত সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে, পরিযায়ীদের আশ্রয় নির্মাণের জন্য এবং তাদের খাদ্য ও জল সরবরাহের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলা ফাণ্ডের (DRF) অর্থ ব্যবহার করেছিল। কেন্দ্র সরকারও রাজ্য সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলা ফাণ্ড মজবুত করার জন্য, সমস্ত রাজ্যের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছিল। এই দুর্যোগ মোকাবিলা ফাণ্ড কাজে লাগিয়ে রাজ্যগুলি লক-ডাউনের সময় শহরের আশ্রয়হীন বাসিন্দারা যে আশ্রয়স্থলে ছিল, সেখানে প্রতিদিন তিনটি খাবার সরবরাহ করেছিল।

SHGগুলিও এইসময় ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার জন্য, ব্যাঙ্কগুলি থেকে উদার ঋণ পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, যা তারা জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হবার জন্য এবং করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন পণ্য যেমন মাস্ক বা হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার এর মত পণ্য তৈরীতে ব্যবহার করে।

ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে প্রতাপাদিত্যনগরের GP যে উদ্যোগসমূহ নিয়েছিল

প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েত, যা সুন্দরবন বদ্বীপের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার অন্তর্গত কাকদ্বীপ উন্নয়ণ ব্লকের একটি অন্যতম জনবহুল গ্রাম পঞ্চায়েত। এটি একটি ঘন বসতি পূর্ণ আবাসস্থল এবং ঘন জনবহুল অঞ্চল। এর অন্তর্গত রয়েছে 21টি গ্রাম সংসদ এবং 28টি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। এই অঞ্চলের পরিবারের অর্থনীতি কৃষিকাজ, মৎস্য শিকার এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্য জীবিকার উপর নির্ভরশীল।

কোভিড প্রতিরোধের জন্য সভা ডাকার পরিকল্পনা করা হয়

এই অঞ্চলের বসতির প্রকৃতি ঘন হওয়ার কারণে গ্রাম পাঞ্চায়েত এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ছিল যে এই ভাইরাসটি মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগেই যতদূরসম্ভব এই ভাইরাসটিকে কার্যকরী ভাবে প্রতিহত করতে হবে। এই কারণে সংশ্লিষ্ট অফিস পরিচালনকারীদের সাথে সমস্ত ওয়ার্ডের সদস্যদের এবং নামী SHG সদস্যদের একটি জরুরী সভা আহ্বান করা হয়েছিল। এই সভায় এই সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার এক অধিবেশন হয়। সমস্ত সদস্যরা তাদের বিভিন্ন উৎস থেকে তারা যে সমস্ত জানতে পেরেছেন এবং কিভাবে এই ভাইরাসটিকে তারা কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারেন সে সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা আদান-প্রদান করেন। এই সঙ্গে, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যে সমস্ত নিয়ম-নীতি উপলব্ধ ছিল সেই বিষয়েও উল্লেখ করা হয়। এর ফলে 2019 সালের মার্চ মাস থেকেই এখানে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত ক্রিয়ামূলক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে তা লিপিবদ্ধ ও কার্যকরী করা হয়।

যে সমস্ত পরিকল্পনা উল্লেখ এবং কার্যকর করা হয়েছিল

এই পরিকল্পনার যে উপায়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল: (i) সচেতনতা তৈরী করা, (ii) আগত পরিযায়ীদের জন্য পৃথকীকরণ/কোয়ারেন্টাইন জনিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, (iii) যে সমস্ত মানুষেরা তাদের

বিকল্প জীবিকা হিসেবে নিজের ঘরের পাশেই খামার তৈরীর ব্যাপারে প্রচার

ঘরের পাশেই তৈরী খামার এর জন্য মুরগীর ছানা বিতরণ যা SHG কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্গত

কাজ হারিয়েছেন/যারা কাজ এবং উপার্জন থেকে দূরে রয়েছেন, তাদের জন্য খাদ্য সুরক্ষা - OSR তহবিল থেকে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছিল (iv) বিকল্প জীবিকা এবং জীবিকার বিভিন্নতার ব্যবস্থা করা, (v) MGNREGS-এর সম্পূর্ণ ব্যবহার, (vi) স্বাস্থ্য সচেতনতা, মাস্ক বিতরণ, রেশন দোকান এবং অন্যান্য পাবলিক প্লেস/জনবহুল জায়গায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপায় সম্বন্ধে উল্লেখ, (vii) সমস্ত বাজার, কমিটি এবং দোকানদারদের এগুলি খোলা রাখার সময়ের উপর নিষেধাজ্ঞার এবং গ্রাহকদের সঙ্গে ব্যবহারবিধির নিয়মনীতি সংক্রান্ত নোটিশ, (viii) সংক্রমিত হয়েছেন এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের/যে সমস্ত ব্যক্তিদের সংক্রমিত হওয়া সত্ত্বেও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে জানা গেছে, তাদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা, (ix) গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, সেই সম্পর্কিত পোস্টার লাগানো, (x) স্থানীয় বাসিন্দা এবং মন্দির কমিটি দ্বারা আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার জন্য নোটিশ দেওয়া, (xi) রেশন দোকানগুলিতে যাওয়ার সময় সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা, এবং বিভিন্ন সংসদ এর বাড়িগুলি থেকে একদিন অন্তর একদিন অনুসারে রেশন দোকানে যাওয়ার নির্দেশ, এবং গ্রাহকদের সাথে কি কি আচরণবিধি পালন করতে হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশ, (xii) দূর্বল দরিদ্র 'স্বাস্থ্যস্বাথী', স্বাস্থ্য বীমা কার্ড লাগু করা, (xiii) গ্রাম পরিষ্কার অভিযান, (xiv) MGNREGS তহবিল থেকে রাস্তার ধারে সবুজায়ন ও গাছ লাগানো, (xv) এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত, অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য, দু'টি ট্রানজিট পয়েন্ট - একটি রেল স্টেশনে ও অন্যটি স্থানীয় বাসস্ট্যাণ্ডে, দু'টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছিল।

লকডাউন এর সময়, গ্রাম পঞ্চায়েত কমিউনিটি কিচেন এর ব্যবস্থা করে এবং যখন এই রোগ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল - এপ্রিল' 2020 থেকে প্রায় দুই মাস সময় পর্যন্ত 300-350 দরিদ্র মানুষকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করেছিল। এটা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই কাজের জন্য, যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল, তা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের উৎস (OSR) থেকে মেটানো হয়।

বিকল্প জীবিকার জন্য উদ্যোগসমূহ

MGNREGS এর প্রকল্পের অর্থসমূহ বিভিন্ন জীবিকার ব্যবস্থার জন্য প্রশংসনীয় ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। GP-র নিজস্ব আয়ের উৎসগুলিও ভাল থাকায়, সেগুলিও প্রতাপাদিত্যনগরের পরিবারগুলির পক্ষে কার্যকরীভাবে সহায়ক হয় এবং তাদের আর্থিক ভাবে সীমাবদ্ধতা না ঘটিয়ে, বিকল্প জীবিকা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কয়েকটি কর্মসূচীও যেমন জীবিকার বৈচিত্র বিষয়ক/অথবা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গ্রাম স্বয়ম্ভর পরিকল্পনা এই লকডাউনের সময় জারী ছিল। এই উদ্যোগসমূহের অন্তর্গত ছিল ছাগল পালন, মাশরুম চাষ হাঁস-মুরগী পালন, কলা বাগান তৈরী, নার্সারি স্থাপন, বায়ো-ফ্লক মৎস্য চাষ প্রভৃতি। এগুলির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, মাস্ক তৈরী এবং স্যানিটাইজার প্রস্তুত ছাড়াও।

জীবিকা নির্বাহের জন্য লক ডাউন চলাকালীন যে কর্মসূচীসমূহ নেওয়া হয়েছিল - সে সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা

- 640 জন অভিবাসী শ্রমিককে এই সময় MGNREGS প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত করা হয় - যেমন খামার পুকুর খনন, সেচের জন্য খাল কাটা, নদীর সীমানা জোরদার করে তোলা প্রভৃতি এবং এতে 64,000 সংখ্যক ম্যানডেজ বিশিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
- 314টি দরিদ্র পরিবারকে নতুন জব-কার্ড দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের MGNREGS এর অধীনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- 600 জন SHG সদস্যদের, যার সকলেই মহিলা, মুরগী পালনের শেড, ছাগল পালনের শেড এবং মুরগীর ছানা এবং ছাগলের বাচ্চা, দেওয়া হয়েছিল। MGNREGS এর অর্থ ব্যবহার করে শেড তৈরী করা হয়েছিল এবং মুরগীর ছানা এবং ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করার জন্য কিছু খরচ SHG ঋণ এর সাহায্যে মেটানো সম্ভব হয়েছিল।

মুরগীর জন্য আশ্রয়স্থল নির্মাণ অবস্থায় রয়েছে যা SHG সহায়তায় চলেছে

এছাড়াও যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে বিকল্প জীবিকাসমূহের ব্যবস্থা করার জন্য GP OSR এর অর্থ ব্যবহার করা হয়েছিল।

- 47 জন প্রান্তিক কৃষককে বিটল-ভাইন (পান) চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূল পরিকাঠামো সরবরাহ করা হয়েছিল। এই পরিকাঠামোর প্রত্যেকটির জন্য ব্যয় হয়েছিল 1.6 লক্ষ টাকা, যার অংশের খরচ MGNREGS এর কিছু প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছিল।
- GP এবং OSR থেকে 55 জন নিঃস্ব বয়স্ক বৃদ্ধ মানুষকে (21 জন পুরুষ ও 34 জন মহিলা) তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে মাসিক পেনশন (প্রতি মাসে 1000 টাকা) দেওয়া হয়েছিল।
- গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত SLWM প্রকল্প থেকে স্থানীয় কৃষকদের বিনামূল্যে ভার্মি কম্পোস্ট সার সরবরাহ করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের ফলে প্রায় 700 জন কৃষক উপকৃত হয়।
- MGNREGS এর অধীনে 5.5 কিঃমিঃ রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন করা হয়েছিল এবং এর চারাগাছগুলির যত্ন নেওয়ার জন্য 220 জন মহিলাকে বৃক্ষ পাট্টা সরবরাহ করা হয়েছে। কোভিড মহামারী মুক্ত হওয়ার পরেও এটি চলতে থাকবে।
- OSR এবং GP থেকে 64 জন অপুষ্টিজনিত লক্ষণ বিশিষ্ট শিশুদের সনাক্ত করা হয় এবং তারা যাতে পুষ্টিবর্দ্ধক খাবার এর সাহায্যে ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে, সেই কারণে নিয়মিত সহায়ক পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়।
- অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করে, 85টি পুকুর

যুবকদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মৎস চাষ

জীবিকার্জনের জন্য নার্সারী তৈরী

খনন করা হয়েছে এবং এই কাজ MGNREGS এর অধীনে প্রায় 17000 (ম্যান ডেজ) শ্রম দিবস তৈরী করেছে।

- এই লক ডাউন চলাকালীন সময়ে 60 জন স্থানীয় যুবককে শাকসবজি সরবরাহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যারা ঘরে ঘরে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করেছিল।
- GP এবং OSR থেকে 10 জন বেকার যুবককে বায়ো-ফ্লক ফিশ ফার্মিং ইউনিট (জৈব-যুথবদ্ধ মৎস্য চাষ ব্যবস্থা) সরবরাহ করা হয়েছিল।
- 150টি প্রান্তিক পরিবারকে, টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উদ্ভূত কলা বাগানের বাগান দেওয়া হয়েছিল, যার খরচ আংশিকভাবে MGNREGS থেকে আর আংশিকভাবে ORS থেকে দেওয়া হয়েছিল।

পরিষ্কার করা এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ

- 3000 পরিবার সমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমার পরিষেবা - স্বাস্থ্য সাথীর অধীনে আনা হয়েছিল।
- প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজ্য সরকারের একই তহবিলের জন্য 1.5 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিল, যাতে রাজ্য সরকার মহামারী প্রতিরোধের জন্য যে প্রচেষ্টাগুলি নিয়েছিল সেই কাজে সাহায্য করা যায়।

সাফল্যের কাহিনী

নিজস্ব উৎস থেকে উপার্জন একত্রিত করা - প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়তের সাফল্যের কাহিনী

- ডঃ অঞ্জন কুমার ভঞ্জ*

পশ্চিমবঙ্গের প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, যা কিনা সুন্দরবন বদ্বীপের একটি অংশ, কাকদ্বীপ সাব-ডিভিশনের অধীনে কাকদ্বীপ উন্নয়ণ ব্লকের একটি অন্যতম বৃহত্তম এবং জনবহুল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এর জনসংখ্যা 32,932। এটি একটি অধা-শহর গ্রাম পঞ্চায়েত, যা 43.35 বর্গ কিঃমিঃ বিস্তৃত, এবং এর অধীনে 21টি গ্রাম সাংসদসমূহ এবং 28টি প্রান্তিক গ্রাম রয়েছে। কালনাগিনী নদী এই গ্রাম পঞ্চায়তটিকে তিন দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 7139টি পরিবার রয়েছে যার জনসংখ্যা 32,932 এবং এরা এই গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে। এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা হলো কৃষিকাজ এবং মৎস শিকার। অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্কৃতির মনোভাবসম্পন্ন গোষ্ঠীরা মিলে এখানে এক অনন্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরী করেছে, যা এই একটি জেলার অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতে খুব কমই দেখা যায়।

এই একটি জনবহুল গ্রাম পঞ্চায়েত হওয়ার কারণে, এখানকার গ্রামবাসীদের প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়তকে অপ্রত্যাশিত সমস্যার সমাধান করতে হত, যেমন হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়া নলকূপ মেরামত করা, জমে থাকা জঞ্জালের পাহাড় পরিস্কার করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে পুনরুদ্ধার এর কাজ প্রভৃতি। এই কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন তাদের নিজস্ব আয়ের উৎসকে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের 46 নম্বর অনুচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জমি ও বাড়ির কর সংগ্রহ করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, উপ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে (পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের 47 নম্বর ধারা) যানবাহনের পঞ্জীকরণ, ব্যবসায় চালানোর জন্য নিবন্ধিকরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের পরিচালন। বিজ্ঞাপন প্রদর্শন প্রভৃতির জন্য ফি, ব্যবহার সংক্রান্ত চার্জ ইত্যাদি আদায় করেছে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী OSR সংগ্রহের জন্য প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য মাত্র দু'টি উপায় রয়েছে। একটি হল জমি ও বাড়ি সংক্রান্ত কর, যা করযোগ্য রাজস্ব তহবিল গঠন করে এবং অপরটি হল কর বহির্ভূত রাজস্ব (নো-ট্যাক্স)। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালন প্রশাসন এক নতুন মূল্যায়নের মাধ্যমে জমি ও বাড়ির উপর কর লাগু

করেছে। পঞ্চায়েত প্রশাসন, কমিশন এবং ভিত্তিতে কর সংগ্রহ করার জন্য সরকার নিযুক্ত করেছে, যারা মানি রিসিপ্ট দিয়ে কর (ট্যাক্স) এবং যার কোন কর নেই (নো-ট্যাক্স) এই উভয়ই সংগ্রহ করে। বকেয়া কর আদায় করার জন্য প্রতি বৎসর গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদ সভার (ওয়ার্ড মিটিং)এ খেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করে। এছাড়াও প্রতিটি গ্রাম সংসদ (ওয়ার্ড) বকেয়া ট্যাক্স আদায় করার জন্য ক্যাম্প এর আদলে বকেয়া ট্যাক্স আদায় ক্যাম্প করা হয়। যার ফলে 95% এরও বেশি কর আদায় হয়ে থাকে। কোন কর বহির্ভূত ব্যাপারটি ছাড়াও, গ্রাম পঞ্চায়েত একটি উপ আইন এর খসড়া করেছে, যা গ্রাম সভা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এখন এই উপর আইনটি অনুসারে, গ্রাম-পঞ্চায়েত কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করছে। কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎসগুলি হল - চালু ব্যবসার নিবন্ধিকরণ, বাড়ির খসড়া অনুমোদন, মোটর বিহীন পাবলিক পরিবহনগুলির নিবন্ধীকরণ, মোবাইল টাওয়ার স্থাপনের অনুমতি, বর্জ্যসমূহের নিরাপদ নিষ্কাশন, হোর্ডিং এবং ব্যানার প্রদর্শন, প্রভৃতি। গত বছর গ্রাম পঞ্চায়েত 10টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করেছে এবং উপ-আইনে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, এই টয়লেট ব্যবহারের জন্য, ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত আয়ের উৎস হবে, এমন সম্পত্তিগুলি তৈরী করেছে। যেমন মৎস চাষ, বাজার কমপ্লেক্স, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, প্রভৃতি এবং প্রতি বছরই এই সম্পত্তিগুলি লিজ দেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত, মানুষের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তুলেছে যে, যখনই তারা গ্রাম-পঞ্চায়েত এর কাছ থেকে কোন পরিষেবা নিতে আসবে, তখনই তারা যেন তাদের সাথে আপ-টু-ডেট কর এর রসিদ নিয়ে আসে। এর ফলে, গত কয়েক বছর ধরে, OSR এর আয় সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে এক উর্দ্ধগতি দৃশ্যমান হয়েছে।

*অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, পঞ্চায়েতী রাজ কেন্দ্র, ডিসেন্ট্রালাইজড সহযোগী অধ্যাপক প্ল্যানিং এণ্ড সোসাল সার্ভিস ডেলিভারী (CPRDP&SSD) NIRDPR রাজেন্দ্রনগর, তামিলনাড়ু-500030

2017-18 আর্থিক বছরে OSR এর সংগ্রহ ছিল 82,32,388.00 টাকা, 2018-19 এ এটির পরিমাণ ছিল 1,00,55,565.00 এবং 2019-20 আর্থিক বছরে এটি পরিমাণ ছিল 1,12,60,938.00।

2018-19 আর্থিক বছরে নিজস্ব উৎসের উপার্জন (OSR) সংগ্রহ এবং ব্যবহারের বিশদ তথ্য নিম্নরূপ:

2018-19 এর নিজস্ব উৎসের উপার্জন বাবদ সংগ্রহ এবং ব্যবহার:

রাজস্বের উৎস	সংগ্রহ করা রাশি	ব্যয়ের শীর্ষক	ব্যয়ের মূল্য
ভূমি ও ভবন কর	1215953.00	টিউব ওয়েল মেরামত	591637.00
বাড়ি/ভবন নির্মাণের অনুমতি	398738.00	স্যানিটেশন এবং স্বচ্ছতা	98391.00
ব্যবসার নিবন্ধনের ফী	655395.00	দরিদ্র, অক্ষম এবং বিধবাদের জন্য পেনশন	641500.00
স্থাবর সম্পত্তির লীজ	765200.00	মশা/ কিট দ্বারা বহন করা রোগ প্রতিরোধ করার প্রকল্প	155295.00
মোবাইল টাওয়ার বসানোর অনুমতির জন্য ফী	1492500.00	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	4716745.00
গাড়ির রেজিস্ট্রেশন	37670.00	সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ	419390.00
স্থানীয় মেলায় দেওয়া স্টল থেকে আয়	247000.00	রক্তদান শিবির	249261.00
হোর্ডিং, বিজ্ঞাপনের জন্য ফী	71000.00	সামাজিক বনপালন	76735.00
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ফী	1808257.00	রাস্তার আলো মেরামত করা	332606.00
জীবাণুবিয়োজ্য নয় এমন বর্জ্য এবং ফার্টিলাইজার বিক্রয়	198607.00	বিদ্যালয়ের খেলাধুলা সঞ্চালনা করা	260510.00
জন্ম ও মৃত্যুর বিলম্বে ইস্যু করা সার্টিফিকেট ফী	1453.00	স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ	43900.00
বিভিন্ন ফর্ম বিক্রয়	68700.00	অপুষ্টি কমানোর জন্য কার্যক্রম	59274.00
পুরনো যন্ত্রপাতি বিক্রয়	12000.00	বিভিন্ন সভা পরিচালনা করা	340156.00
উন্নয়নের কাজের জন্য অনুদান	3011871.00	সচেতনতা অভিযান এবং বিজ্ঞাপন	231976.00
ভিন্ন ডিপোজিট	71221.00	কর সংগ্রাহকদের কমিশন	298434.00

রাজস্বের উৎস	সংগ্রহ করা রাশি	ব্যয়ের শীর্ষক	ব্যয়ের মূল্য
মোট আয়	10055565.00	আতিথ্য	76665.00
		কার্যালয়ের খরচ	897380.50
		মোট খরচ	9642052.50
এক কোটি পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশ পয়ষট্টি টাকা মাত্র		ছিয়ানব্বই লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার বাহান্ন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র	

জমি এবং বাড়ি সংক্রান্ত কর

2018-19 এ জমি ও বাড়ির জন্য মোট মূল্যায়ণ মূল্য ছিল 15.66 লক্ষ টাকা। যার মধ্যে 12.16 লক্ষ টাকা (78%) ব্যবহার করার জন্য দেওয়া যেতে পারে। জমি ও বাড়ির কর আদায়ের জন্য সারা বছর ধরে কর সংগ্রহ শিবিরের ও আয়োজন করা হয়েছিল।

ব্যবসায় নিবন্ধীকরণের জন্য ফী

2018-19 আর্থিক বছরে, ব্যবসায় নিবন্ধীকরণের ফী বাবদ মোট মূল্যায়ণ করা হয়েছিল 6.94 লক্ষ টাকা। যার মধ্যে মোট 6.55 লক্ষ টাকা (94%) সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই নিবন্ধীকরণ ফী বাবদ যে বর্দ্ধিত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল তা সম্ভব হয়েছিল বিভিন্ন ব্যবসায় বান্ধব পরিষেবার ব্যবস্থার ফলে।

স্থায়ী/স্থাবর সম্পদ থেকে আয়

গ্রাম পঞ্চায়েত এর 2টি পাবলিক টয়লেট এবং 7টি ফিশারি আছে। এগুলি প্রতি বছর লিজ বা ইজারা দেওয়া হয়। 2018-19 আর্থিক বছরে, গ্রাম পঞ্চায়েত এই সম্পত্তিগুলি থেকে 7.65 লক্ষ টাকা আয় করেছে।

বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা

2018-19 এ, গ্রাম পঞ্চায়েতটি জীবাণুবিয়োজ্য নয় এমন বর্জ্য বিক্রয় করে 1.93 লক্ষ টাকা আয় করেছিল। অন্যদিকে, স্থানীয় নিবাসীদের থেকে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য মাসিক ফী হিসেবে 18.08 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকলাপগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী এবং আত্ম-নির্ভর করেছে।

নিজস্ব উৎসের রাজস্বের ব্যবহার (OSR)

এই OSR-এর মধ্যে থেকে, প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত কিছু অনন্য এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র দূরীকরণ করতে এবং সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে ও সব বয়সী সকলের কল্যাণকে বর্ধিত করতে, গ্রাম পঞ্চায়েতটি 64 জন অ-BPL প্রান্তিক বয়স্কদের, বিধবা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের প্রত্যেককে 1000 টাকার মাসিক পেনশন দিচ্ছে। আবার, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দরিদ্র সদস্যদের জীবিকার সুযোগ দিতে, গ্রাম পঞ্চায়েত OSR থেকে পোল্ট্রি, মেষ পালন, বায়ো ফ্লক ফিশ ফার্মিং ইউনিট প্রদান করছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটিতে 388টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এই মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়ন করতে, জিপি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করেছে যেমন ব্যাগ তৈরী করা, বিউটিশিয়ন, সেলাই প্রশিক্ষণ, সফ্ট টয় বানানো, কাগজের ব্যাগ তৈরী করা ইত্যাদি। উপরুল্লিখিত প্রশিক্ষণগুলির খরচ OSR ফান্ড থেকে বহন করা হয়। এই গোষ্ঠীগুলিকে তাদের পণ্যগুলি বিক্রি করার জন্য স্টলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমান রোজগারের উপায়গুলিকে তৈরী এবং সশক্ত করতে অনেকগুলি দক্ষতা বিকাশ করার প্রশিক্ষণ আরম্ভ করেছে। একটি সাব পোস্ট অফিস অস্থায়ী ভাবে একটি ভগ্নদশা বাড়ি থেকে কাজ করছিল, তাই মানুষের খুব সমস্যা হচ্ছিল। এই প্রয়োজনটি অনুভব করে, গ্রাম পঞ্চায়েতটি সাব পোস্ট অফিসের জন্য নিজস্ব রোজগারের উৎস থেকে একটি সব পোস্ট অফিস ভবন তৈরী করেছে।

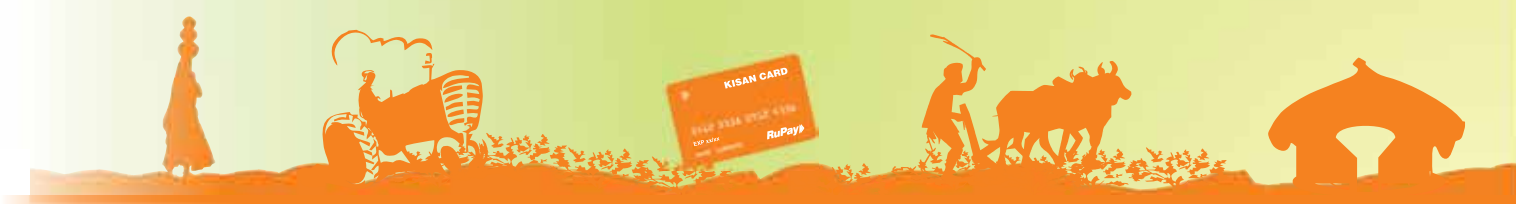

স্যানিটেশন সম্পর্কিত উদ্যোগ

অস্বাস্থ্যকর ঋতুস্রাব (মাসিক) এবং ব্যবহৃত ন্যাপকিনের অসুরক্ষিত বর্জন গ্রামীণ এলাকার সাধারণ সমস্যা। এছাড়া ঋতুস্রাব নিয়ে প্রচুর প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে, বিদ্যালয়গুলিতে IEC গতিবিধি হিসেবে ধারাবাহিক ভাবে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে যাতে ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা যোগদান করেছেন। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 5টি হাই স্কুলের সবকটিতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন এবং ইন্সিনিরেটর বসিয়েছে। প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্যাম্প এবং অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের চিহ্নিত করতে স্ক্রীনিং ক্যাম্পের আয়োজন করে এবং এই সব উদ্যোগ OSR থেকে কার্যান্বিত হয়।

OSR-এর সঙ্গে অন্যান্য ফান্ড-এর সম্মিলন প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রভাবশালী দিকগুলির একটি। যেকোনো সরকারী অনুদান থেকে যেকোনো উন্নয়ণমূলক কাজ সম্পাদন করার সময় সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি OSR থেকে পূর্ণ করা হয়। 2016তে এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি একটি কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প তৈরী করেছিল এবং আজ পর্যন্ত প্লান্টটির খরচ, যা প্রায় 50 লক্ষ টাকা, OSR থেকে বহন করা হয়। এছাড়া, প্রান্তিক কৃষকদের জন্য গত বছর MGNREGS প্রকল্পের অন্তর্গত 53টি চাষের পুকুর খনন করা হয়েছিল এবং লাভার্থীদের জন্য মাছের চারা OSR রাশি থেকে দেওয়া হয়েছিল। আবার শিশুদের স্বাস্থ্যকর মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে, গ্রাম পঞ্চায়েত OSR, চতুর্দশ অর্থ কমিশন এবং MGNREGSর সম্মিলিত অর্থ দিয়ে একটি শিশুদের পার্ক তৈরী করেছে। সম্প্রতি প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত জৈবিক কৃষিকে প্রোৎসাহন দিয়ে কৃষি দূষণ কমাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম ধাপে, পঞ্চায়েতটি 2টি গ্রাম সংসদ (ওয়ার্ডে) প্রকল্পটি আরম্ভ করেছে। MGNREGS এবং OSR-এর সম্মিলিত অর্থ দিয়ে কৃষকদের সাথে কর্মশালার আয়োজন, প্রদর্শন ক্ষেত্র এবং পারিবারিক স্তরে কম্পোস্ট পিট তৈরী করা এবং কৃষকদের জৈবিক বীজ ও খাদ সরবরাহ করা হয়েছে।

দরিদ্র, বয়স্ক, বিধবা এবং ভিন্ন ভাবে সক্ষম মানুষের জন্য পেনশন

করোনা অতিমারি পরিস্থিতি এবং আম্ফান-পরবর্তী (প্রবল ঘূর্ণিঝড়) সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত দরিদ্র গ্রামবাসীদের বিকল্প জীবিকার সুযোগ করে দিচ্ছে। 1000টি পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে যার নেতৃত্বে মহিলারা আছেন; MGNREGS প্রকল্পের অন্তর্গত পোল্ট্রি শেড, ছাগলের চালা তৈরী করা হয়েছে এবং OSR থেকে তাদের মুরগি, ছাগল ইত্যাদিও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, লকডাউন চলাকালীন, গ্রাম পঞ্চায়েত দরিদ্র এবং বিপন্ন মানুষের জন্য একটি সামুদায়িক রান্নাঘর তৈরী করেছে। এখানে প্রতিদিন প্রায় 200 জনকে খাবার দেওয়া হত, কেবল গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষকেই নয়, নিকটবর্তী এলাকার মানুষকেও। এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েতটি মুখ্যমন্ত্রীর কোভিড-19 ত্রাণ তহবিলে 1,50,000 টাকা দান করেছে। উল্লেখ করা সব কটি উদ্যোগ নিজস্ব উৎসের রোজগার দিয়ে করা হয়েছে।

সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্র নির্মূল করতে, অপুষ্টির অভিশাপ দূর করতে, ক্ষুধা মেটাতে করতে, খাদ্য সুরক্ষা অর্জন করতে, উন্নত পুষ্টি এবং দীর্ঘস্থায়ী কৃষিকে উৎসাহ দিতে, সুস্থ জীবন সুনিশ্চিত করতে এবং সব বয়েসে সকলের জন্য ভালো থাকাকে উৎসাহ দিতে, লিঙ্গের সমতা অর্জন করতে এবং মহিলা ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করতে এবং অন্তর্ভুক্তি ও দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উৎসাহ দিতে, সকলের জন্য সম্মানজনক কাজ ও রোজগার দিতে, প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত নিজস্ব উৎসের রোজগার ব্যবহার করছে।

প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অভিশাপ যেমন নারী ও শিশু পাচার, বাল্য-বিবাহ, স্কুল ছাড়া, অপুষ্টি, শিশু শ্রম ইত্যাদি নির্মূল করতে অনেকগুলি জনসভা, কর্মশালা, সভার আয়োজন করে; এবং এই উদ্যোগগুলির খরচও OSR থেকে নেওয়া হয়। এছাড়া, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, 11 জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়েছে; বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে; সকলের জন্য শিক্ষাকে প্রোৎসাহন দিতে 8 সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়েছে। এছাড়া, সকলের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে, 24 মার্চ রাষ্ট্রীয় কুষ্ঠ রোধ দিবস, 30 জানুয়ারীতে রাষ্ট্রীয় যক্ষা দিবস পালন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও স্কুলের শিশু, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা, আশা এবং ICDS কর্মীরা, স্থানীয় যুবক, পঞ্চায়েত সদস্যরা এইসব উদ্যোগে যোগদান করেছে। এইসব উদ্যোগ সফল করতে জনসভা, আলোচনা, কর্মশালা ছাড়াও বাড়িতে বাড়িতে নজরদারী করা হয়েছে। এইসব উদ্যোগও গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব উৎসের রোজগার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। অতএব, এই নিষ্কর্ষে পৌঁছোন যায় যে প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত আত্মনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে।

আবাস দিবস সম্পর্কে

প্রধানমন্ত্রী আবাস পরিকল্পনা (PMAY)
আমাদের গ্রামীণ মানুষের সম্মান রক্ষা করে

"আবাস দিবস" উপলক্ষে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর রাজ্য এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীদের এবং বরিষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে একটি সভা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রধান মন্ত্রী আবাস পরিকল্পনা গ্রামীণ (PMAY-G)-র লক্ষ্য হলো উপভোক্তাদের ঘর সরবরাহ করা এবং এছাড়াও তাদের সম্মান রক্ষা করা। বাস্তবে এই উন্নত জীবন যাত্রা উপভোক্তাদের কল্যাণে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দেশে উদযাপিত অন্যান্য বিশেষ দিনগুলি থেকে পৃথক, আবাস দিবস কোটি কোটি গ্রামীণ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার দিন এবং উপভোক্তাদের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করার একটি সুযোগ। কয়েকটি রাজ্যের গ্রামীণ মন্ত্রীরা "2022-র মধ্যে সকলের জন্য আবাস"-এর লক্ষ্য অর্জন করার সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন।

সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি – গ্রামোন্নয়ন রাজ্যমন্ত্রী, শ্রী নগেন্দ্র নাথ সিনহা – সচিব (গ্রামোন্নয়ন), শ্রীমতী অলকা উপাধ্যায় – অতিরিক্ত সচিব (গ্রামোন্নয়ন), শ্রী গয়া প্রসাদ – উপ মহানির্দেশক (গ্রামোন্নয়ন) এবং মন্ত্রকের অন্যান্য অধিকারিগণ এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। ষোলোটি রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীগণ এবং পঞ্চায়তি রাজ বিভাগগুলির সচিবগণও এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

"2022-এর মধ্যে সবার বাসস্থান"–এর ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে 2016 সালের 20শে নভেম্বর উত্তর প্রদেশের আগ্রায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী PMAY-G'র সূচনা করেন। তখন এটিও নির্ধারিত হয় যে প্রতি বছর 20শে নভেম্বর "আবাস দিবস" রূপে পালিত হবে। বিবেচিত হয়েছিল যে 2022-এর মধ্যে 2.95 কোটি সর্বপ্রকার অত্যাবশ্যক সুবিধাযুক্ত আবাস ইউনিট তৈরী করা হবে। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ 2016-17 থেকে 2018-19-এর মধ্যে এক কোটি পাকা বাড়ী তৈরীর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 2019-20 থেকে 2021-22-এর মধ্যে অবশিষ্ট 1.95 কোটি পাকা বাড়ী তৈরীর নির্ণয় নেওয়া হয়েছিল। কুল 2.26 কোটি বাড়ী বণ্টনের লক্ষ্যে PMAY-G-তে 1.75 কোটি বাড়ীর মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে 1.20 কোটি বাড়ী সম্পূর্ণ রূপে তৈরী করা হয়েছে।

এই প্রকল্পে সরকার অনেকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন যেমন স্বচ্ছতা ও গুণমান বজায় রেখে যথাশীঘ্র গৃহ নির্মাণ, উপভোক্তাদের কাছে সময়মতো অর্থ যোগানের উদ্দেশ্যে উপভোক্তাদের সরাসরি অর্থের হস্তান্তর, উপভোক্তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান, নির্দিষ্ট পরিধির উপযোগী নকশা বেছে নেওয়ার সুযোগ, MIS-এরিয়াজ সফ্টওয়ারের মাধ্যমে সতর্ক নজর রাখা এবং আবাস অ্যাপ।

আবাস *দিবস/সপ্তাহ* পালনের সময় নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- PMAY-G সম্পর্কে উপভোক্তাদের অবহিত করানো
- গৃহ নির্মাণের স্থানে উপভোক্তাদের পরিদর্শন করানো।
- উপভোক্তাগণ যাতে ঋণ পেতে পারেন সেজন্য স্থানীয় ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করা।
- *ভূমিপূজা* এবং *গৃহপ্রবেশ* ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- অন্য যে কোনও কার্যাবলী যার প্রয়োজন এই উপলক্ষ্যে অনুভব করা হতে পারে।

সূত্র: PIB

গ্রামীণ অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা দূর করার লক্ষ্যে গৃহীত বৈপ্লবিক পদক্ষেপগুলি

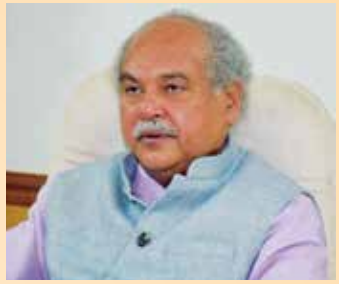

পঞ্চায়েতী রাজ, গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমর বলেছেন যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভারসাম্যের অভাব দেখা গিয়েছে কারণ তথ্যানুসারে দেশের 70 শতাংশেরও বেশী লোক গ্রামেই বসবাস করা সত্ত্বেও পূর্বতন সরকার এই বিষয়টির প্রতি অপেক্ষাকৃত কম নজর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতি তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। বিগত সাড়ে ছ'বছরে গ্রামোন্নয়ন এবং মূল সুবিধাগুলির ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে অনেকগুলি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। "গ্রামীণ অর্থনীতি: অর্থনৈতিক পুনরুত্থান এবং ক্রমাগত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের চাবিকাঠি"এই বিষয়ের উপর অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিস (CII) আয়োজিত একটি জাতীয় কনফারেন্স সম্বোধন করতে গিয়ে শ্রী তোমর বলেন যে গ্রামীণ ভারতের বিকাশ ছাড়া একটি উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আরও বলেন যে ছয় বছর পূর্বে গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলিতে শৌচাগার, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি প্রাথমিক সুবিধাগুলিরও অভাব ছিল এবং প্রায় 3 কোটি পরিবারের বসবাসের জন্য নিজস্ব বাসগৃহ ছিল না। বর্তমানে প্রতিটি পরিবার এই সকল সুবিধা এবং অন্যান্য প্রাথমিক সুবিধা পাচ্ছেন এবং PMAY-G-র অধীনে নির্মিত গৃহগুলিতে এইসব সুযোগ সুবিধা রাখা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক পরিকল্পনার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রধান সড়কের সাথে 1 লক্ষ 78 হাজার লোকালয়কে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় পর্যায়ের অনুমোদন দিয়েছেন যার দ্বারা মোট 1 লক্ষ 25 হাজার কিলোমিটার লম্বা রাস্তা নির্মিত হবে। এই লক্ষ্যের মধ্যে 30 হাজার কিলোমিটার লম্বা রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রী তোমর জানান যে এই বছরে গ্রামোন্নয়ন এবং গ্রামের গরীব মানুষদের উন্নতি বাবদ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক 2 লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করার লক্ষ্য রেখেছেন। কোভিড-19 সংকটের জন্য MGNREGS বাজেটে 50,000 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। এই বছরে এখনও পর্যন্ত 1 লক্ষ 11 হাজার 500 কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় দীনদয়াল অন্ত্যোদয় পরিকল্পনা এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল পরিকল্পনার অধীনে হওয়া কার্যকলাপের বিষয়েও অবগত করান।

শ্রী তোমর বলেন যে কৃষকদের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করার এবং তাঁদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি আইনের পরিমার্জনা করেছে। ক্ষুদ্র ও মধ্যমানের কৃষকদের সুবিধার্থে এবং উন্নত ও দলবদ্ধ কৃষিকার্য্যের দ্বারা আয় করার লক্ষ্যে দশ হাজার নতুন কৃষিজ উৎপাদন সংস্থা গঠন করা হচ্ছে। 1 লক্ষ কোটি টাকার সংস্থান যুক্ত একটি কৃষি পরিকাঠামো ফান্ডও গঠন করা হয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী CII প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন গ্রামে আরও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গঠনের জন্য পদক্ষেপের সন্ধান করেন। তিনি জানান যে প্রায় 7 কোটি 63 লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্গত লাইভলিহুড মিশনের সাথে যুক্ত। তাঁদের উৎপাদনগুলির বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে যাতে তাঁরা রোজগার শুরু করতে পারেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রী CS ঘোষ – বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং CII-এর রুরাল ইকনমি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, শ্রী নীলাচল মিশ্র - KPMG ইন্ডিয়ার কর্ণধার এবং শ্রী সুধীর দেবরসও তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

সূত্র: PIB

Ministry of Panchayati Raj

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রক
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

পঞ্চায়েতী রাজ ইউ টিউব চ্যানেল

গ্রামোদয় সঙ্কল্প মোবাইল অ্যাপ

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Printed & Published by Ministry of Panchayati Raj
Edited-in-chief: Secretary, Ministry of Panchayati Raj
Printed by: India Offset Press, A-1, Mayapuri Industrial Area, Phase-I, Mayapuri, New Delhi - 110064
Published by: Ministry of Panchayati Raj, Government of India, Tower II, 9th floor, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi-110001

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.